প্রেমের তুফান

উপন্যাস।

শ্রীবিনোদবিহারী শীল-সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

পৌষ, ১৩১৪ সাল।

শ্রীবিনোদবিহারী শীল সম্পাদিত।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

সুলভ সংস্করণ।

সর্ব্বনেশে দল	৸০
দুর্দ্দান্ত দমন	৸০
বাহাদুরের বাহাদুরী	
অপরূপ চেহারা	।৵০
সর্ব্বনাশী	৸০
গোলযোগ	॥০
খুনের দায়ে ছেলে	৸০
মায়ের ওপর মেয়ে	৸০
গুপ্ত-হস্ত	৸০
প্রেমের তুফান (উপন্যাস)	৸০

যন্ত্রস্থ।

Printed by S. K. Seal at the SEAL PRESS,
633 Upper Chitpore Road.—Calcutta.

শ্রীবিনোদবিহারী শীল সম্পাদিত।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

রাজ সংস্করণ।

সুন্দরী সংযোগ	১।০
খুন বা অখুন	॥৶০
মহারাজা ও শয়তানী	১॥০
প্রেমের স্বপন বা আত্মহারা খুনী	

যন্ত্রস্থ।

প্রেমের তুফান।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিনা।

কামিখ্যা দেবীর পুণ্যতোয় মন্দিরের কথা কে না জানেন? এই জগতখ্যাত মন্দিরে সর্ব্বদাই কতকগুলি "কুমারী" দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই "কুমারীর" সংখ্যা অতি বহুতর ছিল,—এখন দিন দিন অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে দেশ দেশান্তর হইতে পিতামাতাগণ স্ব স্ব প্রাণের কন্যা আনিয়া,—কামিখ্যাদেবীর চরণপ্রান্তে উৎসর্গীকৃত করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহারা মায়ের অনুসঙ্গিনীরূপে মন্দিরের প্রাসাদে লালিতাপালিতা হইত;—ক্রমে যত বড় হইত,—তত ভিক্ষাবৃত্তিতে সুদক্ষা হইয়া উঠিত। যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইত।

রিনা এইরূপ কামিখ্যাদেবীর একটী "কুমারী।"

অন্যান্য কুমারীদিগের মধ্যে সকলেই সহজে রিনাকে লক্ষ্য করিত, গৌহাটী হইতে কামিখ্যা পাহাড়স্থ সমস্ত লোকেই তাহাকে বেশ চিনিত। দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ আসিয়াও, তাহাকে বেশ চিনিয়া যাইত। প্রায় সহজে কেহ তাহাকে ভুলিতে পারিত না।

কেন? কারণ সে সুন্দরী;—যদিও তাহার উষ্ক-খুষ্ক কেশরাশি, তাহার স্কন্ধে পৃষ্ঠে গড়াইত,—যদিও তাহার গোলাপ-বিনিন্দিত অঙ্গ প্রায়ই ধূলায় ধূসরিত থাকিত,—যদিও তাহার ছিন্ন মলিন বসন ব্যতীত জুটিত না,—তবুও তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য শ্বেত মেঘাবরিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইত,—যে তাহাকে একবার দেখিত,—সে তাহাকে আর ভুলিতে পারিত না।

তাহার পর তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়,—তাহাও ভুলিবার দ্রব্য নহে।, বঙ্গকুলাঙ্গনাগণের ন্যায় সে কুরঙ্গনয়নী নহে,—সম্ভবমত সে বাঙ্গালী নহে,—সম্ভবমত, কেন,—সে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী নহে! হয় সে আসামী,—না হয় খাসিয়া বা অন্য কোন পাহাড়ীয়া জাতির কন্যা। কোন কুমারীই তাহার জনক জননীকে জানিত না,—রিনাও জানিত না।

বলিতেছিলাম তাহার চক্ষু ভুলিবার নহে। তাহার সেই নাতি গোলাল সুন্দর চক্ষু, তাহার সুন্দর মুখে দুইটী নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিত। তাহার সেই চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তি,—অগ্নি,—তেজ বিকীর্ণ হইত,—কতকটা সর্পিনীর চক্ষের সহিত তাহার চক্ষের সাদৃশ্য ছিল

মিনার এ ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। যে পাণ্ডার গৃহে সে লালিতাপালিতা হইয়াছিল,—সে পাণ্ডাগৃহিণী বড় মুখরা নির্দ্দয়া,—কঠিনহৃদয়া ছিলেন। কাজ না করিলে,—তিনি সর্ব্বদাই মিনাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন। তাঁহার নির্দ্দয়তার চিহ্ন মিনার সুন্দর অঙ্গে নানাস্থানে পরিলক্ষিত হইত।

মিনা কখনও তাঁহার সম্মুখে কাঁদিত না। নির্জ্জনে পাহাড়শৃঙ্গে নিকুঞ্জ মধ্যে গিয়া লুকাইয়া, একাকিনী কাঁদিত। তাহার ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। পাণ্ডাগৃহিণী তাহার ক্ষুদ্র বালিকাজীবন দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ভালবাসা কি,—মিষ্টকথা কি,—মিনা তাহা জানিত না। পাণ্ডাগৃহিণী তাহাকে যাত্রী ধরিতে ও যাত্রীদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া, যথেষ্ট অর্থ আনিবার জন্য, তাহাকে প্রাতে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিতেন। যেদিন সে কিছু আনিতে পারিত,—সেই দিনই তাহার পেট ভরিয়া আহার মিলিত,—নতুবা নিষ্ঠুরা, নির্দ্দয়হৃদয়া পাণ্ডাগৃহিণী তাহাকে পাতে যাহা কিছু পড়িয়া থাকিত,—তাহা কুকুরকে না দিয়া, তাহাকেই দিতেন।

তাহাই সুবিধা পাইলেই, মিনা গোপনে কাঁদিত,—পারতপক্ষে সে পাণ্ডাগৃহে ফিরিত না। যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে থাকিতে পারে,—ততটুকুই তাহার শান্তি,—সুখ,—আনন্দ।

একদিন বিনাকারণে পাণ্ডাগৃহিণী, তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া, রাত্রে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন

অপরাধ, আজ সে যাত্রী ধরিতে পারে নাই,—আজ সে কিছুই ভিক্ষায় পায় নাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে মিনা, তাহার সেই পাহাড়শৃঙ্গস্থ শান্তি-নিকুঞ্জের দিকে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তুমি কাঁদিতেছ ?

জ্যোৎস্না রাত্রি,—চারিদিক রজতালোকে হাসিতেছে,—কামিখ্যাদেবীর সুন্দর পাহাড়ের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হতভাগিনী পিতৃমাতৃবিহীনা মিনা তাহার সেই বৃক্ষ-রাজির নিম্নে বসিয়া, প্রাণের দুঃখে কাঁদিতেছিলে।

এই সময়ে সহসা কে তাহার চক্ষু দুইহস্তে চাপিয়া ধরিল। তৎপরে পরমুহূর্ত্তে হাত তুলিয়া, অতি বিস্মিতস্বরে বলিল, "তুমি কাঁদিতেছ ?"

বিস্মিত ও ভীত হইয়া, মিনা ফিরিল। দেখিল, তাহার পার্শ্বে একটী সুপুরুষ বাঙ্গালী যুবক,—বয়স বিংশ বৎসরের অধিক হইবে না,—তিনি অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ ?"

এমন মিষ্টস্বর,—এমন আদরপূর্ণ স্বর,—এমন অমিয়মাখা স্বর মিনা জীবনে আর কখনও শুনে নাই। তাহার হৃদয়-তন্ত্রী কম্পিত হইল,—তাহার প্রাণমন প্রকম্পিত হইল,—

তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইল,—মিনা যৌবনস্থখীন যুবতীও নহে,—বালিকাও নহে,—কুমারী হইলে কি হয়,—ভিখারিণী হইলে কি হয়,—অনাথিনী দুঃখিনী হইলে কি হয়,—প্রাণ প্রাণই থাক,—সেই জ্যোৎস্নার আলোকে যুবকের মূর্ত্তি নিমিষে তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল,—তাহার স্বর তাহার প্রাণে অমিয় বর্ষণ করিল,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল,—সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ ?"

মিনা অবনতমস্তকে রহিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইল না।

যুবক তাহার পার্শ্বে বসিয়া,—বামহস্তে তাহার হাত ধরিলেন। দক্ষিণ হস্তে পকেট হইতে স্থন্দর সৌগন্ধময় রুমাল বাহির করিয়া,—আদরে সস্নেহে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর তাহার চিবুক ধরিয়া, তাহার মুখ তুলিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রাত্রে এখানে বসিয়া তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

যাহার বৃত্তি ভিক্ষা,—অপরিচিত যাত্রী ধরা,—যে খ্যাত-নাম্নী লজ্জাশূন্যা কুমারী,—যে মুখরা,—বাচাল,—হীন,—হেয়, তাহার আজ সহসা এত লজ্জা কেন ? যে জানে, সে জানে,—বলা কঠিন।

যুবক তাহার দুই হাত, তাহার হস্ত মধ্যে রাখিয়া,—আদরে সস্নেহে তাহার সহিত কথা কহিয়া,—ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের দুঃখ কাহিনী সকলই শুনিয়া লইলেন। তাহাকে আদর করিলেন, ভালবাসিলেন,—মিনা

এমন মিষ্ট কথা,—এমন আদর, এমন ভালবাসা শৈশব হইতে আর কখনও শুনিতে পায় নাই।

জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত সে কেবল গালাগালি ও প্রহার খাইয়া আসিতেছে। ভালবাসা,—স্নেহ মমতা কি, তাহা সে কখনও উপলব্ধি করে নাই,—তাহাই সে জগত ভুলিল। সমস্ত রাত্রি সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত পাহাড় উপরে যুবকের সহিত কত কথাই কহিল,—ক্রমে সে তাহার লজ্জা ভুলিয়া গেল,—নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। যুবক দুইহস্তে তাহার সুন্দর মুখ ধরিয়া,—তাহার গোলাপ-বিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন। মিনা চক্ষু মুদিত করিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কথায় কথায় সকাল হইয়া গেল। যুবক হাসিতে হাসিতে বলিলেন; "চল,—আজ আমি তোমার যাত্রী হইব,—দেখি, তোমার পাণ্ডাগৃহিণী কি বলে।"

এই বলিয়া, যুবক পকেটে চপেটাঘাত করিলেন,—ঝম্ ঝন্ করিয়া টাকা বাজিয়া উঠিল। মিনা হাসিল।

যুবক পকেট হইতে একটা ব্যাগ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখ,—আরও আছে।" এক ব্যাগ নোট।

এইরূপ যাত্রী পাইয়া, পাণ্ডা অতিশয় আনন্দিত হইল,—ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহাকে সমাদরে বসাইল,—মিনা ভিতরে গেলে,—পাণ্ডাগৃহিণী বলিলেন, "সাধে কি মারি তোকে,—এই দেখ দেখি, কেমন যাত্রী এনেছিস্,—এই রকম রোজ আনলে কত আদর করি,—আয়, কিছু খা,—বাছারে আমার! রাত্রে গাছতলায় পড়েছিলি,—না জানি কত কষ্ট

হ'য়েছে। তারপর তোকে কত খুঁজেছিলাম,—রাগ কোর্ে আছে মা? সমস্ত রাত্রি খাস নি।"

মিনা কোন কথা কহিল না। পাণ্ডাগৃহিণী আজ তাহাকে ভাল ভাল খাদ্যাদি দিল। হায়রে সংসার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক ও মিনা।

পাণ্ডার আদর অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া, যুবক বলিলেন, "আমি গৌহাটীতে দিনকত আছি। এখন থেকে রোজ একবার করে মার মন্দিরে আসিব মনে করিতেছি,— আপনি প্রত্যহ আমার জন্য ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন।"

"অবশ্য, অবশ্য,—বাবু বড় পুণ্যবান।"

"ইহাতে প্রত্যহ কত খরচ পড়িবে?"

"তা—তা—বাবু—যেমন—আপনি বড় লোক——"

যাইবার দিন ভাল করিয়া পূজা দিয়া যাইব,—এখন প্রত্যহ তুমি আমার জন্ত মার পাঁচ টাকার পূজা দিও।"

"রোজ পাঁচ টাকা?"

"হাঁ,—রোজ পাঁচ টাকার।"

পাণ্ডা হৃদয়ের আনন্দ গোপন করিতে পারিল না,— হাসিয়া ফেলিল। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "বাবু বড়লোক,—বড় লোক ——"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "আমি আজ হইতে আপনারই যজমান হইলাম।"

পাণ্ডা বলিয়া উঠিল, "সৌভাগ্য,—সৌভাগ্য,—খাতা আনি,—নাম লিখি।"

"আমিতো এখন আছি,—পরে হইবে। এখন আমি কামিখ্যা-পাহাড় ও মায়ের মন্দির দেখিতে চাই।"

"আসুন,—আসুন।"

"না,—না,—আপনাকে কষ্ট দিব না। এই নিন,—একেবারে আপনাকে একশ টাকার নোট পূজার হিসাবে দিয়া গেলাম,—তারপর যেমন যেমন লাগিবে, দিব।"

নোট হস্তে পাইয়া,—পাণ্ডা আনন্দে চারিদিক অন্ধকার দেখিল,—এরূপ যাত্রী রোজ মিলে না। সে বলিল, "বাবু! বড় লোক,—বড় লোক।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "বড় লোক নই,—সামান্য লোক। এখন মি——সেই মেয়েটীকে,—যে আমাকে এনেছে, তাকে সঙ্গে দিন,—সেই আমাকে সব দেখাইবে,—পূজার সময় শেষ হইলে, নামিয়া যাইব,—তাহার পর রোজ একবার করিয়া আসিব।"

পাণ্ডা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মিনা,——মিনা —"

মিনা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সে পাণ্ডাগৃহিণী প্রদত্ত আহারীয় মুখে দিয়াছিল মাত্র,—সে এতদিনে প্রকৃত আদর, স্নেহ, যত্ন যে কি, তাহা জানিতে পারিয়াছে,—সে পাণ্ডা-গৃহিণীর জাল আদরে আর ভুলে না।

সে উৎফুল্লপ্রাণে অতি কষ্টে প্রাণের আনন্দসংযত করিয়া, যুবকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহার ন্যায় সুখী আজ কে? সহসা একদিনে এত সুখ কোথা হইতে কে তাহার হৃদয়ে ঢালিয়া দিল?

যুবক দোকান হইতে ভাল ভাল আহারীয় ক্রয় করিলেন। তৎপরে পাহাড়ের নির্জ্জনপ্রদেশে ঝরণার ধারে তাহাকে বসাইয়া,—আদরে নিজ হস্তে আহার করাইয়া দিলেন। মিনা সলজ্জভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, না,—আপনি কেন? আমি খাইতেছি।"

যুবক তাহা শুনিলেন না,—নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। সে অতি সলজ্জভাবে খাইতে লাগিল; বলিল, "আপনি খান।"

যুবক বলিলেন, "খাওয়াইয়া দেও,—তবে খাইব।"

মিনা আরও ব্রীড়াবনত হইয়া,—তাঁহার কম্পিতহস্তে আহারীয় তুলিয়া দিল।

যুবকও আত্মবিস্মৃত হইলেন। জ্যোৎস্নার আলোকে এই বালিকাকে পর্ব্বতশৃঙ্গে,—গিরিনিকুঞ্জে দেখিয়া, তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মিনার মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল,—তিনি এই পাহাড়ীয়া,—পিতৃমাতৃ-বিহীনা কামিখ্যাদেবীর কুমারীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনিও এখনও বালক বইতো নয়। তাঁহারও যৌবনের প্রারম্ভ,—হৃদয় প্রেমাবেশ লাভের জন্ম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতেছিল।

অনেক বেলা পর্য্যন্ত অতি সুখে যুবক মিনার সহিত

মন্দিরে মন্দিরে,—পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিয়া, বিষণ্ণচিত্তে গৌহাটীর দিকে ফিরিলেন।

মিনা তাঁহার সহিত অনেকদূর আসিল,—তাহার পর যুবক সেই নির্জ্জন পাহাড় পথে আবার সেইরূপ দুই হস্তে তাহার সুন্দর মুখ তুলিয়া,—তাহার সুন্দর ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন।

মিনা কথা কহিল না। যুবক বলিলেন, "আবার কাল আসিব।" মিনা তবুও কথা কহিল না,—তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

যুবক সত্বরপদে পাহাড় পথে নিম্নে নামিতে লাগিলেন।

বহুদূরে আসিয়া, তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, মিনা সেই খানেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধানে।

এইরূপ সুখের পর সুখের দিন কাটিতে লাগিল। যুবক প্রত্যহ কামিখ্যাদেবীর মন্দিরে আসিতে লাগিলেন,—প্রত্যহ মিনার সহিত অতি সুখে প্রায় সমস্ত দিন কাটাইয়া,—তাহাকে ভাল ভাল দ্রব্য আহার করাইয়া,—তাহার জন্ত ভাল বস্ত্রাদি কিনিয়া দিয়া,—প্রত্যহ যাইবার সময় তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া,—অবশেষে গৌহাটী ফিরিতেন। এইরূপে আর একমাস কাটিয়া গেল।

মিনা আর সে মিনা নাই। সে কেন জানে না,—তাহার জীবনে এক ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সে সুখী—এমন সুখী যে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

পাণ্ডা গৃহিণীর অত্যাচার আর নাই,—যুবকের অনুগ্রহে তাহার আর কোনই দুঃখ নাই,—সে সুখী,—সে সুখী—সে সুখী এই মাত্র সে জানে আর কিছুই জানে না।

অন্যান্য কুমারীগণ তাহাকে লইয়া হাসি বিদ্রূপ করে,—কত উপহাস করে,—সে তাহার কোনই উত্তর দেয় না। পূর্ব্বে পাণ্ডা গৃহিণীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, তাহাদের সহিত থাকিয়া একটু শান্তি পাইবার জন্য ব্যাকুলা হইত,—এখন সে ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পালাইত,—যতক্ষণ যুবক না আসিতেন ততক্ষণ মনে মনে ছটফট করিত,—নির্জ্জনে একাকি থাকিতে পারিলেই অতি আনন্দ বোধ করিত,—মিনা আর সে মিনা নাই।

কিন্তু সুখের স্বপ্ন চিরকাল থাকে না—মিনার সুখের স্বপ্নও চিরকাল থাকিল না,—একদিন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন যুবক আসিলেন না।

প্রত্যহ আসিতেন,—একদিন আসিলেন না। আসিবেন আসিবেন করিয়া মিনা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছটফট করিল, কেন করিল সে জানে না।

পরদিনও আসিলেন না,—পরদিনও নহে। সে উন্মাদিনীপ্রায় হইল,—তখন সে প্রথম দিন যেখানে নিকুঞ্জ মধ্যে যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই নির্জ্জনে নিভৃত স্থানে কাঁদিয়া কতকটা প্রাণের যাতনা উপসমিত করি

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল,—তবুও যুবক আসিলেন না। তখন পাণ্ডা তাহাকে গালি দিয়া বলিল, "কি ঘুয়াচোর, আমায় এমন করিয়া ঠকাইয়া গেল,—বলিয়াছিল,—যাইবার দিন খুব বড় পূজা দিবে,—আর আমি এই কয় দিন নিজের পয়সায় পূজা দিয়া লোকসান খাইতেছি!"

"এই শয়তানী সব অনর্থের মূল।"

এই বলিয়া পাণ্ডা গৃহিণী সপাসপ ঝাটা নির্ম্মম ভাবে হতভাগিনী মিনার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিল।

মিনা কাঁদিল না,—একটী শব্দও করিল না,—ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

পাণ্ডা মহাশয় রোজ পাঁচ টাকার হিসাবে পূজা পাইয়া পাঁচ পয়সার পূজা দিয়া বাকি সমস্ত গর্ভে পুরিয়াও এক্ষণে যুবককে ঘুয়াচোর বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন—মিনা সকলই বুঝে,—কিন্তু সে কোন কথা কহিল না,—সেইদিন কামেথ্যার মন্দির,—কামিখ্যার পাহাড়,—পরিত্যাগ করিল,—আর ফিরিল না

সে কখন যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করে নাই,—ইহার আবশ্যকতা কখনও অনুভব করে নাই। তিনি কে,—কোথায় থাকেন,—তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা উচিত কি অনুচিত তাহা তাহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। সে যুবককে চিনিত,—তাঁহাকেই জানিত,—সে তাঁহার আদরে, স্নেহে,—ভালবাসায় জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছিল,—তাহার অন্য আর কিছু জানিবার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না।

কিন্তু সে যখন তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না,—সে যখন তাহার অনুপস্থিত চারিদিক অন্ধকার দেখিল,—সুখের

উচ্চ শৃঙ্গ হইতে দুঃখের অতল সাগরে নির্ম্মম ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল,—তখন সে সেই যুবক কে,—কোথায় থাকেন,—কোথায় গিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুলা হইল,—সে তাহার সন্ধানে বাহির হইল,—সে তাঁহাকে পুনরায় পাইবার জন্য কামিখ্যার মন্দির ত্যাগ করিল।

সে পাহাড়িয়া বইতো নহে? সে কুমারী বইতো নহে,—সে উন্মাদিনী বইতো নহে—ভয় লজ্জা শোক দুঃখ,—তাহার হৃদয় শূন্য,—যুবকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় হইতে তাহার হৃদয়পিণ্ড যেন কে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে,—সে উন্মাদিনী হইয়াছে। পাহাড়িয়া উষ্ণ রক্ত উষ্ণতর হইয়া তাহার শীরায় শীরায় তীরবেগে ছুটিতেছে। আত্ম সংযম করিবার ক্ষমতা তাহার নাই,—কখনও ছিল না।

যে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে কি সে পায়? দূর দুর্গম পাহাড়ে স্রোতস্বিনী জন্মিয়া কত দেশ দেশান্তর,—কত অগনিত বন,—কত প্রান্তর, কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া ছুটিতে থাকে,—অবশেষে সে কি সমুদ্রে মিলিত হয় না? পাগলিনী অনাথিনী ভিখারিনী কামিখ্যা দেবীর কুমারি পাহাড়িয়া মিনার অদৃষ্টে কি ঘটিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মা কেমন আছেন?

কলিকাতার মধ্যে সুধাংশু প্রকাশ বাবু অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি, ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি অতুল ধন উপার্জ্জন করিয়া বহুদানধান করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র বিজন কুমার তাঁহার এই অতুল ধন সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী হইয়াছেন। তিনি সুপুরুষ যুবক,—সুশিক্ষিত,—তাঁহার বয়স বিংশ বৎসর মাত্র,—সুতরাং অপরিণত বয়স্ক যুবক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার চরিত্র অতি বিমলছিল,—মন তেমনই কোমল,—তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ,—সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীত।

জননী বিবাহে জেদাজেদি করিয়াও এখনও তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। বিজন কুমার মাকে বলিয়াছেন, "দেশ বেড়াইয়া আসিয়া বিবাহ করিব।"

তিনি নানাদেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি বৎসরেক ধরিয়া ঘুরিলেন। দূর আসামে পুণ্য তোর কামিখ্যা দেবীর পাহাড়ে আমরা তাঁহাকেই দেখিয়াছিলাম।

এক দিন তিনি মিনার সহিত মিলিত হইবার জন্ম যাইতে ছিলেন,—কেবল বাড়ীর দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছেন,—এমন সময়ে তাঁহার হস্তে পিয়ন এক টেলিগ্রাফ দিল। ব্যাগ্রভাবে বিজন কুমার টেলিগ্রাফ খুলিয়া দেখিলেন তাঁহার জননী শঙ্কটাপন্ন পীড়িতা—ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভবনা নাই।

জাহাজে বাঁশী দিতেছে,—এই জাহাজ ছাড়িয়া গেলে আর দুই দিন না গেলে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন না। বিজন কুমার কেবল গোটা কয়েক টাকা লইয়া জাহাজ ঘাটের দিকে ছুটিলেন।

তিনি যখন ঘাটে উপস্থিত হইলেন,—তখন জাহাজ ছাড়িতেছে,—তিনি লম্ফ দিয়া জাহাজে উঠিলেন,—জাহাজও ছাড়িয়া দিল। নিমিষ মধ্যে তাঁহার জীবনে আর এক ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কোথায় তিনি মিনার নিকট যাইবেন না মায়ের নিকট ছুটিলেন।

তিনি তাঁহার জননীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন,—মায়ের কঠিন পীড়া,—মা মৃত্যুশয্যায়,—মার সঙ্গে দেখা হইবে না,—এ কথায় বিজনকুমারের হৃদয়, মন হইতে অন্য সমস্ত কথাই ভাসিয়া গেল,—মিনার চাঁদমুখ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে নিমিষে অস্তমিত হইল।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া,—তিনি তাঁহার লোকজনকে টেলিগ্রাফ করিলেন, "মার অসুখ,—কলিকাতায় রওনা হইয়াছি,—পরের জাহাজে সব চলিয়া এস।"

এই সময়ে একবার তাঁহার মিনার কথা মনে পড়িল,—কে যেন তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ করিল,—তিনি বাম-হস্তে বুক চাপিয়া ধরিলেন।

না,—তাহাকে টেলিগ্রাফ করিয়া ফল কি? আর লোকেই বা বলিবে কি? সে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে,—কলিকাতায় গিয়া তাহাকে পত্র লিখিব আর টাকা পাঠাইয়া দিব।

কষ্টে বিজনকুমার, মিনার মূর্ত্তি হৃদয় হইতে সরাইলেন। মায়ের পীড়ার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে মায়ের চিন্তা ব্যতীত আর অন্য চিন্তা স্থান পাইতেছিল না।

অতি ব্যাকুলিতহৃদয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে, বিজন-কুমার কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইব না,—মাকে দেখিতে পাইব না? অতি স্পন্দিতহৃদয়ে তিনি গাড়ী হইতে বাড়ীর দ্বারে নামিলেন। সম্মুখেই ডাক্তার বাবু,—তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা,—মা,—মা কেমন আছেন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "অনেক ভাল,—আর ভয় নাই, ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। আপনি এসেছেন,—ভালই হইয়াছে, আপনার জন্য ভেবে ভেবে তিনি আরও অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন আপনি এসেছেন,—এখন তিনি শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন।"

বিজনকুমার আর কোন কথা না কহিয়া, বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন।

মাতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ আমরা বর্ণনা করিব না,—উভয়েরই চক্ষু হইতে দর বিগলিতধারে নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

যতদিন মা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেন,—ততদিন তাঁহার অন্য চিন্তা করিবার অবসর হইল না তিনি সর্ব্বদাই মায়ের শয্যার পার্শ্বে রহিলেন।

একমাস পরে তাঁহার জননী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিয়া, পূর্ব্ববৎ গৃহস্থালীর কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিজনকুমার অন্য কথা ভাবিবার সময় পাইলেন,—তখন তাঁহার হৃদয়পটে মিনার মুখ প্রতিফলিত হইল,—সে কি তাঁহার কথা ভাবে?

তিনি তাহাকে টাকা পাঠাইয়া, পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিলেন। দুই তিনখানা চিঠি লিখিয়া,—আবার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহাকে চিঠি লেখা কি উচিত? কেবল কিছু টাকা পাঠাইয়া দেওয়াই ভাল।

তাহার জন্য তিনি হৃদয়ে যে কষ্ট পাইতেছিলেন না, তাহা নহে,—কিন্তু উপায় নাই। তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না। বিবাহ অসম্ভব,—তিনি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, মিনা তাঁহাকে বড় ভালবাসিয়াছিল,—তিনিও যে তাহাকে ভালবাসেন না,—তাহা নহে,—তবে উপায়? এ ভালবাসায় এক্ষণে দুঃখ ভিন্ন সুখলাভের আশা নাই। তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না,—সুতরাং তাঁহার আর এই ক্ষুদ্র বালিকাকে বৃথা ভ্রমে রাখা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

তিনি মনাবেগে যাহা করিয়াছেন,—এখন বুঝিলেন, তাহা ভাল করেন নাই,—কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন দেখিলেন, সেই বালসুলভ যৌবনচাপল্যে যাহা করিয়াছেন,—তাহাতে আজীবন বোধ হয়, দুঃখী হইলেন,—অনাথিনী ক্ষুদ্র বালিকাকে দুঃখসাগরে ভাসাইলেন, তাহার কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত করিলেন।

এরূপ ভাবে না বলিয়া, আসায় সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর নরপশু স্থির করিয়াছে,—বিজনকুমার হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইলেন।

কয়দিন তিনি দিন রাত্রি ছট্‌ফট্ করিলেন। কি করিবেন, কি করা উচিত, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে তিনি মনে মনে বলিলেন, "না,—তাহাকে ভোলাই উচিত;—আমার পক্ষে ও তাহার পক্ষে, উভয় পক্ষেই ভাল। দিনকত গেলে, সে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলিয়া যাইবে,—হয়তো এতদিনে সে তাঁহাকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহজীবনে যে আর কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে,—তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে,—তিনিও তাহাকে চেষ্টা করিয়া ভুলিবেন। এ ভালবাসা হৃদয়ে রাখিয়া,—অনর্থক কেন কষ্ট পাইব? বোধ হয়, বিবাহ করিলে, ইহাকে সহজে ভুলিতে পারিব। এবার মা বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে,—আর আপত্তি করিব না।"

বিজনকুমার মনে মনে এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া,—এইরূপে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, আর হতভাগিনী, দুঃখিনী মিনাকে পত্র লিখিলেন না,—তবে তাহার নামে ডাকযোগে একশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। মিনা তাহার কিছুই জানিল না,—পাণ্ডা সে টাকা আত্মসাৎ করিল। কারণ, তখন মিনা কামিখ্যায় ছিল না,—কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিল,—তাহা কেহ জানে না। কে অনাথিনী, ভিখারিণীর সন্ধান করে?

শীঘ্রই মহা সমারোহে বিজনকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। তিনি ক্রমে ধীরে ধীরে অভাগিনী মিনাকে ভুলিয়া গেলেন। স্ত্রী পাইয়া,—তাহাকে ভালবাসিয়া, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া,—সংসারী হইয়া, বড়ই সুখী হইলেন।

তিনি যাঁহাকে গৃহে আনিয়াছেন,—তিনি প্রকৃতই গৃহ-লক্ষ্মী। তিনি বিজনকুমারের জীবন সুখময় ও গৃহ প্রেমময় করিয়াছেন। তাঁহার জননী, তাঁহার স্ত্রী হেমপ্রভাকে পাইয়া, সংসারের দুঃখ কষ্ট সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। হেমপ্রভার হস্তে গৃহস্থালীর ভার দিয়া, সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। হেমপ্রভাও নিতান্ত বালিকা নহে,—তাহার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এইরূপে বড়ই সুখে বিজনকুমার, হেমপ্রভাকে পাইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার অতুল ধনে দশজনের উপকার সাধন করিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। আর অভাগী মিনা,—সে কি তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুমি কি আমারি?

এক বৎসর উন্মাদিনীর ন্যায় মিনা পথে পথে ঘুরিতেছে।

সে গৌহাটীতে আসিয়া, বিজনকুমারের সন্ধান করিল,—কিন্তু সে তাঁহার নাম জানে না। তিনি কে,—গৌহাটীর

লোক, না কোন বিদেশী লোক, তাহার সে কিছুই জানিত না,—তাহার উপর সাহস করিয়া, স্পষ্ট কিছুই কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না,—জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার ভয় লজ্জা হইতেছে।

যাহা হউক, শেষ অনেক কষ্টে,—এইটুকু সে জানিল যে, বজনকুমার নামে এক যুবক কলিকাতা হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন,—তিনি আবার কলিকাতায় চলিয়া গয়াছেন।

বিজন তাহাকে যে টাকা দিয়াছিলেন,—তাহার একটীও সে খরচ করে নাই;—সকলই একস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সুবিধামত সে সেই টাকা লইয়া, কলিকাতায় যাইবার জন্য জাহাজে উঠিল।

সে একাকিনী,—সুন্দরী,—প্রায় যুবতী,—এ অবস্থায় তাহাকে যে নানা দুর্ব্বৃত্তের হস্তে উৎপীড়িত হইতে হইবে,—তাহা সে জানিত। সে কামিখ্যার কুমারী, অনেকরূপ লোক দেখিয়াছে, সে নিতান্ত অবোধ বালিকা নহে,—সেই জন্য নিজ বস্ত্র মধ্যে এক শাণিত ছুরিকা লইল,—তাহার উপর তাহার দুই চক্ষু ছিল,—সে রাগত হইয়া সেই চক্ষু কাহারও উপর নিক্ষিপ্ত করিলে, সে দশ হাত তাহার নিকট হইতে ভয়ে সরিয়া যাইত।

এই দুই সম্বল লইয়া সে নিরাপদে গোয়ালন্দে পৌছিল,—তথা হইতে রেলে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

কলিকাতা যে কি বৃহৎ বিস্তৃত সহর তাহা সে কিছুই জানিত না,—গৌহাটিতে কেবল যুবকের নাম যে বিজন বাবু,

এই মাত্রই জানিতে পারিয়াছিল,—আর কিছুই জানিতে পারে নাই। বিজন বাবুকে পাইবার প্রত্যাশায় সে উন্মাদিনীর ন্যায় কলিকাতা সহর সাগরে ঝম্প প্রদান করিল।

শেয়ালদা ষ্টেশনে প্রাতে পৌছিয়া তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। এ কি ভয়ানক স্থান?

গাড়ী ঘোড়া সহস্র সহস্র লোক দেখিয়া সে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল,—ভয়ে একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার উপর তাহার পাহাড়িয়া বিদেশী ভাব দেখিয়া অনেকে তাহার দিকে চাহিতেছিল,—তবে কেহ সাহস করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে ছিল না।

এই সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, সহসা তাহার দৃষ্টি মিনার উপর পতিত হইল,—ইহার নাম গুণাভিরাম বড়ুয়া,—সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। বালিকার আসামী বেশ ও তাহার বিপন্ন মুখ দেখিয়া তিনি তাহার নিকট আসিয়া আসামী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আসামী?"

আসামী ভাষা শুনিয়া বালিকা ভরসা পাইয়া বলিল, "হাঁ—আপনিও কি আসামী।"

"হা—আমিও আসামী। তোমার সঙ্গের লোক কোথায়?"

"সঙ্গে কেহ নাই,—একলা আসিয়াছি।"

"একলা আসিয়াছ! সে কি? কোথা হইতে আসিতেছ,—কোথায় যাইবে?"

"আমি কামিখ্যার কুমারী,—বিজন বাবুর কাছে যাইব বলিয়া আসিয়াছি।"

"বিজন বাবু,—তিনি কে? কোথায় থাকেন?"

মিনার মুখ আরক্তিম হইল,—সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "তা জানি না,—তিনি কলিকাতায় থাকেন।"

বড়ুয়া মহাশয় বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কোথায় তিনি থাকেন তাহা জান না,—তাহা হইলে এ সহরে তাঁহাকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে এখন কোথায় যাইতেছ?"

"জানি না—এত লোক দেখিয়া ভয় হইতেছে।"

এই বলিয়া মিনা অতি কাতরে সজল নয়নে বলিল, "আপনি দয়া করে যদি একটা যায়গায় আমায় রেখে দেন, তা হলে আমি পরে তাঁকে খুঁজে নিতে পারিব। আমার কাছে টাকা আছে?"

শুণাভিরাম বড়ুয়া বলিলেন, "এস, আমার সঙ্গে।"

সে গাড়ীতে কখনও উঠে নাই,—গাড়ী কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। বড়ুয়া মহাশয় তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে গাড়ীতে তুলিলেন। তাহার পর তাহাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন।

অনাথের আশ্রয় ভগবান মিলাইয়া দিলেন। অনাথিনী মিনার আশ্রয় তিনিই মিলাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ।

চতুরা গৃহিণী মিনাকে অতি যত্নে গৃহে রাখিলেন। তাহার ইতিহাস সে অতি সহজেই আদ্যোপান্ত বলিয়া ফেলিল,—সে যে বড় কষ্ট পাইতেছে,—তাহাও তাঁহারা বুঝিলেন,—বুঝিয়া এই নরপশু বিজন বাবুর উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন।

যে এই ক্ষুদ্র সরলা সংসার জ্ঞান বর্জ্জিতা বালিকার হৃদয় মন এইরূপে অপহরণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে পারে,—তাহার ন্যায় নর-রাক্ষস সংসারে আর কে? একবার এই বিজন বাবুর সহিত দেখা হইলে তাহাকে দুই একটা কথা শুনাইয়া দিবেন,—ইহা মনে মনে স্থির করিলেন।—কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সহরে শত শত বিজন বাবু আছে,—এই অভাগিনী বালিকার সেই নররাক্ষস বিজন বাবু কে? গুনাভিরাম বড়ুয়া তাঁহার সন্ধান আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল,—তবুও বিজন বাবুর সন্ধান হইল না। মিনা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছটফট করিতে লাগিল,—কিন্তু সে কি করিবে? একাকী এ সহরে কিরূপে বাহির হইয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে। সকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে জানালায় বসিয়া রাজপথের লোক দেখিত,—কিন্তু তাহার সে বিজন বাবু কই? সে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী হইয়া আসিতেছিল।

কাহারও সহিত কথা কহে না,—আহার নাম মাত্র করে,—রাত্রে আদৌ ঘুমায় না। তাহার অসহনীয় কষ্ট দেখিয়া বড়ুয়া গৃহিণী চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপায় কি? তাঁহারা বুঝিলেন এই অনাথিনী বালিকা তাহার বিজন বাবুকে শীঘ্র না পাইলে শুষ্ক পুষ্পের ন্যায় ঝরিয়া যাইবে। তাহার জন্য দুঃখ করিবার আছে কে?

একদিন বড়ুয়া মহাশয় তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "বিজন বাবু কি বড়লোক?"

মিনা সাগ্রহে বলিল, "হাঁ—তাঁর কাছে অনেক টাকা ছিল।"

"তাঁহার চেহারা কি রকম?"

মিনা বর্ণনা করিল। সে হৃদয়ের হৃদয়ে সে মূর্ত্তি অহোরাত্রি ধ্যান করিতেছিল।

শুনিয়া বড়ুয়া মহাশয় কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া সে কাতরে, অতি ব্যাকুলে বলিল, "আপনি কি তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন—তিনি কোথায় থাকেন?"

"বেশী দূরে নয়,—কাছেই থাকেন—তবে——"

মিনা ব্যাকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় বলা উচিত বলিয়া বলিতেছি—তোমার তাঁহার কাছে যাইবার কোন আশা নাই——"

"কেন—তিনি আমায় দেখিলেই——"

"মিনা—তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ—তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন খুব বড়লোক,—কামেখ্যায় গিয়া তোমার সঙ্গে একটু খেলা করিয়াছিলেন এই মাত্র,—বড়লোক মাত্রেরই স্বভাব

এই রকম। তোমার কথা তাঁহার এখন কিছুই মনে নাই। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি,—প্রায় এক বৎসর আগে ইনি দিন কত গৌহাটী ছিলেন। এখন দেশে আসিয়া বিবাহ করিয়া সুখ সমৃদ্ধিতে বাস করিতেছেন, তোমার কথা তাঁহার আর মনে নাই।"

সিংহিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া সে গর্জ্জিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা!" বড়ুয়া মহাশয় সভয়ে কয় পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "আমি যাহা বলিতেছি,—তাহাই ঠিক। তুমি তাঁহার বাড়ী দেখিতে চাও,—দেখাইয়া দিতে পারি—বেশী দূর নহে।

মিনা কেবল মাত্র বলিল, "দেখাইয়া দিন।"

"এস।"

তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি দেখিলেন মিনা পথের সমস্ত বাড়ী প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিতেছে,—বুঝিলেন সে পথ ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছে। হয়তো সে একাকী পরে আসিতে চাহে।

কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "এই বিজন বাবুর বাড়ী?—তুমি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাও,—বোধ হয় দরোয়ানেরা তোমায় প্রবেশ করিতে দিবে না।"

মিনা নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল,—তৎপরে বলিল, "না—আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহি না,—চলুন।"

বড়ুয়া মহাশয় নীরবে ফিরিলেন। মিনাও নীরবে তাঁহার বাড়ী ফিরিল।

কয়দিন সে কাহারও সহিত কথা কহিল না,—পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় গৃহ কোণে নীরবে বসিয়া রহিল। বড়ুয়া গৃহিণী অতি কষ্টে অতি আদরে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আহার করাইতে সক্ষম হইলেন।

সহসা সে উঠিল,—তাহার সে নিশ্চল নিস্পন্দ ভাব দূর হইল,—সে গোপনে বড়ুয়া মহাশয়ের ভৃত্যকে দিয়া কতকগুলি কি দ্রব্য আনাইল,—একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে সেই সকল দ্রব্যে এক অভূতপূর্ব্ব রঙ্গ প্রস্তুত করিল। পাহাড়ে কামেখ্যায় থাকিয়া সে অনেক বিষয়ে সুনিপুনা ছিল,—কৃষ্ণ রঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিল,—গৌরাঙ্গি মিনা কৃষ্ণাঙ্গে পরিণতা হইল,—তাহার পর এক মলিন বসন পরিয়া সে অতি ভোর রাত্রে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে নিশব্দে বাড়ী হইতে বহির্গত হইল।

সেই পর্য্যন্ত সে বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তিনি তাহার আর কোনই সন্ধান পাইলেন না॥

স্বামী স্ত্রী উভয়ে তাহার জন্য হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইলেন। হায়,—না জানি সে কত বিপদে পড়িয়া কত কষ্ট পাইবে?

নবম পরিচ্ছেদ।

অভাগী।

একদিন এক জন দাসী হেম প্রভাকে আসিয়া বলিল, "একটী বড় গরিবের মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

"সে কি চায়?"

"সে বড় গরিব,—বোধ হয় দুঃখু জানাতে চায়।"

হেম প্রভার কোমল প্রাণ পর দুঃখে সদাই বড় কাতর হইত,—তিনি বলিলেন, "আহা,—কার মেয়ে? এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

দাসী একটী মলিন বসন পরিধানা বালিকাকে সঙ্গে করিয়া আনিল,—হেমপ্রভা তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি কি চাও?"

বলিকা বলিল, "আমার কেউ নেই,—আপনি যদি দয়া করে আমাকে রাখেন,—আমি দাসীর মত কাজ করিব,—যা ইচ্ছে মাইনা দিবেন। দুটী খেতে পেলেই হল!"

বালিকার বিষাদ মাখা মুখখানি দেখিয়া হেমপ্রভার বড় দয়া হইল,—তিনি বলিলেন, "তুমি এত ছেলে মানুষ,—তুমি এত দিন কার কাছে ছিলে?"

বালিকা একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—"আমার এক বুড়ো দিদিমা ছিল,—তারই কাছে ছিলাম। কদিন হ'ল তিনি মারা গেছেন। তিনি দাসীবৃত্তি করে কিছু পেতেন তাতেই চলতো,—এখন বাড়ীওয়ালী আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে,—আপনার নাম শুনে এসেছি।"

হেমপ্রভা তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন, তাহার দুঃখ ও দারিদ্রে বিচলিত হইলেন,—বলিলেন, "থাক,—আর তোমার কোন খানে যেতে হবে না—তোমার নাম কি।"

„অভাগী ?"

"অভাগী!—এমন নাম তোমার কে দিয়াছিল ?"

"আমি হতে মা বাপ দুই মরে যাওয়ায় দিদি আমাকে এই বলিয়া ডাকিতেন!"

"আহা—আহা—থাক,—এখানে তোমার কোন কষ্ট হইবে না।"

প্রায় উভয়ে সম বয়স্কা,—দুই চারি দিনে অভাগী দাসী না হইয়া বরং হেমপ্রভার সঙ্গিনীরূপে পরিণিতা হইল। তাহার সরলতা—তাহার কমনীয়তা,—তাহার মাধুর্য্যেই হেমপ্রভা বড়ই প্রীত হইলেন,—তিনি তাহাকে নিজ সোদরাসম ভালবাসিতে লাগিলেন।

তিনি স্বামিকে এই নূতন বালিকাদাসীর কথা বলিলেন তিনি তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ ; দুঃখীর দুঃখ দূর করা অপেক্ষা আর সুখ কি আছে ?"

স্বামি স্ত্রী উভয়ের প্রাণেই এক ছাঁচে গড়া,—উভয়েই সর্ব্বদা পর দুঃখে কাতর।

কিন্তু কি হইতে কি হয় তাহা কে বলিতে পারে। এই কাল সাপিনী বিজনকুমারের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সুখের সংসারে চিতাগ্নি জ্বালিয়া দিল।

অভাগী দাসী হইয়াও বিজনকুমারকে ভালবাসিল।

সে তাঁহাকে চাহে না,—তাঁহাকে কেবল দূর হইতে লুকাইয়া দেখিয়াই তাঁহার সুখ—অপার সুখ—সে সুখের নাম নাই—বর্ণনা নাই।

বিজনকুমার কখনও তাহাকে দেখেন নাই। বড়লোকের বাড়ী,—কত দাসদাসী—মনিব তাহাদের কয়জনকে দেখিয়া থাকেন,—তাহাতে অভাগী চেষ্টা করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইত না,—তাঁহাকে দেখিলেই লুকাইত,—লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে অন্তরাল হইতে প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখে,—দেখিয়া সে কত সুখ পায়,—তাহা সে জানে না।

কিন্তু সুরার ন্যায় প্রেমপিপাসা পানে বৃদ্ধি পায়।—তাহার প্রেম পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে উন্মাদিনী করিল—হেমপ্রভা ও বিজনকুমারের ভালবাসা ও সুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ে দারুণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—সেই তুষানলে তাহার হৃদপিণ্ড তিল তিল করিয়া জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

কতবার সে মনে মনে বলে, "আমি যাহাকে এত ভালবাসি,—সে আমাকে একটুও ভালবাসে না? আমি দিন রাত্রি জ্বলিয়া মরিতেছি,—আর সে পরের প্রেমে এত সুখী।"

বিজনকুমারকে দেখিলে সে এক অনির্ব্বচনীয় সুখে বিভোর হইয়া সকল ভুলিয়া যায়।

কিন্তু যখন সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না,—দিনের মধ্যে হয়তো দুই একবার ব্যতীত সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না,—তখন তাহার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকে,—তখন ক্রোধে বিদ্বেষে,—বিষে সে উন্মত্তা হয়,—তাহার কোন জ্ঞান থাকে না।

সে বিজনকুমার ও হেমপ্রভার প্রেমালাপ,—আদর চুম্বন,—অন্তরাল হইতে দেখিতে পায়,—তখন তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে,—সে তাঁহাদের অপার সুখ দেখিতে দেখিতে অক্ষম হইয়া কাতরে চক্ষু মুদিত করে।

কতবার মনে মনে বলিয়াছে, "কেন সে এমন করিয়া পুড়িয়া মরে!—কেন সে দূরে পালাইতেছে না—ও—এ যন্ত্রণা এ জ্বালা যে তার আর সহে না!"

ক্রমে অভাগী উন্মাদিনী হইয়া উঠিল—অথবা সে পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদিনী ছিল—তাহার চক্ষু ভাল করিয়া দেখিলে উন্মাদ ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না।

"ওঃ—তুমি এত সুখী,—আর আমি এমনই করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছি,—দেখিতেছি তোমার সুখ কোথায় থাকে? আমি যখন জ্বলিয়া মরিতেছি,—তখন তুমি,—আবার জ্বলিবে না কেন?"

অভাগী সুখের সংসারে হলাহল বিষ ঢালিয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

তখন সে এক ভয়াবহ অভিসন্ধি করিল—তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কেও সন্দিভূত হৃদয়ে অত সত বুঝিল না,—সে ভাবিল, "যদি স্ত্রীর সহিত ইহার ভালবাসা নষ্ট করিয়া দিতে পারি,—তাহা হইলে হয়তো বিজনকে পাইলেও পাইতে পারি,—আর যদি নাও পাই,—সেও তো আমার মত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে,—তাহাতেই আমার সুখ।"

সংসারের মায়া বুঝা ভার। এই ভয়াবহ কার্য্যের সুবিধা যেন কোন শয়তানী তাহাকে করিয়া দিল।

বিজনকুমারের খানসামা মধু তাহার জন্য পাগল হইয়াছিল,—তাহার জন্য সে করিতে পারিত না,—এমন কাজই ছিল না,—শয়তানী এই দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের বন্দোবস্ত ভিতরে ভিতরে নীরবে করিতে লাগিল।

এই জন্য মধু যখন তাহার ভালবাসা তাহার নিকট প্রকাশ করিল,—তখন সে রাগ করিল না। একরূপ পৈশাচিক মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "একটা কাজ যদি কর তো তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে রাজি আছি।"

মধু এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই,—আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কি বল,—তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি তা কি তুমি জান না?"

"জানি—যাহাতে তোমার মনিবের তাঁহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ

হয়,—যাহাতে তাঁহাদের ভালবাসা নষ্ট হয়,—তাহা করিতে হইবে,—যে দিন এ কাজ করিতে পারিবে—সেই দিন আমি তোমার।"

স্থূল মস্তিষ্ক মধু বোধ হয় অভাগীর কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন অভাগী বলিল, "ওরে মুর্খ,—এটাও বুঝিলে না। তুমি সর্ব্বদা তোমার মণিবের কাছে থাক,—তাঁহার স্ত্রী যে কুলটা, তাহাই কোন গতিকে তাঁহাকে বোঝাইয়া দিবে? যদি এটাও না পার,—তবে আমার আশাও ছাড়। আমি এমন গাধাকে প্রেম দি না।"

মধু বুঝিল,—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "বুঝিয়াছি,—কিন্তু——"

"কিন্তু কি—"

"মা বড় ভাল—"

"তা আমি জানি,—তোমার সে কথা আমায় বলিতে হইবে না,—আমায় চাও?"

"হাঁ—আমি তোমার জন্যে পাগল।"

"তা হলে যাহা বলিলাম,—তাহাই কর—এ কাজ করিতে পার,—আমি আবার বলিতেছি,—আমি তোমার।"

"মিথ্যা কথা——"

"মিথ্যা সত্য জানি, না,—না পার,—এখনই এখান থেকে দূর হও।"

মধু অনেকক্ষণ নীরবে রহিল,—তাহার পর সে বলিল, "আচ্ছা স্বীকার হলেম,—কিন্তু শেষে যেন ফাঁকি দিও না।"

অভাগী এমনই ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "মূর্খ ?" যে মধু আর তথায় তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া পালাইল।

প্রেমে অমৃত দান করে,—প্রেমে আবার হলাহল উদ্গিরণ করিতে থাকে।

মধুর প্রেমে বিষ—ভয়াবহ হলাহল উদ্গিরণ করিল।

সে সর্ব্বদাই তাহার প্রভুর নিকট থাকিত। তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইলে এ কথা সে কথার প্রসঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর কুচরিত্রের কথা সঙ্কেত করিত। ক্রমে বিষ ধরিল,—বিজন-কুমার স্ত্রীর উপর সন্দিহান হইলেন। তাঁহার এত সুখের সংসারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

সহসা তাঁহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল,—তিনি আর সে বিজনকুমার নাই। তিনি আর কাহারও সহিত বড় দেখা শুনা করেন না,—একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন।

যাহাকে দেখিলে তাঁহার হৃদয় অপার আনন্দ উপভোগ করিত,—এখন তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। ;তিনি আর বড় হেমপ্রভার সহিত দেখা করেন না,—দেখা হইলে তাঁহার সহিত অতি রুক্ষভাবে কথা কহেন,—প্রায়ই তাহাকে চক্ষুজলে ভাসাইয়া রাগত ভাবে চাহিয়ে চলিয়া যান ?

ভৃত্য সত্য বলিয়াছে কি মিথ্যা বলিয়াছে—তাহা তাঁহার বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আর নাই। প্রথম প্রথম কিছুতেই এ কথা তাঁহার মন বিশ্বাস করিতে চাহে নাই—কিন্তু এ কীট একবার কোন পতিকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলে,

তিল তিল করিয়া কাটিতে কাটিতে হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করে—ক্রমে বিজনকুমার উন্মাদ প্রায় হইলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে?

এ সর্ব্বনাশ তাঁহার কে করিল? তাঁহার হেমপ্রভা যদি কুলটা যথার্থ হয়,—হউক না,—তিনি না জানিলে তাঁহার এ জ্বালা জ্বলিত না। হায়,—হায়—এ কি হইল। সোণার সংসার জ্বলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভু ভৃত্য।

বিজনকুমার নিজ সুসজ্জিত গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পদচারণ করিতে ছিলেন,—সহসা তিনি তাঁহার ভৃত্য মধুকে ডাকিলেন।

সে আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল। তাঁহার বিস্তারিত লোহিতাক্ত চক্ষু ও তাঁহার গম্ভীর ভয়াবহ ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয় থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, "কেন শয়তানীর কথা শুনিয়া এ কাজ করিলাম,—এখন বোধ হয় প্রাণে মরিতে হইল!"

বিজনকুমার অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি চিরজীবনের জন্য আমার সুখ নষ্ট করিয়াছ,—বোধ হয় তামার দোষ নাই।"

তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন,—জানালা দিয়া দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে ছেলেখেলা মনে করিয়া দুঃখ দিয়াছিলাম,—হয়তো এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।"

সহসা তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "সাবধান,—যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক,—তাহা হইলে তোমার প্রাণ থাকিবে না।"

তিনি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শানিত ছুরিকা বাহির করিলেন,—ভয়াবহ স্বরে বলিলেন, "সাবধান!"

মধুর হাটু হাটুতে সংঘর্ষিত হইতে লাগিল,—তাহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল,—সে কম্পিত স্বরে বলিল, "আমি—আমি—সত্য কথাই বলিয়াছি—"

"সাবধান।"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হয়,—নিজে স্বচক্ষে দেখুন।—যাহা সকলে দেখিতেছে——"

কিন্তু ব্যাঘ্রের ন্যায় বিজনকুমার লম্ফ দিয়া ভৃত্যের কেশাকর্ষণ করিলেন।—সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—বিজনকুমার সবলে তাহাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, "সাবধান!"

সে কাতরে বলিল, "যা সকলে দেখিতেছে——"

বিজনকুমার বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি—কি—আমার স্ত্রীর কুকার্য্য সকলে দেখিতেছে? দূর হ,—পামর।"

এই বলিয়া তিনি দারুণ পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তৎপরে উন্মাদের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সম্মুখে তাঁহার কাতরা স্ত্রী।—হেমপ্রভা দুই হস্তে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরে—অতি কাতরে তাঁহার দিকে ব্যাকুলে চাহিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "দাসী কি অপরাধ করিয়াছে?"

বিজনকুমার সবলে তাঁহার পা মুক্ত করিয়া বলিলেন, "অপরাধ! অপরাধ আমার অদৃষ্টের!"

তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

আগুন জলিয়াছে? এ ভয়াবহ আগুন একবার জলিলে আর নেবে না,—আর থামে না,—ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে।

বিজনকুমারের হৃদয়ে কোথা হইতে এই কীট প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

আর হেমপ্রভা! সকলই তো আছে,—সেই বেশ ভূষা,—সেই অলঙ্কার সজ্জা,—সেই গাড়ী ঘোড়া আসবাব,—সেই শত শত পরিচারিকা,—সকলই সেই আছে,—কেবল নাই স্বামী সোহাগ!

তিনি অভাগীর গলা দুই হস্তে জড়াইয়া তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বুক ভিজাইয়া দিতেছেন।—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে দিবারাত্রি কাটাইতেছেন। তিনি যে তাঁহাকে বড় ভালবাসেন,—তাহাই কাতরে তাহাকে বলিতেছেন,—"বল, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করিল?"

তাঁহার কাতরোক্তিতে অভাগীর বুকে শেল বিদ্ধ হইতেছে,—তাহার হৃদয়ে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! তাহার প্রাণের ভিতর প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে,—"হায়,—হায়—কেন এ কাজ করিলাম? নিজেও পুড়িয়া মরিলাম,—ইহাদেরও পুড়াইলাম। এ আগুন নিবাইবার জল কি সংসারে নাই!"

ইহাপেক্ষা গুরু ভীষণ ভয়াবহ দণ্ড তাহার আর কি হইবে। যে আগুন সে জ্বালাইয়াছিল, তাহাতে সেই ভস্মীভূত হইতেছে!

সে কতবার বলিয়াছে, "পালাই,—আর সহ্য হয় না,—আর সহ্য হয় না,—" কিন্তু সে পালাইতেও পারে না,—বিজনকে ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িতে পারে না,—একপ বেড়া আগুনে আর কেহ কি কখনও পুড়িয়া মরিয়াছে? ভগবান কি তাহাকে এই কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কে?

বিজনকুমারের বৃহৎ অট্টালিকার অন্দরে সুন্দর উদ্যান।—এই উদ্যানস্থ সুন্দর লতাকুঞ্জে হেমপ্রভা,—অভাগিনী দুঃখিনী স্বামি বিরহিতা হেমপ্রভা নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছেন।—কান্না ভিন্ন তাঁহার আর কি আছে? না কাঁদিলে হয়তো তিনি এতদিনে উন্মাদিনী হইয়া যাইতেন।

দরবিগলিত ধারে দুই চক্ষু দিয়া নয়নাশ্রু ঝরিতেছে? আর কত কাঁদিবেন? কাঁদিয়া কাঁদিয়াও তো হৃদয়ের এ আগুন নির্ব্বাপিত হইতেছে না!

কাঁদিতে কাঁদিতে হেমপ্রভা লতাকুঞ্জের কাষ্ঠাসনে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। সংসারে শান্তি দায়িনী নিদ্রা না থাকিলে বোধ হয় সকল নরনারী শোক তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া যাইত!

ধীরে ধীরে বিজনকুমার তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তিম,—মাংশ পেশী দৃঢ়,—তাঁহার ভয়াবহ ভাব,—তাঁহার হস্তে একখানি শানিত ছোরা!

তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি

চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে মনে মনে বলিলেন, "আজ এ পাপ কার্য্যের শেষ করিয়া নিজেরও জীবন শেষ করিব। এ দুঃখের জীবন রাখিয়া লাভ কি? আজ ইহার পাপের শেষ করিব,— আর ইহাকে আমার নামে কলঙ্ক আরোপিত করিতে দিব না,—হৃদয় একটু স্থির হও,—মন বল হারাইও না। ছি—ছি আর সহ্য হয় না?"

তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন,—কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আবার বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে,—আমার নরক যন্ত্রণা হওয়াই উচিত।—নিরপরাধিনী সরলা বালিকার প্রাণে নিশ্চয়ই দারুণ বেদনা দিয়াছি,—ছেলাখেলা ভাবিয়াছিলাম,—তাহার সমুচিত দণ্ড হইবে না,—ঠিক হইয়াছে—ঠিক হইয়াছে—আরও হইবে।"

তিনি আবার সেই চক্ষুজলে সিক্ত শুষ্ক স্ত্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "কে বলিবে যে এই সরল মুখের সরলতার হৃদয়ের ঘোর কপটতা লুকাইত আছে? কে ভাবিতে পারে যে বিধাতার এরূপ অপরূপ সৃষ্টি এমন সৌন্দর্য্যের ভিতর পাপ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে?—কে বলিবে এ কুলটা,—বিশ্বাসঘাতিনী,—শয়তানী —কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়াছে? না—না—বলিয়া কাজ নাই।—বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেকের সর্ব্বনাশ করিবে। বল—বল—বল—বল——"

তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে,—তিনি সুদৃঢ় মুষ্টিতে ছোরা ধরিয়া দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া স্ত্রীর হৃদয় লক্ষ করিয়া ছোরা উত্তোলিত করিলেন,—

অমনই ক্ষিপ্রহস্তে কে তাঁহার হাত পশ্চাৎ হইতে ধরিল,—তিনি ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় ফিরিলেন।

তৎপরে তাঁহার ছোরা সহ হাত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সহসা সম্মুখে ভয়াবহ বিভীষিকা দেখিলে লোকের যেরূপ হয়,—বিজনকুমারেরও ঠিক তাহাই হইল,—তিনি লম্ফ দিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন,—বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কে?"

সে একটী বালিকা,—তাহার নয়ন দুটী জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারই——"

নিমিষ মধ্যে সে অন্তর্হিতা হইল।—বিজনকুমার স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, বোধ হয় তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বিজনকুমারের স্বরে হেমপ্রভার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল,—তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে শাণিত ছুরিকা হস্তে স্বামী দণ্ডায়মান,—ধীরে ধীরে অভাগী লতাকুঞ্জ পরিত্যাগ করিতেছে।

তিনি ফণিনীর ন্যায় মস্তক তুলিলেন,—বলিলেন, "এতক্ষণে বুঝিলাম কে আমাকে স্বামী হইতে বঞ্চিতা করিতেছে? না জানিয়া কাল সাপিনী হৃদয়ে পুষিয়াছিলাম? স্বামী চুরী করিয়াও রাক্ষসী সন্তুষ্টা নহে। স্বামীকে দিয়া আমাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেছিল।"

তিনি আর হৃদয়াবেগ দমন করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি,—নাথ,—বুঝিয়াছি—আর বুঝিবার বাকী নাই।"

এই বলিয়া অভাগিনী হেমপ্রভা দুই হস্তে মুখ আবরিত করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ ভ্রমণে।

ধু ধু করিয়া পুড়িতেছে,—নিবাইতে গেলে আরও অধিকতর জ্বলিয়া উঠে! এ আগুন নিবিবার নহে?

হেমপ্রভা রাগভরে প্রস্থান করিলে বিজনকুমার স্তম্ভিতপ্রায় বহুক্ষণ যে দিকে তাঁহার স্ত্রী গিয়াছিল,—সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি কিছু দেখিতেছিলেন না তাঁহার দেখিবার ক্ষমতা ছিল কি না,—তাহা বলা অসম্ভব।

সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।—তিনি সত্বর ছোরা বস্ত্রমধ্যে লুকাইলেন,—তৎপরে দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি বাহিরে আসিয়া ভৃত্যদিগকে অভাগীর অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন,—তাহারা বৃহৎ অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল,—কিন্তু কোথায়ও তাহার চিহ্ন দেখিল না,—অভাগী অন্তর্হিত হইয়াছে।—সে আর তাঁহার বাড়ী নাই।

কখন কিরূপে সে কোথায় গেল,—তাহা কেহই জানিতে পারিল না।—আবার চির অভাগী—অভাগী সংসার সমুদ্রের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া গেল?

তাহার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লিখেন নাই? কেন তাহার এরূপ হইল,—কেন সে পরের জন্য পাগল হইল,—কি দোষে

তাহার হৃদয় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে—সে কি করিতে গিয়া কি করিল—যখন বিজনকুমার তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন,—তখন সে তাহার বুক দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাঘ্র তাড়িতা হরিণীর ন্যায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছিল। দূরে—দূরে—বিজনকুমারের গৃহ হইতে দূরে—দূরে যাইবার জন্য সে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতেছিল।

বিজনকুমার দুই দিন আর অন্দরে গেলেন না,—দুই দিন তিনি নিজ গৃহে একাকী বসিয়া রহিলেন,—কাহারও সহিত একটী কথাও কহিলেন না;।—কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতে বা তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না।

দুই দিন পরে তিনি উঠিলেন।—স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু রাগতা—আহতা,—ভগ্নহৃদয়া হেমপ্রভা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।—তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে,—তাঁহার সহিত কথা কহিলে বোধ হয় যাহা ঘটিল,—তাহা ঘটিত না।

বিজনকুমার বাহিরে আসিলেন।—তৎপরে একাকী তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন,—আর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল,—বিজনকুমার তাহার কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার সেই দয়া মায়া পূর্ণ মন শ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার হৃদয় পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে—তিনি কাহারই মুখের দিকে চাহিলেন না।

আর অভাগিনী ভগ্নহৃদয়া হেমপ্রভা—সে নীরবে হৃদয়ের জ্বালা সহিয়া সহিয়া—নীরবে অসহনীয় যাতনা হৃদয়ে পুষিয়া দিন দিন কঙ্কাল সার হইয়া আসিল।—দাসদাসীগণ তাঁহার

নীরব কষ্টে কেহই চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না,— গোপনে তাঁহার জন্য গোপনে কাঁদিতে লাগিল।

আর বিজনকুমারের জননী,—তিনি ধরাশায়িনী হইলেন,—আর উঠিলেন না। বিজনকুমারের এমন সুখের সোণার সংসার মরুতে,—শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। কি কুক্ষণেই তিনি আসাম বেড়াইতে গিয়াছিলেন,—কি কুক্ষণেই তিনি কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন,—কি কুক্ষণেই তিনি সেই মায়াবিনী সর্ব্বনাশকারিণী কামাখ্যার কুমারী মিনাকে দেখিয়াছিলেন ?

তাঁহারই বা দোষ কি ? নিয়তি চক্র নিয়মিত ঘুরিতে থাকে,—তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে কেহ পারে না।

বিজনকুমার আর দেশে ফিরিলেন না,—একাকী দেশে দেশে—তীর্থে তীর্থে,—উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোথায়ও গিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।—প্রাণের ভিতর আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে! এ আগুন কি নিবিবে না ?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিজনকুমার ও রঙ্গণ।

গঙ্গোত্রির পথ। যতদূর দৃষ্টি যায়,—স্তরে স্তরে পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে।—মধ্যে উপত্যকা,—চারিদিকে বেড়িয়াই পাহাড়,—পাহাড়ের উপর পাহাড়,—আকাশস্পর্শী পাহাড়।

সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে সমতল ভূমি—বৃক্ষ শ্রেণীতে সজ্জিত। সমস্ত পাহাড় শ্রেণীই প্রকৃতির মনমোহন ভূষণে ভূষিত,—

সে শোভার বর্ণনা নাই। কত রঙ্গের কত ফুল ফুটিয়া চারিদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে?

সম্মুখে তুষার মণ্ডিত হিমাচল,—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে রৌপ্য হারে সজ্জিত। সূর্য্যকিরণ সেই তুষার মালায় পতিত হইয়া শত সূর্য্যকিরণে বিভাষিত হইতেছে। প্রকৃতি সতী রজতে ভারতের অনির্ব্বচনীয় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সে মহান্ প্রাচীরের তুলনা নাই।

এই দুর্গম পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র পথ পাহাড়ের অঙ্গে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। এক দিকে অতুচ্চ পাহাড়—অপর দিকে পাতালস্পর্শী খদ্—মধ্যে ক্ষুদ্র পথ,—স্তরে স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।—পাহাড়ের পাশে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ব্যক্তি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে এই পার্ব্বতীয় পথ দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণিস,—গায় বৃহৎ গরম জামা,—পায় জুতা,—স্কন্ধে দুইখানা কম্বল। পৃষ্ঠে একটী থলি,—তাহাতে নিশ্চয়ই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে।—হাতে এক বৃহৎ যষ্টি।

দারুণ শীত,—তবুও তাহার কপাল দিয়া ঘাম ছুটিতেছিল,—তিনি অতি কষ্টে হস্তস্থ লাঠির সাহায্যে উপরে উঠিতেছিলেন।

দলস্থ অন্যান্য সকলে অগ্রবর্ত্তী হইয়া গিয়াছে,—রাত্রি হইবার আর বিলম্ব নাই—এখনও চটি পৌঁছিবার অনেক দূর।

পথের চারিদিকেই ঘোর জঙ্গল,—হিংস্র বন্য পশুতে পূর্ণ। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পথিক,—রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই চটি উপস্থিত হইবার জন্য প্রাণপণে চলিতেছিলেন,—কিন্তু পথ অন্যান্য

পথের ন্যায় নহে।—একটা পাহাড় ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে পথিক দেখিলেন,—চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল,—কুয়াসায় ভরিল,—কোন দিকেই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে অন্ধকারে সহসা তিনি কাহার উপর পড়িলেন। সে একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। পথিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—তবে এইটুকু বুঝিলেন যে বন্য পশু নহে,—মনুষ্য বটে। তখন তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সে কতক হিন্দি কতক পাহাড়িয়া ভাষায় বলিল, "চটিতে যাইব।"

ইহাতে পথিক আশ্বস্ত হইলেন,—একটা সঙ্গী মিলিল। এই দুর্গম অপরিচিত পথে অন্ধকারে যাওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ এই পাহাড়িয়ার গলা তখন তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল,—ভাবিলেন হয়তো কখনও কোথায় ইহার সহিত দেখা হইয়া থাকিবে। কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। পাহাড়ের কুয়াসা সংযুক্ত অন্ধকারে এক হস্ত দূরস্থ দ্রব্য দেখিবার উপায় নাই!

"চল, আমিও সেইখানে যাইতেছি।" বলিয়া পথিক অগ্রসর হইলেন। পাহাড়ী কোন কথা কহিল না,—তবে অতি মৃদু পদশব্দে তিনি বুঝিলেন যে সে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

কিয়দ্দূর আসিয়া পথিক আর পাহাড়ীর পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না,—তিনি দাঁড়াইলেন,—কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—তবে কি সে অন্য পথে চলিয়া গেল,—তিনি অন্ধকারে অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছেন—এ অবস্থায় এক

পা অগ্রসর হইলে গভীর খদে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "তুমি কি এগিয়ে গেলে?—একটু আস্তে চল,—এক সঙ্গে যাই,—আমি পথ চিনি না।"

তখন অন্ধকারে একজন আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল!

পথিকের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল,—তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

এতো পাহাড়ী হাত নহে,—এ যে অতি কোমল,—এ যে অতি সুন্দর হাত! এই হাত স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার আর একজনের হাত বিদ্যুৎবেগে হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইল। তিনি যে প্রত্যহ সেই হাত নিজ হাতের মধ্যে বদ্ধ করিয়া কামেখ্যার পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইতেন!

পথিক বিজনকুমার,—তিনি বলিলেন, "তুমি কে?"

পাহাড়ী কোন উত্তর দিল না,—বিজনকুমার সবেগে বলিলেন, "না বলিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।"

"ভয় নাই।"

বলিয়া পাহাড়ী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে অন্ধকারে টানিয়া লইয়া চলিল।"

বিজনকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

এবার সে বিরক্তভাবে বলিল, "কি আপদেই পড়িলাম,—দেখিতেছ না যে আমি পাহাড়ী,—নাম রঙ্গণ,—ঘর ডিম ডিম—বসে শোল,—আর কি শুনিতে চাও। সঙ্গে যাইতে না চাও,—হাত ছাড়িয়া দি। অন্ধকারে খদে পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গ—মাও ভুবে।"

বিজনকুমার ব্যাকুলভাবে সুদৃঢ়ভাবে তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "না—চল।"

"তবে কথা কও না,—এই অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না,—গোল করিলে দুই জনকেই খদে যাইতে হইবে।"

বিজনকুমার আর কথা কহিলেন না,—নীরবে তাহার হাত ধরিয়া চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ যে সেই মুখ?

প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্ধকারে অতি কষ্টে চলিয়া বিজনকুমার দূরে আলো দেখিতে পাইলেন। এ অবস্থায় আলো দেখিতে পাইলে মনের যে কি অবস্থা হয়,—তাহা যিনি এ অবস্থায় কখনও পড়েন নাই,—তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

দূরে আলো দেখিয়া উভয়েই দ্রুতপদে চলিলেন।—পথে পাহাড়ী বালকের সহিত কথা কহিতে তিনি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন,—কিন্তু আত্ম-সংযম করিয়া নীরবে ছিলেন! বালকও কোন কথা কহে নাই,—অন্ধকারে তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল,—সে যে সন্তর্পণে যাইতেছিল,—তাহা বিজনকুমার বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন।

আরও খানিকটা চলিয়া তাহারা অবশেষে চটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চটীতে লোকে লোকারণ্য,—অধিকাংশই সন্ন্যাসী, নাগা,

দণ্ডী,—অঘোরি। চারিদিকেই তাহারা আগুন জ্বালিয়াছে,—এই শীতে আগুনই পরম বন্ধু।

অনেকে সেই অগ্নিকুণ্ডে পাকের আয়োজন করিতেছেন,—কেহ কেহ বা পাক শেষ করিয়া ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন,—অনেকে একতারা বাজাইয়া ভজন গাহিতেছেন।

আলোকে সঙ্গীর মুখ দেখিয়া, বিজনকুমার চমকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন,—বিস্ফারিতনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ যে সেই মুখ! কিন্তু এ সে নহে,—অসম্ভব!

এ যে পাহাড়িয়া বালক,—পাহাড়িয়া বেশ,—পাহাড়িয়া ভাব,—পাহাড়িয়া আকার প্রকার সব,—অথচ সেই মুখ,—তবে সে গৌরাঙ্গী ছিল,—এ কৃষ্ণাঙ্গ বা কৃষ্ণতাম্র মিশ্রিত অঙ্গ,—এ কখনও সে হইতে পারে না;—অসম্ভব,—অথচ মুখের সৌসাদৃশ্য এক,—দুইজনের মুখ এমনই এক সংসারে কি হয়? না হইলে হইল কিরূপে?

অথবা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে,—তিনি কল্পনাচক্ষে সেই মুখ,—সেই মিনার মুখ সর্ব্বদা চক্ষের উপর দেখিতেছেন। গৃহেও বালিকা দাসীমুখে সেই মুখ দেখিয়াছিলেন,—তবে কি তিনি যথার্থ ই উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন!

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় আমি কোথায় দেখিয়াছি?"

পাহাড়ীবালক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে সকলেই সেইদিকে চাহিল,—বিজনকুমার অপ্রস্তুত হইলেন। বালক হাসিতে হাসিতে ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল, "আমি

কখনও নীচে যাই নাই,—তুমি আমাকে দেখিয়াছ কিরূপে?”

সেই স্বর,—না সে স্বর নহে,—তবে কতকটা সেই রকম বটে! তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। বালক হাসিয়া বলিল, “এমন করিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে পেট ভরিবে না,—খাবার জোগাড় দেখ। “আমি চেষ্টায় চলিলাম।”. এই বলিয়া সে চটির অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তখন বিজনকুমার একটা স্থান স্থির করিয়া, দোকানদারের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, অগ্নি জ্বালিলেন। তাহার পর আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার মনে সেই বালকের কথা উদিত হইতে লাগিল,—শত চেষ্টায়ও তাহা মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। আবার সেই বালককে দেখিতে ও তাহার সহিত কথা কহিতে তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এ জীবনে কি তাঁহার শান্তি নাই! সেই দূর কাশিথ্যায় অনাথিনী মিনাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র প্রেমপূর্ণ হৃদয় ভগ্ন করার পাপের জন্যই কি তাঁহার এই অসীম দণ্ড হইতেছে?

তিনি যে নরাধম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার নররাক্ষস হইয়া মিনাকে না বলিয়া কহিয়া, পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার না বলিয়া কহিয়া প্রেমপ্রভাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার দণ্ড না হইলে আর হইবে কাহার? বেশ হইয়াছে,—ঠিক হইয়াছে,—আরও হইবে।

বিজনকুমার রন্ধন করিতে করিতে এইরূপ শত চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতেছিলেন,—আহার নামমাত্র করিলেন,—ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন,—শুইয়া পড়িলেন। পাহাড়ে উঠা সহজ কাজ নহে,—তিনি শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু নিদ্রাতেও তাঁহার শান্তি নাই,—নানা ভয়াবহ স্বপ্নে তিনি সর্ব্বদাই উৎপীড়িত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

অর্দ্ধরাত্রে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন পাহাড়ী বালক তাঁহার নিকটে বসিয়া নিজ মনে গুন গুন করিয়া গান করিতেছে।—চারিদিকে সকলেই ঘুমাইয়াছে,—কেবল সেই জাগিয়া আছে!

তিনি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জাগিয়া বসিয়া আছে,—ঘুমাও নাই কেন!"

"আমার রাত্রে ঘুম হয় না।"

এই বলিয়া বালক অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ ফেলিয়া দিব,—আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।—চারিদিকেই অগ্নিকুণ্ড,—কোনটী নির্ব্বাণমুখ,—কোনটী বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,—এই দারুণ শীতে আগুন নিকটে না থাকিলে কাহারই নিদ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই,—তাহার উপর বন্য পশুর ভয়ও আছে,—আগুনের নিকট তাহারা কখনও সাহস করিয়া আইসে না।

বিজনকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব বসিয়া রহিলেন,—মধ্যে মধ্যে

তিনি বালকের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন।—সে নিজ মনে গান করিতেছিল ও আগুন উস্কাইতেছিল,—তাঁহার দিকে একবারও চাহিল না।

বিজনকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?"

সে তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "কাছে একটা সন্ন্যাসীর ডেরা আছে,—সেই খানে যাইতেছি।"

"কেন?"

"সন্ন্যাসী হইব বলিয়া।"

বিজনকুমার বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বালক বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা—মোটের উপর এই—আমি যাহাকে ভালবাসি—সে আমায় ভালবাসে না।"

বালকের কথায় বিজনকুমার আরও বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন, "তুমি তো ছেলে মানুষ?"

বালক হাসিয়া বলিল, "ছেলে মানুষের কি ভালবাসিতে নাই?"

সর্ব্বত্রই সমান?—এই পাহাড়ী বালকের অবস্থায়ও ঠিক তাঁহারই ন্যায় হইয়াছে! নানা চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল,—তিনি অনেকক্ষণ আর কোন কথা কহিলেন না,—বালক সেইরূপ নিজ মনে গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিল।

সহসা সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন?"

বিজনকুমার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই পাহাড়ীয়া

বালককে কি তাঁহার নিজের কথা বলা প্রয়োজন।—কিন্তু এই বালক তাহার নিজের কথা অতি সরলভাবে তাঁহাকে বলিল, "অথচ তিনি তাহাকে কিছুই বলিবেন না?"

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমিও লই সন্ন্যাসীর ডেরায় যাইব।"

"কেন?"

কেন—কে বলিবে কেন? তিনি সন্ন্যাসী হইতে যাইতেছেন কেন? তাঁহার কিসের অভাব,—তাঁহার অতুল সম্পত্তি,—তাঁহার গৃহে লাবণ্যময়ী যুবতী ভার্য্যা,—তিনি সন্ন্যাসী হইতে যাইতেছেন কেন? কে বলিবে কেন।

তিনি বিষাদে বলিলেন, আমিও সন্ন্যাসী হইব।"

বালক তাঁহার দিকে না ফিরিয়াই বলিল, "কেন?"

বিজনকুমার এ কেনর উত্তর দিতে অশক্ত—তিনি নীরবে রহিলেন।—তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কে আছে?"

বিজনকুমার এ প্রশ্ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলিলেন, "তোমার কে আছে?"

বালক বলিল, "আমার সেই ভিন্ন আর কেহ নাই।"

"সে কি?"

"সে একজন আমি যাকে ভালবাসি। তোমার কে আছে?

তাঁহার সকলই আছে,—অথচ কিছুই নাই।—তাঁহার চক্ষু ধীরে ধীরে জলে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল,—তিনি কষ্টে চক্ষের জল উপশমিত করিয়া অপর দিকে চাহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "এখনও রাত আছে—একটু ঘুমাই।"

এই বলিয়া তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন,—তাঁহার হৃদয় দুঃখ শোক যাতনা অনুতাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বালক, "ঘুমাও" বলিয়া আবার গুন গুন করিয়া গান ধরিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চটি ত্যাগ।

চটিতে মহা গোল উঠিয়াছে,—সেই গোলযোগে চমকিত হইয়া বিজনকুমার উঠিয়া বসিয়াছেন। দেখিলেন, সুন্দর দিন,—পূর্ব্ব গগনে পর্ব্বত শৃঙ্গের পার্শ্ব দিয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে উঠিতেছেন।

সকলেই চটি ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, স্ব স্ব দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেছে,—এ উহাকে ডাকিতেছে,—সকলেই এক সঙ্গে কথা কহিতেছে,—তাহাতে চটিতে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

বিজনকুমার দেখিলেন, বালক নিকটে নাই,—ইহাতে তাঁহার হৃদয় এরূপ হইল কেন? কেন তিনি এই বালকের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন,—অথচ কেন তাঁহার এই বালককে দেখিলে ভয় হইতেছে,—তাঁহাত হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না,—কোথায় গেলে শান্তি পান, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। সন্ন্যাস লইলে প্রাণে শান্তি পাইবেন বলিয়া, এই দূর গঙ্গোত্রীতে দীক্ষা লাভের আশায় আসিয়াছেন। সন্ন্যাসেও কি তাঁহার শান্তি মিলিবে না?

তিনি চারিদিকে নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বালকের অনুসন্ধান করিলেন,—কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ভাবিলেন, "হয় তো সে ভোরেই চলিয়া গিয়াছে।" ইহাতে তাঁহার প্রাণে একটু কষ্ট হইল—কেন? সে কে? পাহাড়িয়া বালক বই তো নয়!

তবে সেই মুখ! সেই মুখই যে তিনি এখন শয়নে স্বপনে চারিদিকে দেখিতেছেন।—বিজনকুমার ভাবিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—এ অবস্থায় সন্ন্যাস হইবে কি?

আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চটি হইতে প্রায় সকলেই দ্রুতপদে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তিনি সত্বর তাঁহার দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে পশ্চাতে কে ডাকিল, "দাঁড়াও।" তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, সেই বালক। তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইল,—কেন, তাহা তিনি জানেন না।

সে নিকটে আসিয়া বলিল, "কাল আমি একটা বিষয় ভাবিয়া দেখিলাম——"

বিজনকুমার তাহার কথার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি ভাবিয়া দেখিলে?"

"এই ভাবিয়া দেখিলাম যে, তুমি সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না,—আমিও পারিব না,—চল,—যার যার নিজের ঘরে ফিরিয়া যাই।"

অদ্ভুত বালক!—এ এই ভাবে কথা কহিতেছে কেন?

তবে—তবে—না—না—অসম্ভব,—সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিজনকুমার তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—কোন কথা কহিলেন না।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, বালক বলিল, "কি বল ?"

এবার বিজনকুমার এই বালকের তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা কওয়ায় বিরক্ত হইলেন। একটু রাগতভাবে বলিলেন, "তাহাতে তোমার কি ? আমি আর বাড়ী ফিরিব না,—আমি সন্ন্যাসীই হইব।"

বালক হাসিয়া বলিল, "আমার কিছুই নহে। তবে চল,—আমিও সন্ন্যাসী হইব।"

বিজনকুমার কি আপদেই পড়িলেন। এই বালকের সহিত একত্রে যাইতে তাঁহার ভয় হইতেছে,—অথচ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিতেছে না। ইচ্ছা করিলেই বা এই বালকের হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়! ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

বিজনকুমার দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তুমি আগে যাও।"

বালকও দাঁড়াইল। বলিল, "তুমি আগে যাও।"

এই বালক লইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িলেন।

অগত্যা তিনি চলিলেন। বালক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পথে তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল,—কিন্তু তিনি অতি কষ্টে আত্মসংযম করিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা উভয়ে সুন্দর সন্ন্যাসীর আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত

হইলেন। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন,—বালক পশ্চাৎ হইতে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া বলিল, "যাইও না,—তুমিও সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না,—আমিও হইতে পারিব না,—চল, বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

বিজনকুমার ক্রোধে, বলে, তাহার হস্ত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া, দ্রুতপদে আশ্রমের দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া একটু ফিরিয়া দেখিলেন,—বালক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে,—অগ্রসর হয় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা ও রঙ্গন।

বিজনকুমার আশ্রমে অন্তর্হিত হইলে, বালক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিল।

দূরে একটু নিম্নে একটী পাহাড়ী বস্তি,—সে সেইদিকে ধীরে ধীরে চলিল।

বস্তি বা ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া, সে পার্শ্বস্থ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র গৃহগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল,—এক গৃহের সম্মুখে এক অতি বৃদ্ধা পাহাড়িয়া রমণী উদূখলে গম পেষিতেছিল,—কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ তাহার কাজ যে অধিক অগ্রবর্ত্তী হইতেছিল,—তাহা বলিয়া বোধ হইল না।

বালক দাঁড়াইল। বলিল, "মাই,—আমায় দেও,—তেমোর গম পিষিয়া দি।"

বৃদ্ধা তাহার গোল চক্ষু দুইটী ললিত চর্ম্ম মধ্য হইতে উত্তোলিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল,—তৎপরে বিনা

আরও দুইমাস অতীত হইল,—তখন বৃদ্ধা পীড়িতা হইল,—তাহার বয়স হইয়াছিল,—তাহার সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল,—রঙ্গন প্রাণপণে অহোরাত্রি তাহার শুশ্রূষা,—দূর হরিদ্বার হইতে ভাল ভাল চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করিয়াও, ভাল তাহাকে করিতে পারিল না,—বৃদ্ধার ইহলীলা সাঙ্গ হইল। তখন বৃদ্ধার সমস্ত সম্পত্তি রঙ্গনই পাইল। মৃত্যুকালেও সে সকলের সম্মুখে তাহার যাহা কিছু আছে,—সমস্তই তাহাকে দিয়া গিয়াছিল।

তখন রঙ্গন সে গ্রাম পরিত্যাগ করিবার জন্য, জমি জায়গা বেচিয়া ফেলিতে লাগিল। সে চলিয়া যাইবে শুনিয়া, সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইল,—কিন্তু রঙ্গন সকলকেই বলিল, "মাই মরিয়া গিয়াছে,—আর এখানে মন টিকিতেছে না।"

ভগবান কখন কিরূপে কি করেন, তাহা কে বলিতে পারে? এই পাহাড়িয়া বালক দেশ যাইয়া ফকিরি লইতে যাইতেছিল,—একটু আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া, এ গ্রামে আসিয়াছিল,—আর এখন প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়া, এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে। দিবার হইলে ভগবান এইরূপেই দেওয়াইয়া দেন। তাঁহার লীলা বুঝিবে কে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস গ্রহণ।

ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই ছয় মাস বিজনকুমার সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতেছেন। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতেছে,—তিনি দীক্ষার কথা উত্থাপন করেন না। কবে গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন কে জানে?

মনের শান্তি নাই,—প্রাণ সেইরূপ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে? কবে শান্তি পাইবেন—কবে এই অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবেন,—এত দিনেও কি তাঁহার পাপের শান্তি হয় নাই?

কখনও কখনও—কখনই বা বলি কেন—প্রায়ই তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার সেই পাহাড়ী বালকের কথা মনে হয়। সে কোথায় গেল,—সে তো আশ্রমে নাই—আশ্রমে আসে নাই,—তবে কি সে কেবল তাঁহাকে বিদ্রুপ করিবার জন্য বলিয়াছিল যে সে সন্ন্যাসী হইবে?

অথবা হয়তো সে কোন সন্ন্যাসী পাইয়া তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছে,—অথবা সন্ন্যাসের দারুন কঠোরতা দেখিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ যাহার তাহার কার্য্য নহে,—তাহা তিনি বেশ বুঝিতেছেন,—বালকের বাল্য চাপল্যে অভিমান ভরে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল,—হয় তো—আবার

দেশে ফিরিয়া গিয়া এখন যাহাকে ভাল বাসে তাহাকে বিবাহ করিয়া বসবাস করিয়া থাইতেছে।

তিনি শত চেষ্টা করিয়াও এই বালককে তাঁহার মন হইতে দূর করিতে পারেন না। ইহাকে দেখা পর্য্যন্ত,—ইহার সহিত কথা কওয়া পর্য্যন্ত,—তাঁহার মনে মিনার কথা শতগুণ তেজবান হইয়া উদিত হইয়াছে—তাহার প্রতি ভালবাসা শতগুণ সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে—সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে,—তাহাকে পাইলে তাঁহার কি প্রাণ শান্তিলাভ করে,—তিনি কি তবে তাঁহার সন্ন্যাস ইচ্ছা গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া আবার কামেখ্যায় যাইবেন?

অমনি হেমপ্রভার কথা তাঁহার মনে উদিত হইল,—প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তাঁহার বৃদ্ধা মার কথা মনে হইল—প্রাণ শতধা হইয়া গেল,—এই এক বৎসর হইল,—তিনি উন্মাদ হইয়াছেন,—এই একবৎসর তিনি বাড়ীর সম্বাদ লয়েন নাই,—এই এক বৎসর হইল তিনি বাড়ীতে কোন সম্বাদ দেন নাই। তাঁহার প্রাণ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল,—তিনি যাতনায় বুক দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন, কষ্টে চক্ষু মুদিত করিলেন।

তিনি বহুক্ষণ স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে ভাবিলেন, "না,—আর নয়,—গৃহে ফিরিলে জ্বলিতে হইবে,—এক মা—কি করিব আমি পাগল হইয়াছি,—এ সকল ভাবিলে আমার সন্ন্যাস লওয়া হইবে না।"

তিনি উঠিয়া গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন,—বলিলেন, "আমাকে যদি দীক্ষা দিতে চাহেন তো দিন,—নতুবা অন্যত্র যাই।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস,—তোমায় বলিয়াছি—সন্ন্যাস তোমার জন্য নহে,—তবুও যখন তুমি অধীর হইয়াছ, তখন আজই তোমায় দীক্ষিত করিব। তোমাকে যে সন্ন্যাস দিতেছি তাহা তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না,—তবে আমার এ সন্ন্যাস ব্যর্থ হইবে না। অপর কেহ তোমার হইয়া গ্রহণ করিবে?"

বিজনকুমার বলিয়া উঠিলেন, "কে সে?"

"তাহা এখন ঠিক বলিতে পারি না।"

"সন্ন্যাস আমি রক্ষা করিতে পারি কি না পারি তাহা আপনি পরে দেখিতে পাইবেন। এখন অনুগ্রহ করিয়া আমায় দীক্ষা দিন।"

বিজনকুমার এতদিনে প্রকৃতই সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৌরিক পরিয়া চিদানন্দ ভারতি নাম লইয়া দণ্ড হস্তে গুরু আজ্ঞায় পারিব্রজ্য গ্রহণে দেশে দেশে ফিরিতে চলিলেন। সাধনার শান্তি সুধা পান করিয়া প্রাণের হুতাশন নিবাইতে অগ্রসর হইলেন। কে বলিতে পারে তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটে?

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার।

আশ্রম দ্বারে সম্মুখে সেই বালক। তিনি ভীতিপূর্ণ স্পন্দিত-হৃদয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

আবার সেই—আবার সেই মুখ—তাঁহার প্রাণ কাঁপিল,—তাঁহার সন্ন্যাস বিচলিত হইল,—তিনি আর তাহার দিকে

চাহিলেন না,—দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু বিষাদ হাসি হাসিয়া বালক তাঁহার গৈরিক ধরিল বলিল, "দাঁড়াও, ঠাকুর,—আমাকে দীক্ষা দেও—তুমি এখন সন্ন্যাসী।"

চিদানন্দ ভারতি,—এখন আর বিজনকুমার নাই—এখন চিদানন্দ ভারতি—তিনি বলিলেন, "গুরুদেবের কাছে যাও,—যদি যথার্থই দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তিনি তোমা দীক্ষা দিবেন।"

তাহার পর তাঁহার ওষ্ঠে আসিল, "তুমি এত দি কোথায় ছিলে,"—কিন্তু তিনি এ প্রশ্ন অতি কষ্টে ওষ্ঠে উপসমিত করিলেন।

বালক বলিল, "তিনি আমায় তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।

"আমার সাধ্য নাই।"

বলিয়া সন্ন্যাসী বালকের হস্ত হইতে গৈরিক ছাড়াইয় লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

বালক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে কিনা তাঁহার দেখিবা ইচ্ছা প্রবল হইল,—কিন্তু তিনি অতি কষ্টে আত্ম সংব করিলেন, কিছুতেই পশ্চাৎদিকে চাহিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ নিয়ে গিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাঁড়াইলেন।

উপরে আর চাহিবেন না,—না—কিছুতেই নহে,—কি তবুও তিনি নিমিষের জন্ত চাহিলেন। সেখান হইতে আশ্র দ্বার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি দেখিলেন—বাল

আশ্রম দ্বারে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী আর তাহার দিকে চাহিলেন না,—সত্বর পদে নিম্নে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

তিনি সে দিন বালকের ভয়ে সেই চটিতেও রাত্রিবাস করিলেন না। আরও নাবিয়া যাইতে লাগিলেন,—তাঁহার বালককে এত ভয় কেন,—তাহা তিনিও জানেন না।

এক চটিতে সে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিবস তিনি হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল রঞ্জন সেই আশ্রম দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সে ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে গ্রামের দিকে চলিল।

গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সে সমস্ত আয়োজনই করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই বাঁধা ছাঁদা ছিল,—এই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য সে পূর্ব্ব হইতে লোকও স্থির করিয়াছিল,—এক্ষণে গ্রামে সে এখান হইতে চলিয়া যাইবার সব আয়োজন করিতে লাগিল।

সে গ্রামস্থ সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইল,—অনেকেই তাহাকে বিদায় দিবার সময় চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না। রঞ্জনও অনেক সময়ে কষ্টে চক্ষুজল সম্বরণ করিল। মনে মনে বলিল, “যদি জীবনে এ যাতনার ভিতর কখনও সুখ পাইয়া থাকি, তবে এই সরল প্রকৃতি পাহাড়িয়াদিগের ভিতর পাইয়াছি। প্রকৃত নিস্বার্থ ভালবাসা ইহারাই জানে।”

সেই দিন পাচ সাত জন বলবান পাহাড়িয়ার পৃষ্ঠে তাহার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে ইহ জীবনের জন্য সে সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিল, গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ অনেকে তাহার সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল,—তৎপরে অতি দুঃখিত চিত্তে গ্রামে ফিরিল।

প্রায় পাঁচ দিন চলিয়া রঞ্জন সদলে হরিদ্বার উপস্থিত হইল। তথায় সে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় তাহার দ্রব্যাদি তুলিল,—তাহার পর তাহার সঙ্গীদিগকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া সে তাহাদিগকে বিদায় করিল। বুড়ীর কল্যানে তাহার অর্থের আর অপ্রতুল নাই। ভিখারী রঞ্জন এক্ষণে বলিতে গেলে একজন বড় লোক। কৃপণা বুড়ী এক পয়সা নিজের পেটে না দিয়াও অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিল,—ভগবান সেই সমস্তই তাহাকে দিয়াছেন। সৎ পাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে,—রঞ্জনের হস্তে তাহার অর্থের অপব্যবহার হইবে না।

হরিদ্বারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সে বৃদ্ধার শ্রাদ্ধ করিল, বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইল,—বহু কাঙ্গালিকে অর্থ ভিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিল,—তাহার পর সে যে কোথায় একদিন নিরুদ্দেশ হইল,—তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিল, "সে রেলে করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" কেহ কেহ বলিল, "না এই হরিদ্বারেই আছে, অন্য বাড়ীতে গিয়াছে।" যাহা হউক মোটের উপর কেহ তাহার আর স্থির নিশ্চিত সম্বাদ দিতে পারিল না।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাস্নানে।

নিশীথ রাত্রি। পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। দূরে কল কল নাদে ভাগীরথী শিলা-খণ্ডের মধ্য দিয়া হিল্লোলে হিল্লোলে নিম্নে পুণ্যভূমি আর্য্য ভূমিকে শস্যশালিনী করিতে প্রধাবিতা হইয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে দুই একটা কুক্কুর চীৎকার করিয়া নিশার নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছে। দূরে দূরে প্রহরিগণের বিকট চীৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পথে জনমানব নাই—কেবল একটী সন্ন্যাসী দ্রুতপদে জাহ্নবী তীরে চলিয়াছেন।

সন্ন্যাসী চিদানন্দ ভারতী।—দীক্ষার পর গুরু আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "বৎস, আজ হইতে ঠিক ছয় মাস পরে দেখা করিও।" তাহাই নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া চিদানন্দ ভারতী আজ দুই দিন হইল হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন,—দুই একদিন এখানে বিশ্রাম করিয়া গঙ্গোত্রী যাত্রা করিবেন।

কই শান্তি কই? যে শান্তি লাভের আশায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন,—সে শান্তি কই? প্রাণ সেই রূপই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—মস্তিষ্ক হইতে সেইরূপই আগুন ছুটিতেছে,—শিরায় শিরায় সেইরূপই বিদ্যুৎ ঝকিতেছে,—কই শান্তি কই?

তাঁহার রাত্রে নিদ্রা হয় না,—রাত্রি শেষ হইয়াছে ভাবিয়া তিনি গঙ্গাস্নানে দেহ সুশীতল ও মস্তিষ্ক স্থির করিবার জন্য ঘাটের দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছেন। কিন্তু তখনও অনেক রাত্রি আছে,—স্নানের জন্য এখনও কেহ বাহির হয় নাই।

চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ,—জ্যোৎস্নায় ভাসমানা রাত্রি,—প্রায় দিনের মত আলোকে আলোকিত,—তাহাতেই সন্ন্যাসী ভাবিয়াছিলেন রাত্রি শেষ হইয়াছে,—কিন্তু তাহা নহে,—এখনও অনেক রাত্রি রহিয়াছে।

নিয়তি যাহা করে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই. নিয়তিই সন্ন্যাসীকে আজ এই অসময়ে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতেছিল।

তিনি একটা রাস্তা ঘুরিয়া অন্য রাস্তায় আসিলে দেখিলেন সুন্দর রেশমি বস্ত্র পরিধানা,—নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা একটী স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে।

তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "মিনা?" তাহার পর তিনি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিলেন,—কিন্তু রমণীর কথায় বাধ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। রমণী বলিল, "আপনি আমায় কি কিছু বলিলেন?"

আবার সেই স্বর—সন্ন্যাসী জ্যোৎস্নার আলোকে রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন—আবার সেই মুখ,—এবার ঠিক

সেই মুখ—একি মিনা নহে,—নিশ্চয়ই মিনা,—সেই মুখ—সেই সব।

তাহার পর সন্ন্যাসী ভাবিলেন,"না—আমি যথার্থই ক্ষেপিয়াছি। সে বালিকা—এ কিশোরী,—সে এক জাতি,—এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি,—সে মলিনবসনা রুক্ষকেশা ভিখারিণী কুমারী,—এ নানা অপরূপ সাজে সজ্জিতা বিলাসিনী,—সে এই দূর হরিদ্বারে আসিবে কিরূপে? আসিলেই বা তাহার এ বেশভূষা সাজসজ্জা কোথা হইতে আসিবে? আমি ক্ষেপিয়াছি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্যম করিলে অতি মধুর হিন্দুস্থানিতে রমণী সন্ন্যাসীর দিকে বিলোলভাবে চাহিয়া বলিল, "আহিরিপুরা কোন পথে যাইব,—রাত্রে ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

সেই স্বর—তিনি নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া গিয়াছেন,—তাহাই সকল স্থানেই সেই মিনা—তাঁহার মিনাকে দেখিতেছেন? এই স্ত্রীলোক কখনই মিনা হইতে পারে না,—অসম্ভব—অসম্ভব?

তিনি আবার রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন,—ভীত ও লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

মায়াময়ী নারীজাতির চক্ষে আকর্ষণী শক্তি আছে,—বিশেষতঃ এই স্ত্রীলোকের চক্ষু অপরূপ,—সেই চক্ষে একবার চক্ষু মিলিত হইলে কাহারও সাধ্য নাই যে চক্ষু অপসারিত করে। সন্ন্যাসী চাহিবেন না,—কিছুতেই চাহিবেন না,—তথাচ না,—না চাহিয়া পারিলেন না।—রমণী অতি মৃদু মধুর

হাসিল,—তাঁহার চক্ষু যেন বিলাসিতায় গলিয়া গেল,—সন্ন্যাসীর প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তিনি এই মায়াবিনীর নিকট হইতে শত হস্ত দূরে পলাইতে ইচ্ছা করিয়াও পারিলেন না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাট মন্দিরে।

রমণী সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "পথ ঠিক করিতে পারিতেছি না,—রাত্রি আছে জানিলে বাড়ীর বাহির হইতাম না—যদি অনুগ্রহ করিয়া পথ দেখাইয়া দেন। না হইলে হয় তো কি হইবে জানি না।"

স্বর কাতর, মধুর অথচ বিষাদ মাখা! নিতান্ত পাষাণ না হইলে এ অনুরোধ উপেক্ষা করা কাহারই পক্ষে সম্ভব নহে। তাহাতে চিদানন্দ ভারতি নূতন সন্ন্যাসী—যুবক,—এখনও সন্ন্যাসের কঠোরতায় তাঁহার মন গঠিত হয় নাই। এই রমণী এই রাত্রে রাজপথে অসহয়া,—তাঁহার শরণাপন্না, তিনি কিরূপে ইহার কথায় কান না দিয়া চলিয়া যাইবেন। না—অসম্ভব। তাঁহার মন বলিল, "যাইও না—পালাও।" তাহার প্রাণ বলিল, "এত নিষ্ঠুর অসভ্য হইও না—যাও।"

প্রাণেরই জয় হইল,—তিনি বলিলেন, "চলুন,—আহিরপুরা বেশী দূর নহে।"

উভয়ে নীরবে চলিলেন। যাইতে যাইতে সন্ন্যাসী ভাবিলেন, "কি কুকাজই করিলাম। কেন ইহার সঙ্গে আসিলাম—সেই

মুখ—সেই মিনা—অথচ মিনা নহে,—মন বিচলিত হইতেছে,—এত দিনের যোগ সাধনা নষ্ট হয়?"

রমণী বোধ হয় মনে মনে হাসিতেছিল, তাহার সেই হাসির প্রতিবিম্ব তাহার রক্তিম গোলাপ ওষ্ঠ প্রান্তে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল,—কে জানে সে কি ভাবিতেছিল।

পার্শ্বে রমণীকে সভয়ে চমকিত হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহার দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন তাহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে,—তাহার মুখে ভীতির চিহ্ন,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছে,—সে সভয়ে প্রায় সন্ন্যাসীর হৃদয় মধ্যে আসিয়া লুকাইল। তাহার উন্নত বক্ষ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে স্পর্শিত হইয়া সুস্পষ্ট কম্পিত হইতে লাগিল,—তাহার উষ্ণ নিশ্বাস সন্ন্যাসীর কপোলে লাগিয়া যেন সেই স্থান দগ্ধিভূত করিল।

সন্ন্যাসী স্পন্দিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভয় পাইয়াছেন? ভয় কি!"

আবার সেই বিলোল দৃষ্টি,—সেই আবেশে মগ্ন নয়ন,—আবার সেই বিষাদপূর্ণ মধুর মৃদু হাসি,—সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা পাইয়াও মুখ ফিরাইতে পারিলেন না।

রমণী বলিল, "কে যেন ঐ গলির ভিতর হইতে আমার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল।"

"কোন গলি?"

বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রসর হইতেছিলেন, রমণী কাতরে সভয়ে ব্যগ্রভাবে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না—না—আমায় একলা ফেলে যাবেন না—আমার পা কাঁপিতেছে—আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না।"

নিকটেই এক শিবমন্দির,—সম্মুখে তাহার নাট মন্দির। সন্ন্যাসী দেখিলেন, রমণী ভূপতিতা হয়েন। তিনি সত্বর গিয়া তাঁহাকে না ধরিলে তিনি নিশ্চয়ই ভূপতিতা হইতেন!

তাহার অঙ্গ ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল,—তাহার বস্ত্র আলুলায়িত হইয়া ভূমে লুটাইতেছিল,—সন্ন্যাসী তাহাকে দুই হস্তে ধরিয়াছিলেন,—নতুবা নিশ্চয়ই তিনি পড়িয়া যাইতেন।

নিশীথ রাত্রি,—নির্জ্জন স্থান,—সুন্দর যৌবন শোভায় ভাসমান উত্তপ্ত যুবতী দেহ! সন্ন্যাসী কাতরে ডাকিলেন, "দেবাদিদেব,—হৃদয়ে বল দেও—বল দেও।"

রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছে,—তিনি অনন্যোপায়! এ অবস্থায় তিনি ইহাকে লইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—তিনি ব্যাকুলভাবে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই মুখ—ঠিক সেই মুখ—সেই তাহারই মিনা—তাহারই পরিত্যক্তা মিনা এই দূর হরিদ্বারে জ্যোৎস্না বেষ্টিত নির্জ্জনরাত্রে তাঁহার হৃদয়ে—তিনি প্রকৃতই উন্মত্ত হইলেন।

তিনি সেই অবসন্না আলুলায়িতা বস্ত্রা সুন্দরী যুবতী দেহ নিজ বলবান বাহু যুগলে তুলিয়া পার্শ্বস্থ নাট মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। ধীরে ধীরে সাদরে সযত্নে সেই দেহ ভূতলে শায়িত করিয়া দিলেন। নিজ কম্বলাদির দ্বারা উপাধান প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর মূর্চ্ছিতা রমণীর মস্তক অতি যত্নে স্থাপিত করিলেন,—তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এ সংসারে এরূপ বিপদে বোধ হয় আর কোন সন্ন্যাসী কখনও পড়েন নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমণীর অনুসরণ।

তিনি মনে মনে বলিলেন, আবার স্নেহ, মমতা—আবার দয়া মায়া,—আবার—আবার—? সোণার সংসার অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া,—প্রাণের স্ত্রী,—জীবন অপেক্ষাও প্রিয় জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া আবার মায়া—আবার দয়া—না—না আর নহে?"

তিনি আবার ভাবিলেন, "না,—কেমন করিয়া এই অসহায়া মূর্চ্ছিতা রমণীকে এই জনশূন্য নাট মন্দিরে একাকিনী এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাই! সে তো পাশবাচার,—কোন রাক্ষসেও বোধ হয় ইহা পারে না,—না,—তা পারিব না,—তাহাকে আমার এই দগ্ধ সন্ন্যাস অতল জলে বিসর্জ্জিত হয়,—হউক অথচ—অথচ—সেই মুখ—সেই মুখ—এই মায়াবিণীর পাশে একাকা বসিয়া থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এ যে সেই মুখ,—গৃহে সেই মুখ,—দুর্গম পাহাড়ে সেই মুখ,—সন্ন্যাসীর আশ্রমে সেই মুখ,—সহরে বিলাস সাগরে সেই মুখ,—কোথায় গেলে এই মুখ,—এই মুখের হাত হইতে রক্ষা পাই?"

আবার সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "না—না—এ সে নয়,—কেমন করিয়া হইবে—অসম্ভব—অসম্ভব? না—না—আমি পালাই—এ মুখ যেখানে, সেই খানেই আগুন,—ভয়াবহ আগুন,—এ অগ্নির নিকট অধিকক্ষণ থাকিলে পুড়িয়া ভস্মিভূত হইয়া যাইব।"

সন্ন্যাসী চঞ্চল হইলেন। সন্ন্যাসী উন্মত্ত প্রায় হইলেন। আগুন নেবে নাই—ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

"জ্বলে গেল—জ্বলে গেল,"

বলিয়া রমণী দুই হস্তে নিজ বুক চাপিয়া ধরিয়া সহসা উঠিয়া বসিল।

এরূপ কাতরতায় পাষাণও বিগলিত হয়,—সন্ন্যাসী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "আপনার কি বড় কষ্ট হইতেছে?"

রমণী কাতরে বলিল, "না—কিছু নয়—আমার এমন হয়।"

এই বলিয়া রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইলেন,—তখনও সুস্পষ্ট তাহার পদ কম্পিত হইতেছিল,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি না থাকিলে আমার আজ কি হইত,—তাহা জানি না,—ভগবান সেই সময়ে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন,—কিন্তু আমি এখনও যে একলা চলিয়া যাইতে পারিব বোধ হয় না। যখন এতদূর অনুগ্রহ করিয়াছেন,—তখন আমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিলে বড় উপকার করা হয়।"

সন্ন্যাসীও দেখিলেন রমণীর পা যেরূপ কাঁপিতেছে,—তাহাতে তাহার একাকী যাওয়া অসম্ভব। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "চলুন।"

রমণী তাঁহার হাতে ভর দিয়া চলিল,—সন্ন্যাসী ইহাতেও কোন কথা কহিলেন না, মুখ অন্য দিকে করিয়া নীরবে চলিলেন,—এই মায়াবিনীর মুখের দিকে চাহিতে তাঁহার ভয় হইতেছিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া রমণী একটী বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই আমার বাড়ী,—একটু দাড়ান,—যাইবেন না।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন। রমণী দরজায় আঘাত করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক না থাকিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে এই স্ত্রীলোক নিদ্রিত ছিল না,—নিদ্রিত থাকিলে এই সামান্য দরজায় ধাক্কায় কখনই জাগ্রত হইতে পারিত না। ইহাতেই বোঝা যাইতেছে সে এই রমণীর জন্য জাগিয়া বসিয়াছিল।

রমণী সন্ন্যাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসুন—আসিবেন না,—দাসীকে আজ আপনি রক্ষা করিয়াছেন,—দাসীর কি আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার অধিকার জন্মায় নাই।"

সন্ন্যাসী একবার রাস্তার চারিদিকে চাহিলেন,—তৎপরে নীরবে রমণীর অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তুমি কি মিনা?

বাড়ীটী ক্ষুদ্র,—কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—কেবল দুইটী ঘর, আছে,—একটী শয়ন গৃহ,—একটী বসিবার গৃহ—দুইটীই অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাঙ্গনের অপর পার্শ্বে পাকশালা প্রভৃতি আছে।

মনের সন্দেহ চিরদিনের জন্য ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এই মায়াবিনীর সহিত তাহার বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিলেন ভাল কাজ করেন নাই,—তিনি জীবনে প্রতিপদেই ভুল করিবার জন্যই—বোধ হয় এ সংসারে জন্মিয়াছেন! প্রতিপদেই তাঁহার ভুল।

যদি এই স্ত্রীলোক যথার্থই মিনা হয়,—তাহা হইলে সে আর তাঁহার সে সরলা কোমলা মিনা নাই, সে কোন পাতকে এই দূর হরিদ্বারে আসিয়া কুলটা হইয়াছে,—তাহার বাড়ীর সাজ সজ্জা দেখিয়া তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই—এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুই শ্রেয় ছিল।

রমণী একখানি সুন্দর সুকোমল পশ্মি আসন বাহির করিয়া সসম্ভ্রমে পাতিয়া দিয়া বলিল, "বসুন—বসুন—দাসীর গৃহ পবিত্র হইল।"

সন্ন্যাসী বসিলেন না,—তিনি বিস্ফারিত নয়নে রমণীর দিকে চাহিয়াছিলেন। রমণী সগর্ব্বে তাহার সুন্দর সমুন্নত বুকস্ফিত করিয়া বলিল, "আপনি যাহা ভাবিতেছেন,—আমি তাহা নহি। আমাকে একাকী এরূপ ভাবে এ বাড়ীতে থাকিতে দেখিয়া আপনি যাহা ভাবিতেছেন,—তাহা আমি নহি,—আমি কুলটা নহি। হরিদ্বারের সমস্ত লোক তাহা বেশ জানে,—আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তাহা ভাবিতেছি না—তুমি আমাকে একটী সত্যি কথা বলিবে?"

"কেন বলিব না—কি বলুন?"

"তুমি কি মিনা?"

রমণী বিস্মিতভাবে সন্ন্যাসির মুখের দিকে চাহিল, তৎপরে বলিল, "মিনা—সে কে?"

সন্ন্যাসী সবেগে বলিলেন, "তিন বৎসর হইল, আমি কামেখ্যায় মিনা বলিয়া একটী কুমারীকে দেখিতে পাই—আমি তাহাকে বড় ভাল বাসিতাম— —"

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে তাহাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন কেন? সে কি আপনার ভালবাসা চায় নাই?"

"তাহা নহে,—আমি সন্নাসী হইয়াছি কেন—সে অনেক কথা। এখন আর আমায় কষ্ট দিও না—বল তুমি কি সেই মিনা? আমি তিন বৎসর তাহাকে দেখি নাই,—তখন সে চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া বালিকা ছিল—এখন তাহার বয়স ঠিক তোমারই বয়স হইয়াছে,—তাহার চেহারা ঠিক তোমার মত—তাহাই মনে হয়,—তুমিই আমার—সেই মিনা।"

রমণী গম্ভীর ভাবে বলিল, "দুঃখের বিষয় আমি মিনা নই। আমি পাহাড়িয়ার কন্যা—হরিদ্বারের একব্যক্তি আমাকে আমার পিতা মাতার কাছে থেকে কিনিয়া লইয়া লালন পালন করিয়াছিলেন,—তিনিও আর নাই,—তবে তিনি বহুই অর্থ রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন,—আমার কোন কষ্ট নাই—আমার নাম রঙ্গিয়া।"

"তুমি এত দিন বিবাহ কর নাই কেন?"

"আমি স্বাধিনা,—মনের মত লোক পাই নাই বলিয়া বিবাও হয় নাই—আমি মিনা হইলে অসন্তুষ্ট হইতাম না। আপনার মিনা কি বাঁচিয়া আছে?"

"জানি না,—মার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শুনিয়া হঠাৎ আসাম হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—তাহাকে বলিয়া আসিতেও পারি নাই—তাহার পর এই তিন বৎসর আমি তাহার আর কোন সম্বাদ পাই নাই।"

"আপনি বড় নিষ্ঠুর!"

"তাহার জন্য যথেষ্ট সাজা পাইয়াছি।"

"বলুন।"

"না—বলিব না—তুমি মিনা নও?"

"না—বলিলাম তো,—আমি রজিয়া।"

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ নীরবে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে রমণী তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিবার পূর্ব্বেই তিনি দুই লম্ফে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথ দিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিলেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

বহুদূর ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিল। যে অগ্নি তাহার মস্তিষ্কে ধু ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—উষার সুশীতল সমিরণে তাহা কথঞ্চিত প্রসমিত হইল।

তিনি ভাবিলেন, "যাহার জন্য সংসার ত্যাগ করিলাম, দুঃখিনী জননী,—তাতোধিক দুঃখিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলাম—সেই মায়া,—সেই মুখ,—সেই সব সম্মুখে। যেখানে যাই সেই মুখ সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় গিয়া জুড়াই?—আর না—আর না—আর না—আর সহ্য হয় না? হয়তো তাহাকে পাইলে এ জ্বালা জুড়াইতে পারে—না—আমার এ সন্ন্যাস অতল জলে নিমগ্ন হউক,—আমি আবার আসামে যাইব,—তাহাকে বুকে লইব,—তাহা হইলে বোধ হয় এ জ্বালা জুড়াইবে! তবে সে কি বাঁচিয়া আছে,—আগে সেই সন্ধান লই।"

তিনি গৃহত্যাগ কালে যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন,—এখনও তাঁহার কোমরে গেঁজেয় অনেক টাকার নোট ছিল। তিনি উভয়ের মাশুল দিয়া তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তিকে গৌহাটি টেলিগ্রাফ করিলেন:—

"মিনা কামেখ্যার কুমারি মুরারি পাণ্ডার বাড়ী—সে এখন কোথায়—অনুসন্ধান করিয়া এখানে জানাইবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি এই উত্তর পাইলেন:—

"তিন বৎসর হইল সে নিরুদ্দেশ হয়। তাহার মৃতদেহ নদীতে পাওয়া গিয়াছে।"

শেষ আশা ঘুচিল।—ভগবান তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্বলিত অগ্নি নিবাইবেন না,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা,—ইহাই তাঁহার নিয়তি—নিয়তি কিরূপে খণ্ডিবে।

না—যোগ সাধনায়ই তাঁহার প্রাণের জ্বালা দূর করিয়া তাঁহার প্রাণে শান্তি বারি সিঞ্চন করিতে পারে,—আর কিছুতেই তাঁহার এ জ্বালা মিটিবে না,—আর কিছুতেই তাঁহার শান্তি লাভের আশা নাই। তিনি সেই দিন হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন,—তাহার পর হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

দুই জনের প্রাণে আগুন জ্বলিতেছে? শান্তি নাই—সুখ নাই,—দুই জনই শান্তি ও সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসারক্ষেত্রে ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—ইহাদের শান্তি লাভের উপায় কি একেবারে নাই!

এই সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন,—সাধনায় জ্ঞান—পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি এই হৃদয়ের প্রজ্বলিত চিতাগ্নি হইতে রক্ষা

পাইবেন,—তাঁহার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাপিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চিত হইবে—আর কোন রমণী ভাবিতেছে,—প্রেমের পরিতৃপ্তিতে,—প্রণয়ী জনের প্রেম আলিঙ্গন লাভে—তাহার আদরে—তাহার সোহাগে—তাহার ভালবাসা লাভে তাহার হৃদয়ের আগুন নিবিবে,—সে সংসারে চিরসুখে সুখী হইবে—সংসারে শ্রেষ্ঠ কি,—জ্ঞান না প্রেম? দুইটী কীট দুই দিকে অগ্নির নিকট হইতে পালাইতে চেষ্টা পাইতেছে,—কিন্তু আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—তাহারা সেই আগুনে আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই আগুনেই আসিয়া পড়িতেছে? বড় কি জ্ঞান না প্রেম?

সন্ন্যাসী হৃদয়ের সমস্ত চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বনপথে ছুটিতেছিলেন,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াছে,—তিনি প্রকৃতই উন্মাদ।

তিনি হরিদ্বার হইতে দূরে দূরে পালাইতেছেন? একদিন ঠিক এইরূপ ভাবে দেশ ছাড়িয়া,—গৃহ ছাড়িয়া,—স্ত্রী ছাড়িয়া—প্রাণসমা জননী ছাড়িয়া তিনি দূরে দূরে পালাইয়াছিলেন।

সেই দিন হইতে প্রাণে শান্তি নাই—সেই দিন হইতে প্রাণের ভিতর আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে? নেবে না—নেবে না—বরং দিন দিন সেই আগুন দ্বিগুণিত হইতেছে—ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

বনপথে পাহাড়ের পর পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিলেন,—তিনি কোথায় কোন দিকে চলিয়াছেন,—তাহা তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই।

অবশেষে তিনি চলিয়া চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক ঝরনার ধারে বসিয়া পড়িলেন।

ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই মানে না। তিনি ঝরনার জলে হাত মুখ ধুইয়া বন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আহার করিলেন,—তাহার পর নিকটস্থ এক গহ্বর মধ্যে রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলেন।

সমস্ত রাত্রি তিনি কি ভাবিলেন,—তাহা তিনিই জানেন—প্রাতে উঠিয়া আবার হরিদ্বারের দিকে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগ্নী।

আর হেমপ্রভা—অভাগিনী দুঃখিনী হেমপ্রভার কি হইল? ভিখারিণী মিনা কোথায়?

বিজনকুমার বিদেশে একাকী চলিয়া গেলে তখন হেমপ্রভা তাঁহার ভুল বুঝিল। তিনি স্বামীর উপর রাগ করিয়া,—স্বামীর উপর অভিমান করিয়া তিনি কথা কহিতে আসিলেও হেমপ্রভা কথা কহে নাই—তাহাই তিনি সব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন,—হয়তো সে কথা কহিলে, তিনি যাইতেন না। হয়তো উভয়েরই সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইত,—সামান্য ভুলের জন্য সোণার সংসার শ্মশানে পরিনত হইল?

তিনি আজ ফিরিবেন,—কাল ফিরিবেন করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল,—কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না,—বাড়ীতে কোনই সম্বাদ দিলেন না,—তিনি কোথায় হেমপ্রভা তাঁহার কিছুই জানিতে পারিলেন না,—তখন হেমপ্রভা তাঁহার মনাগুণে নিজে গোপনে নীরবে জলিতে লাগিলেন, সে যাতনার বর্ণনা নাই।

দাসী দিগের মধ্যে অনুসন্ধানে হেমপ্রভা কি সে তাহার এমন স্বামি হারাইয়াছেন,—তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন। দাস দাসী দিগের মধ্যে একজন যাহা করে,—অপরের নিকট তাহা গোপন থাকে না। কোন না কোন গতিকে তাহারা সকলই জানিতে পারে,—খানসামা ও অভাগীর সহিত কি বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহারা উভয়ে হাজার সাবধান থাকা সত্বেও তাহা দাসী মহলে সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। তবে এ সব কথা মনিবের কাণে তুলিবে কে। তাহাই হেমপ্রভা ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এখন জানিলেন। দুর্ব্বৃত্ত খানসামা মধ্যে যে তাঁহার স্বামীর নিকট তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল,—তাহা তিনি এখন জানিতে পারিলেন। অভাগীই যে যত অনিষ্টের মূল তাহাও তিনি শুনিলেন।

তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহাই তিনি তাঁহার অপবাদ শুনিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন,—হইবারই কথা। এ কথা আগে জানিতে পারিলে হেমপ্রভা তাঁহার পা জড়াইয়া থাকিতেন,—কখনই স্বামীকে গৃহ হইতে যাইতে দিতেন না।

কিন্তু যাহা হইবার হইয়াছে,—তাহার আর উপায় নাই! ভগবান অদৃষ্টে যে দুঃখ লিখিয়াছিলেন,—তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? এখন তাহাকে পাইলে সকল দুঃখ ঘুচিতে পারে—কিন্তু তিনি এখন কোথায়?

হেমপ্রভা তাঁহার দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামী অনুসন্ধানে তিনি বাহির হইবেন—তিনি যেখানেই থাকুন,—

তিনি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেনই করিবেন,—মনে মনে মনে তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

দাদা আসিলে তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন, তিনি শুনিয়া বলিলেন, "বিজনটার মাথা খারাপ হইয়াছে,—তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে সে দিনকত পরে আপনই বাড়ী ফিরিয়া আসিবে—তোমারই জন্যে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম,—সে আমাকে পত্র লিখিয়াছে বিজনকে সে সন্ন্যাসী বেশে পুষ্করে দেখিয়াছিল,—তিনি বেশ ভাল আছেন?"

হেমপ্রভা বলিলেন, "আমি তাহার সন্ধানে যাইব,—আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলেই তিনি বাড়ী ফিরিবেন।"

"আগে খবর নি কোথায় আছে।"

"না—চল,—আমরা পশ্চিমে গেলে তাঁর খবর পাব?"

"আমিই না হয় যাই।"

"না—আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"আমি বলিতেছি সে আপনিই ফিরে আসিবে।"

"না—দাদা—চল,—তুমি না যাও, আমি চাকর ঝি সঙ্গে করে যাব।"

"কি বিপদ,—তাই হবে—কবে যেতে চাও?"

হেমপ্রভা দাদার কোন আপত্তি শুনিলেন না,—অগত্যা তিনি তাহাকে লইয়া বিজনকুমারের সন্ধানে যাইতে বাধ্য হইলেন।

দাদাকে সম্মত করিয়া হেমপ্রভা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোপন অনুসরণ।

বিজনকুমারের জননী নিতান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা,—তাঁহার ন্যায় পাকা গৃহিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

যখন বিজনের কেবল মাত্র নয় দশ বৎসর বয়স সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়,—সেই সময় হইতে বিজনের জননী স্বামির অতুল সম্পত্তি সমস্তই নিজে দেখিতেছেন,—পুত্রকে নিজে লালন-পালন করিয়াছেন,—তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন,—সমস্তই স্বামী হারাইয়া তিনি হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে রাখিয়া নিজে করিয়াছেন? এখন বিজনকুমার বড় হইয়াছেন বটে,—কিন্তু বিষয় সম্পত্তি বা ঘর সংসারের কিছুই দেখিতেন না, সকলই মা দেখিতেন,—বোধ হয় কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহার এ দশা হইত না,—প্রাণের জ্বালায় দেশ বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে হইত না।

এই জন্য বিজনকুমারের জননী পুত্র চলিয়া গেলে কেবল দুই এক দিন শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার শোকে অভিভূত হইয়া থাকিলে ঘর সংসার চলে না,—বিষয় সম্পত্তি থাকে না। দুই দিন পরেই তিনি উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্বভাব অন্বেষণ করিলেন,—কিন্তু সকলে বুঝিল তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হৃদয়ের তেজে ও বলে অসহনীয় শোক হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিতেছেন।

প্রথমেই তিনি গোপনে এক কাজ করিলেন। তাঁহার একজন বিশ্বস্ত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "বিজন হাওড়ায় গাড়ীতে উঠিয়াছে,—কোচমানের কাছে সম্বাদ পাইয়াছি,—এখনও বেশী দূরে যায় নাই। তুমি এখনই রওনা হও,—সে যেন জানিতে পারে না,—এই রকম ভাবে তুমি সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে,—সে কোথায় কখন কেমন করিয়া থাকে,—মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া জানাইবে। টাকার ভাবনা করিও না,—যত টাকা লাগে, খরচ করিও। পত্র লিখিলেই টাকা পাইবে।"

সে সেই দিনই বেশ বদলাইয়া, দাড়ি গোঁপ কামাইয়া, বিজনকুমারের অনুসন্ধানে রেলে উঠিয়াছিল।

বিজনকুমার ভাবিতেছিলেন, বাড়ীর কেহই তাঁহার সন্ধান লয় না,—কিন্তু একজন নহে, তিন তিনজন লোক তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিতেছিল,—তিনি তাঁহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

একজন তাঁহার মাতার লোক,—অপরে তাঁহার সম্বন্ধীর লোক,—আর একজন—তাঁহার ছায়া।

জননীর লোক ও সম্বন্ধীর লোক সময়ে সময়ে তাঁহার সন্ধান হারাইতেছিল,—সময় সময় বিজনকুমার কোথায় নিরুদ্দেশ হইতেন,—তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিত না। তবে তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ বিজনকুমার হরিদ্বার হইতে পুষ্কর,—ইহারই মধ্যে ঘুরিতেছিলেন,—তাহাই তাহারা তাঁহার সন্ধান হারাইয়াও আবার শীঘ্রই তাঁহার সন্ধান পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতেও তাঁহার সম্বাদ পাঠাইতেছিল,—বিজনকুমার

ভাল আছেন,—জননী ইহা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী,—জানিতেন এ অবস্থায় পুত্রকে বিরক্ত করিলে, ভাল না হইয়া, মন্দ হইবে,—বরং সময়ে তাহার মন আপনি ভাল হইবে,—তখন সে আপনি গৃহে ফিরিয়া আসিবে। কাহাকেও তাহাকে ডাকিতে হইবে না,—এই জন্যই তিনি গোপনে পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে লোক রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধীও ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, মনের এ অবস্থায় বিজনকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়াই তাঁহার মন ভাল করিবার একমাত্র উপায়। সময়ে তাঁহার মন স্থির হইলে, সে আপনই গৃহে ফিরিবে,—কাহাকে কিছু করিতে হইবে না।

তাহাই বিজনকুমারের অজ্ঞাতসারে দুইজন তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তাহারা কখন কখনও তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিতেছিল,—কিন্তু আর একজন তাঁহাকে নিমিষের জন্যও চক্ষের আড়াল হইতে দেয় নাই,—তাঁহার ছায়ার ন্যায় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

সে কে, তাহাও কি বলিতে হইবে? অভাগিনী মিনা, অল্পবুদ্ধি মিনা,—ভালবাসায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া, অভাগীরূপে হেমপ্রভার দাসী হইয়াছিল,—অভাগীরূপে উন্মাদিনী না বুঝিয়া, বিজনকুমারের সোণার সংসারে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল,—সেই ভীষণ আগুনে নিজেও পুড়িয়া মরিতেছিল। তাহার পর যাহা হইয়াছিল,—তাহা সকলেই জানেন,—বিজনকুমার রেলে উঠিলে,—সেও ছদ্মবেশে অন্য গাড়ীতে উঠিয়াছিল।

সে অন্য বালিকার ন্যায় নহে। সে পাহাড়িয়া,—সে "কামিখ্যার কুমারী"—ভয় ভাবনা কাহাকে বলে, কখনও সে তাহা জানিত না। আত্মসংযম ক্ষমতা সে কখনও শিখে নাই,—"প্রেমের তুফানে" সে ভাসিয়া চলিল,—কোথায় চলিল, তাহা সে জানে না। এই পর্য্যন্ত জানে,—বিজনকুমার তাহার সম্মুখে,—বিজনলাভ তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—ইহাতে প্রাণ যায়,—যাক,—ক্ষতি নাই। সে উন্মাদিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সে অভাগীরূপে যে ভয়াবহ উপায়ে বিজনকে লাভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল,—তাহাতে বিষ উত্থিত হইলেও সে হতাশ হয় নাই। "আজ হউক, কাল হউক, বিজন আমার" তাহার হৃদয়ের অন্তস্তমপ্রদেশে ইহাই কেবল অহো-রাত্র ধ্বনিত হইতেছিল। ভালবাসা কি, কে বুঝিতে পারে, ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য,—সংসারের কূট প্রশ্ন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম যাত্রা।

বলা বাহুল্য, বিজনের জননীর ন্যায় সুবুদ্ধিমতী গৃহিণী ও গৃহকর্ত্রী, পুত্রের এ ভাব কেন হইল,—তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। অভাগীর ব্যাপার সমস্তই শুনিয়াছিলেন।

হেমপ্রভা শুনিয়া কিছুই করেন নাই,—কেবল স্বামীসহ মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী ইহাতে নিরস্ত হইবার লোক নহেন।

হঠাৎ একটা বালিকা আসিয়া, দাসী হইতে চাহিল,—

আর সরলমতী হেমপ্রভা তাহাকে রাখিল। সে কে,—কোথা হইতে আসিয়াছে,—তাহার কোন সন্ধানও করিল না;—তিনিও তখন করেন নাই। এখন তিনি যত অভাগীর বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন,—ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার চেহারা ঠিক বাঙ্গালীর মত নহে, সে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতেই বিজনকে ভালবাসিত,—তাহারই জন্য এ বাড়ীতে দাসী হইয়াছিল। এ কোন্ দেশের লোক, কোথা হইতে আসিয়াছিল,—ইহাই অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করিলেন। বিজন নানা দেশে বেড়াই-তেছে,—এ কোন্ দেশের লোক স্থির করা সহজ নহে।

যাহার উপর তিনি এ ভার দিয়াছিলেন,—তিনি পুরাতন কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে বড়ুয়া মহাশয়ের এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন। বিজ্ঞাপন এই :—

"কাল রাত্রে আমার বাড়ী হইতে একটী তের চৌদ্দ বৎসরের আসামী মেয়ে হারাইয়া গিয়াছে। কেহ সন্ধান দিলে, বিশেষ পুরস্কার পাইবেন।"

বড়ুয়া মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলে, তিনি মিনা বিজন সম্বন্ধে সকল কথায়ই জানিতে পারিলেন। মিনা বিজনের বাড়ী এতদিন দাসী হইয়াছিল শুনিয়া, বড়ুয়া মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই বিশেষ বিস্মিত হইলেন। আবার সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে শুনিয়া, দুঃখিতও হইলেন। তাঁহারা কয়-দিনেই তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী সকল শুনিয়া, এ সকল কথা হেমপ্রভাকে কিছু বলিলেন না। তিনি তাঁহার লোককে পশ্চিমে লিখিলেন :—

"অভাগী দাসী কোনরূপে বিজনকুমারের সঙ্গে আছে কি না, বিশেষ সন্ধান করিয়া জানাইবে।"

তাহার উত্তরে সে লিখিল:—

"বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম,—সে বাবুর সঙ্গে নাই।"

মিনাকে ধরা তাহার সাধ্য ছিল না। সে সাধারণ বালিকার মত ছিল না,—বাল্যকাল হইতেই সে সর্ব্ব বিষয়ে অসাধারণ,—তাহার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি।

হেমপ্রভা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া বলিলেন "মা!"

"কি মা,—বসো।"

"মা,—আমি তাঁর সন্ধানে আজই যাব স্থির করেছি,—আমি না গেলে, তিনি আস্‌বেন না,—তিনি আমার উপর রাগ ক'রে গেছেন।"

জননীর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

হেমপ্রভা সবেগে বলিল, "আমারই দোষ,—আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে,—তিনি কখনও থাকিতে পারিবেন না, আমি গেলেই তিনি আসিবেন।"

জননী বলিলেন, "কার সঙ্গে যাইবে?"

"দাদা সঙ্গে যাবেন বলেছেন।"

"বিজন কোথায় আছে?"

"দাদার লোক তাঁর সঙ্গে আছে। আমরা পশ্চিমে গেলেই তাঁর সন্ধান পাব।"

"যাও মা!"

হেমপ্রভা আর কোন কথা কহিল না,—আর এক মিনি-

জননীর সম্মুখে বিলম্ব করিলে, সে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিত না। সে দ্রুতপদে নিজগৃহে আসিল।

সেই রাত্রে দুইজন দ্বারবান, একজন ভৃত্য ও একজন দাসী সমভিব্যাহারে হেমপ্রভা, স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য ভ্রাতার সহিত পশ্চিমযাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জননী তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।"

নবম পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

সমস্ত রাত্রি বিজনকুমার পর্ব্বতগুহা মধ্যে বসিয়া কি ভাবিয়াছিলেন,—তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহ জানে না। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার হরিদ্বারের নিকটস্থ হইলেন।

পদব্রজে বহু ক্রোশ চলিয়া, তিনি নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হরিদ্বারের প্রান্তভাগে গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষের তলে তিনি বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট হইলেন। শরীর, মন এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না,—শয়ন করিলেন।

শয়ন করিবামাত্র, নিদ্রা আসিয়া, তাঁহাকে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম দান করিল।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন,—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে, সমস্ত জগৎ কৌমুদী-বসনে ভূষিতা হইয়া, আনন্দোৎসব বাসরে বসিয়াছে। গাছের পাতাগুলি,—বারুণীর তরঙ্গগুলি,—রজত

মুকুট পরিয়া নাচিতেছে। মৃদু মধুর সমিরণে শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে। বনফুলের মধুর সৌরভ বাতাসে বাতাসে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া মন প্রাণ আকুল করিতেছে।

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার বোধ হইল অতি কোমল উপাদানে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে,—তিনি চমকিত হইয়া চাহিলেন—সেই মুখ—সেই অতুলনীয় চক্ষু—সেই—সেই—সেই আবার? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?

না—স্বপ্ন নহে।—কোমল রমণী উরু পরে তাঁহার মস্তক স্থিত। সেই মায়াবিনীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন?

যাহার ভয়ে তিনি হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে পালাইয়াছিলেন,—হরিদ্বারে ফিরিতে না ফিরিতে তাহারই অঙ্কে তাঁহার মস্তক? তিনি সত্বর উঠিয়া বসিলেন।

রমণী তাঁহার মুখ অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিল,—তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া মৃদু মধুর হাসিল,—সন্ন্যাসীর হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে সেই হাসি যেন প্রবিষ্ট হইয়া হিল্লোলিত হইতে লাগিল।

তিনি যে মিনাকে এত ভালবাসিতেন তাহা তিনি জানিতেন না,—জানিলে হয়তো আর বিবাহ করিতেন না। সমস্ত পৃথিবী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়াই সুখী হইতেন,—কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডায় কে? তাহাই তিনি তাহাকে ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন তিনি প্রাণের অসহনীয় জ্বালায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন,—কোথায়ও গিয়া শান্তি পাইতেছেন না,—সন্ন্যাস লইয়াও সন্ন্যাসী হইতে

পারিলেন না,—যেথানে যান সেই মুখ,—যাহাকে দেখেন—সেই মুখ,—সমস্ত জগত যেন তাহার নিকট একই মিনার মুখে ঘটিত হইয়াছে ?

কিন্তু সে নয়,—সে বহুকাল ব্রহ্মপুত্রের জলে প্রাণ দিয়াছে,—তাহারই জন্ম মরিয়াছে,—সে পাপের—সেই মহাপাপের ফল তিনি অহোরাত্রি ভোগ করিতেছেন। শান্তি কোথায়—হায় শান্তি কোথায় ?

সন্ন্যাসে আগুন নিবিল না—তবে আর এ ছার সন্ন্যাসে লাভ কি ?

এই রমণীর মুখ ঠিক তাহার মত,—সে না মরিলে ইহাকেই তিনি মিনা মনে করিতেন—মনে করিয়াছিলেন,—তবে এ বলে এ মিনা নহে—রঙ্গিয়া।

যাহাকে তাহার মুখ দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে অমিয় সিঞ্চিত হয়,—সেই মুখ দেখিলে তাঁহার অদ্ভূত আনন্দ উপলব্ধি হয়,—অন্তের মুখেও তাহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অপার সন্তোষ লাভ হয়,—আর তিনি ভাবিতে পারেন না—যাহা হয় হউক।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি হতাশভাবে অবনত মস্তকে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তুমি কাঁদিতেছ কেন ?

সহসা তাহার হস্তে উষ্ণ অশ্রু বিন্দু পতিত হইল,—তিনি চমকিত হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন তিনি কাঁদিতেছেন।

তিনি জগত সংসার বিস্মৃত হইলেন। এ রমণী সে মিনা নহে,—তাহা ভুলিয়া গেলেন,—ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে দূর কামিখ্যার পাহাড়ে এইরূপ রাত্রে এইরূপ বৃক্ষের নিম্নে তিনি মিনাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন। আজ তিনি যে হরিদ্বারে আছেন,—আজ যে এক অপরিচিতা যুবতী তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে,—এ সমস্তই তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল যেন সেই দিন—সেই কামেখ্যা পাহাড়,—সেই রাত্রি,—সেই বৃক্ষতল—তথায় মিনা কাঁদিতেছে—তিনি আদরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

রঙ্গিয়া তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইল,—তাহার নয়নাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া গেল,—বিজনকুমার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—অপরিচিতা যুবতী তাহার হৃদয়ে—তিনি সন্ন্যাসী? তবুও তিনি সেই রোরুদ্যমানা কাতরা রমণীকে দূরে অপসারিত করিতে পারিলেন না।

তিনি কম্পিত হস্তে তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আপনার কি হইয়াছে বলুন?"

তখন সেই মায়াবিনী মস্তক তুলিয়া তাহার সেই বিমোহন চক্ষুদ্বয় তাঁহার চক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই অশ্রুসিক্ত মুখে মৃদু মধুর অমিয় মাখা হাসি হাসিয়া আবার মুখ অবনত করিল। সে দৃষ্টি—সে হাবভাব—সে মধুর বিলাস মাখা মূর্ত্তি—পূর্ণচন্দ্রের মধুর কিরণের সহিত মিশিয়া,—মলয় পবনের তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া,—ফুলের সৌরভের সহিত সম্মিলিত হইয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করিল।—তিনি

সাধনা, যোগ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, জগত ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

সে তাহার হাত তাহার দুই হাতের মধ্যে ধারণ করিয়া, আবার সেইভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "সে দিন আপনাকে আমার কথা কিছু কিছু বলিয়াছি,—আমি বড় দুঃখিনী। হা,—আমার অর্থের অপ্রতুল নাই,—কিন্তু সংসারে যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই,—তাহার ন্যায় দুঃখী কে?"

"তাহার প্রাণশূন্য,—তাহার জীবন শ্মশান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহার ভালবাসিবার কেহ নাই,—তাহার জীবনধারণে ফল কি?"

"যেদিন আমি আপনাকে দেখিয়াছি,—সেই দিন হইতে আমার মনের এক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে,—আপনি হঠাৎ চলিয়া না গেলে, সেই দিনই আমি আপনাকে সকলই বলিতাম,—কিন্তু আপনি চলিয়া গেলেন। আজ এইদিকে ফুল তুলিতে আসিয়া, আপনাকে নিদ্রিত দেখিলাম,—তাহাই আপনি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়েন,—ততক্ষণ বসিয়াছিলাম,—আপনাকে বিরক্ত করি নাই।"

"আমি কি করিব,—আমি কিছুই জানি না। আমি নিরাশ্রয়া,—আমার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই,—আমার এই বয়স,—এ বয়সে, এ অবস্থায় থাকিলে, আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা অন্তর্য্যামি ভগবানই জানেন!"

"আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না,—আপনি জ্ঞানী,—আমায় উপদেশ দিন,—আমি নিরাশ্রয়া,—আমায় আশ্রয় দিন

আমার ধর্ম্মেমতি দিন,—সন্ন্যাস দীক্ষা দিন,—শ্রীচরণে আশ্রয় দিন,—নতুবা আর আমার এ কষ্টের জীবন রাখিয়া ফল কি? আমি আপনার সম্মুখেই আজ এই গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে নয়নাশ্রু বহিয়া সন্ন্যাসীর হস্তসিক্ত করিতেছিল,—তিনি নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে নীরবে বসিয়াছিলেন,—তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। রমণীর কাতরতা ও মধুরতা মিশ্রিত কথাগুলি তাঁহার দগ্ধহৃদয়ে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতেছিল,—আর কখনও তাঁহার হৃদয় এ শান্তি লাভ করে নাই।

এই কি সেই? সে যদি না মরিত,—তবে ইহাকেই তিনি সেই মিনা ভিন্ন আর কেহ মনে করিতে পারিতেন না,—এখনও পারিতেছেন না,—এই কি সেই? না,—অসম্ভব।

তিনি ভাবিলেন, "এ যেই হউক,—হয়তো ইহাকে পাইলে, ইহাকে হৃদয়ে লইলে,—তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারিবে,—তাহার জন্য যে আগুন জ্বলিয়াছে, হয়তো ইহারই দ্বারা সে আগুন নিবিতে পারে,—সন্ন্যাসে সে আগুন তো নিবিল না। ইহার আকৃতি প্রকৃতি স্বর সকলই মিনার মত,—মিনার চোকে ইহাকে পাইলে, মিটিবে না কেন?—অবশ্য মিটিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

না,—যাইব না।

সন্ন্যাসী কোনই কথা কহিলেন না দেখিয়া, রঙ্গিয়া অতি কাতরে তাঁহার দিকে বিস্ফারিত সজলনয়নে চাহিয়া বলিল, "তবে কি দাসীকে,—এই অভাগিনীকে,—কৃপা করিবেন না? তবে কি শ্রীচরণে স্থান দিবেন না,—তবে কি আমাকে দীক্ষিত করিয়া, আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিবেন না?"

সহসা বেগে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি আর সন্ন্যাসী নহি,—আমার দীক্ষা দিবার অধিকার নাই।"

এই বলিয়া তিনি নিজ সন্ন্যাসদণ্ড সবলে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, "এই আমার সন্ন্যাস গঙ্গার অতলজলে নিমগ্ন হইল।"

রমণী সত্বর উঠিয়া, তাঁহার হাত ধরিল। কাতরে—অতি কাতরে বলিল, "যাইবেন না,—অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না।"

সন্ন্যাসী উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "না,—যাইব না।"

রমণী সোৎসাহে তাঁহার দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিল, "তবে দাসীকে চরণে আশ্রয় দিবেন।"

সন্ন্যাসী পূর্ব্বরূপ অতি গম্ভীরভাবে—অতি বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঁ,—আশ্রয় দিব,—তোমায় বিবাহ করিব,—সম্মত আছ?"

রঙ্গিয়া উৎফুল্ল বিহঙ্গিনীর ন্যায় আসিয়া সন্ন্যাসির হৃদয়ে লুকাইল। তিনি তাহার আরক্তিম মুখ দুই হস্তে তুলিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত কাপাল ও মনমোহন ওষ্ঠ উষ্ণ চুম্বনে সিক্ত করিয়া দিলেন,—তাহার হৃদয়ে রঙ্গিয়া থর থর করিয়া কাপিতেছিল,—সন্ন্যাসীর কপাল হইতেও টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল।

প্রেমের নিকট জ্ঞান হারিল। নির্জ্জন রাত্রে জাহ্নবীতীরে বিজনকুমারের সন্ন্যাস কালস্রোতে ভাসিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রঙ্গিয়া সন্ন্যাসীর বুক হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনি অনির্ব্বচনীয়,—তাহাতে প্রেম সুধামাখা—তাহাতে হৃদয়ের সুখ বিভাসিত,—তাহা ব্রীড়াবনত।

সে স্পন্দিত কণ্ঠে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি সত্যই কি আমাকে বিবাহ করিবেন?"

"কেন নয়।"

বলিয়া বিজনকুমার মস্তক উত্তোলিত করিলেন। বলিলেন, "কেন নয়? অনেক দিন হইল আমি এক সময়ে এক অনাথিনী ভিখারিনী বালিকাকে বড় ভাল বাসিয়াছিলাম। এখনও তাহাকে ভাল বাসি,—সে আর নাই—সে ঠিক তোমারই মত দেখিতে,—বাঁচিয়া থাকিলে আজ ঠিক তোমারই মত হইত,—সেই জন্যই সে দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তুমি কি আমার মিনা। না—তুমি সে নও—তুমি রঙ্গিয়া। আমি যেখানে যাই,—সেই খানেই তাহার মুখ দেখিতে পাই, যাহাকে দেখি,—তাহাতে তাহারই মুখ দেখিতে

পাই,—সে কেবল আমার ভ্রম—সে তাহার মরিচিকা মাত্র। আমি তাহারই জন্য গৃহে শত সুখেও সুখী হইতে পারি নাই,—কোথায়ও গিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি নাই,—পারিতেছি না,—কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক তাহার মত,—আজ তোমায় পাইয়া আমার প্রাণে শান্তি সুধা বর্ষিত হইয়াছে—তোমায় পাইলে তাহাকে পাওয়া হইবে,—আমার প্রাণের আগুন নিবিবে,—আমি তোমায় বিবাহ করিব। সম্মত আছ ?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

রঙ্গিয়া হৃদয়ের আনন্দ অতি কষ্টে উপশমিত করিতেছিল,—সে আনন্দ যে কি তাহা কি অপরে বুঝিতে পারিবে।

সে স্ত্রীলোক বইত নহে,—তাহার স্ত্রীত্ব বালিকাত্ব যাইবে কোথায় ?

সে মৃদু হাসিয়া রক্তিমাভ নয়নে সলজ্জভাবে বলিল, "আমি অজ্ঞাত কুলশীলা—আমার মা বাপ কে,—তাহা আমি জানি না,—আপনি সত্যই কি আমায় বিবাহ করিবেন ?"

সন্ন্যাসী সবেগে বলিলেন, "হাঁ,—তোমায় বিবাহ করিব,—তুমি যেই হও,—তাহা আমার জানিবার আবশ্যক নাই—তোমার জাত কুল নাই,—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম,—আমারও জাত কুল নাই—আমি তোমাকে বিবাহ করিব—সম্মত আছ ?"

রঙ্গিয়া মিষ্ট দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "দেখুন,—আমি

বালিকা,—নিরাশ্রয়া—দুর্ব্বলা—আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, কেন?"

রঙ্গিয়া বলিল, "আপনি পরের—পরের জিনিস চুরি করিব না।"

তাহার কথায় বিস্মিত হইয়া বিজনকুমার বিস্ফারিত নয়নে রঙ্গিয়ার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে সহসা তাহার হাত সবলে ধরিয়া বলিলেন, "আর মিথ্যা কথা বলিও না,—তুমি মিনা।"

রমণী কপট হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি আপনার মিনা নই—কতবার বলিব,—আমি রঙ্গিয়া।—ঐ জন্যই তো বলিতেছিলাম,—আপনি পরের—পরের জিনিস চুরি করিব না।"

বিজনকুমার তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন,—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী—আমি আর কাহারই নই।"

"এই না আপনার সন্ন্যাস গঙ্গার অতল জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন?"

"হাঁ—সেই জন্যই তোমায় বিবাহ করিতে চাহিতেছি।"

"কেবল সন্ন্যাস দণ্ড জলে ফেলিয়া দিলে সন্ন্যাস যায় না। আপনি সন্ন্যাসী—আপনার সন্ন্যাস নষ্ট করিয়া মহাপাপিনী হইব না।"

"তবে বিবাহ করিবে না?"

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন,—কিন্তু মৃদু হাসিয়া রঙ্গিয়া তাহার হাত ধরিল,—বলিল, "আমি আর আপনাকে ছাড়িব কেন,—আপনি আমায় গ্রহণ করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ—তোমায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি,—তুমি অসম্মত হইতেছ।"

রঙ্গিয়া আবার তাহার সেই মধুমাখা মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনাকে বিশ্বাস হইতেছে না বলিয়া ইতস্তত করিতেছি।"

"অবিশ্বাসের কারণ কি?"

"আপনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে আপনি আপনার মিনাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহার পর গৃহে আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন,—আমাকে যে ত্যাগ করিবেন না,—তাহার বিশ্বাস কি?"

"তাহার জন্য যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি।"

"তাহা হইলে—এ কুকাজ আর করিতেছেন না,—সম্মত হইলাম।"

সে সহসা বিজনকুমারের গলা দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল,—তাহার পর লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

এই তাহার প্রথম চুম্বন।—প্রথম চুম্বন যে কি তাহা নারীজাতি ব্যতীত পুরুষে কোন কালে কি উপলব্ধি করিতে পারিবে?

উভয়ে সেই রাত্রে রঙ্গিয়ার গৃহে আসিলেন। পরদিন বিজনকুমার গৈরিক পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া

যথাবিহিত নিয়মে রঙ্গিয়াকে বিবাহ করিলেন। এতদিনে তাহার আশা মিটিল—এতদিনে সে জগত সংসার ভুলিয়া গেল? এতদিনে তাহার অতুলনীয় প্রেমের পূর্ণাহুতি হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

হেমপ্রভা—ব্যাকুলা শঙ্কপ্তা—হেমপ্রভা—ভ্রাতার সহিত পশ্চিমের নানা স্থানে স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে শুনিলেন তিনি পুষ্কর হইতে সম্প্রতি হরিদ্বার গিয়াছেন;—তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া হরিদ্বার ছুটিলেন।

মধ্যে বিজনকুমার নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন,—এই জন্য তাঁহার জননীর ও তাহার ভ্রাতার লোক দিন কয়েকের জন্য তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তবে বিজনকুমার বড়লোক,—পূর্ব্বে পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হইলে অনেকেই তাহাকে চিনিয়াছিল,—তিনি সহসা সন্ন্যাস লওয়ায় সমস্ত পশ্চিম প্রদেশে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল,—সকলেই এ বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিল।

তাহার পর বিজনকুমার সন্ন্যাসী চিদানন্দ ভারতী হইয়া গোপনে থাকিতেন না,—বা গোপনে ভ্রমণ করিতেন না,—পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না,—এই জন্য তিনি কোথায় আছেন,—কোথায় যাইতেছেন—তাহা পশ্চিমের প্রায় সকল লোকেই জানিত। এই জন্যই পশ্চিমে আসিয়া হেমপ্রভার স্বামীর সন্ধান পাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

মধ্যে নৈমিষারণ্যে তিনি গিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু আবার শীঘ্রই হরিদ্বারের দিকে চলিলেন,—এ সম্বাদ পাইয়া হেমপ্রভা ব্যাকুলে হরিদ্বার চলিল। এতদিনে বোধ হয় তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল,—এতদিনে ভগবান বোধ হয় তাহাকে তাহার স্বামী মিলাইয়া দিলেন!

কিন্তু হরিদ্বারে আসিয়া তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল,—সে এক নিদারুণ হৃদয় বিদারক সম্বাদ পাইল!

সেই সম্বাদ লইয়া তখনও হরিদ্বার তোলপাড় হইতেছিল। বিজনকুমারকে হরিদ্বারের অনেকেই চিনিত,—তিনি সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ করায় সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল,—তাহার পর আবার হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তাহারা আরও বিস্মিত হইয়াছিল,—তাহার উপর তিনি অজ্ঞাত কুলশীলা রঙ্গিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাহারা বিস্মিতের উপর বিস্মিত হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে বিবাহের পরদিন রাত্রে তিনি রঙ্গিয়াকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন,—কোথায় গিয়াছেন,—তাহা কেহ জানে না।

যখন হেমপ্রভা হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখনও বিজনকুমারের ব্যাপার লইয়া হরিদ্বারে মহা হুলুস্থুল হইতেছিল।

এ সম্বাদে হেমপ্রভা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন, "দেখিলে পাগলামি,—ছেলে বেলা হইতেই তাহার মাথা খারাপ তাহা আমি জানি। সন্ন্যাসী হইয়াছে সে না—তাহার মাথা হইয়াছিল,—সবই ভিট কিলুমি?"

হেমপ্রভা বলিল, "দাদা,—তিনি ফিরিয়া আসিবেন।"

"তা আমি জানি,—কেবল ভোগাইতেছে—এই দুঃখ।"

"আমরা এই খানে থাকি।"

"লাভ।"

"তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন।"

"কেমন করিয়া জানিলে? সে কোথায় এই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে কে জানে—বে করেছেন—তাহার মাথা করেছেন।"

"দাদা,—তাঁকে গালাগালি দিও না—তাঁর দোষ নাই।"

"তা আমি জানি—পাগলের পাগলামি করিবে,—তাহাকে দোষ কি—আমি হইলে তাহাকে এত দিন পাগলা গারদে দিতাম।"

হেমপ্রভা কথা কহিল না,—নীরবে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল,—তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

তাহার ভ্রাতা বলিলেন, "আর কাঁদিয়া কি করিবে—এখন বাড়ী ফিরিয়া চল,—আমি তোমায় বলিতেছি—ছয়মাস যাইতে না যাইতে এই উন্মাদ এই মেয়েটাকে ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিবে।"

হেমপ্রভা অতি বিষণ্ণস্বরে বলিল, "দাদা, এই খানেই দিন কত থাক।"

তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "থাকিতে চাও,—দিনকত থাক,—কিন্তু বেশী দিন থাকিলে চলিবে না।"

"দাদা,—তুমি তার সন্ধান লও,—হয়তো তিনি কাছেই কোন খানে আছেন।"

"যখন এতদূর কর্ম্মভোগ করিতে আসিয়াছি,—তখন সন্ধান লইব না তো—কি করিব—এমন উন্মাদের হাতেও মানুষে পড়ে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

হেমপ্রভার ভ্রাতা বিজনকুমারেরও রঙ্গিয়ার বিষয় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। শুনিলেন বিজনকুমার এখান হইতে গঙ্গোত্রি যান,—তাহার পরে সেইখানে কোন আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া আইসেন। এখানে কয়দিন থাকিয়া পরে অন্যান্য তীর্থ দর্শনে চলিয়া যান।

ছয়মাস পরে প্রায় একপক্ষ আগে তিনি হরিদ্বারে আবার ফিরিয়া আইসেন,—দুই তিন দিন এখানে ছিলেন,—তাহার পর পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে চলিয়া যান।

কবে তিনি আবার হরিদ্বারে ফিরিয়াছিলেন,—তাহা কেহ বলিতে পারে না। সহসা সহরে রটিল যে এক সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতেছেন।

এরূপ সচরাচর ঘটে না,—বিশেষতঃ হরিদ্বারের ন্যায় স্থানে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে যে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সকলে এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল,—এই সন্ন্যাসী কে,—তিনি কাহাকে বিবাহ করিতেছেন, সকলই তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তখন সকলেই জানিতে পারিল কলিকাতার বড় লোক বিজনকুমার বাবু যিনি ছয়মাস পূর্ব্বে সন্ন্যাস লইয়া চিদানন্দ

ভারতি নাম লইয়াছিলেন,—তিনিই আবার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে বিবাহ করিতেছেন—সকলেই জিজ্ঞাসা করিল "কাহাকে।" তখন হরিদ্বার শুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে শুনিল যে রঙ্গিয়া বলিয়া একটী মেয়েকে বিবাহ করিতেছেন।

রাত্রে বিবাহ হইয়া গেল,—পরদিন রাত্রে স্বামি স্ত্রীতে নিরুদ্দেশ,—তাহার পর তাহাদের কি হইয়াছে,—তাহারা কোথায় গিয়াছেন কেহই বলিতে পারে না।

রঙ্গিয়ার বাড়ীতে যে স্ত্রীলোক বাস করিত—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "তাহারা দুজনে কাল সন্ধ্যার সময় আমায় বলিলেন,—আমরা আর এখানে থাকিব না,—বোধ হয় দেশে যাইব,—এ বাড়ীতে যে আসবাব পত্র আছে, তাহা তোমায় দিয়া যাইতেছি—বোধ হয় আর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না,—পাছে এ বিষয় লইয়া কেহ তোমার সঙ্গে গোল করে,—এই জন্য এই কাগজে লিখিয়া দিয়া যাইতেছি যে সমস্ত দ্রব্যই আমরা তোমাকে দান করিয়া গেলাম।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ সকলকেই সে কাগজ দেখাইল,—কিন্তু তাহারা যে এ সকল ছাড়াও তাহাকে নগদ একশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা সে কাহাকেও বলিল না।"

সকলেই জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহারা কি কিছুই সঙ্গে লইয়া যান নাই?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "না—কিছুই না—তবে নিশ্চয়ই যা টাকা কড়ি ছিল, তা সঙ্গে নিয়ে গেছেন।"

"এই রঙ্গিয়া কে? সে কোথা হইতে আসিয়াছিল,—সে টাকা পাইল কোথায়?"

"তা আমি জানি না,—এই বাড়ী ভাড়া নিয়ে এই বাড়ীতে রঙ্গিয়া আসিলে আমি তাহার দাসী হইয়াছিলাম,—সে কে কোথা হইতে আসিয়াছিল,—তাহা আমি কিছুই জানি না।"

"কখনও জিজ্ঞাসা কর নাই?"

"দু এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তাহাতে সে হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিল।"

হেমপ্রভার ভ্রাতা হরিদ্বারবাসীদিগের নিকট রঙ্গিয়া সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। তবে তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বাধিন ভাবেও একটু অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জানিলেন যে সে যথার্থই রেল হইতে নাবিয়াছিল,—একজন পাণ্ডা ষ্টেষণ হইতে তাহাকে লইয়া আইসে,—সে প্রথম দিন তাহার বাড়ীতেই ছিল, তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাড়ীতে দিনকত—হরিদ্বারে থাকিবে বলায়,—সেই পাণ্ডাই—তাহার হইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা ছিল,—সে ক্রমে ক্রমে বাড়ী নানা আসবাবে সজ্জিত করিয়াছিল,—কিন্তু সে পূর্ণ যৌবনা হইলেও কুলটা নহে—তাহা হরিদ্বার সুদ্ধ সকলেই জানে,—সে অল্প বয়স্কা একাকী থাকা সত্বেও অতি ভালভাবে থাকিত। সে এ বয়সে এমন ভাবে একাকি হরিদ্বারে আসিয়াছে,—কেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল, তাহার স্বামি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে,—সেই দুঃখে সে দেশ ছাড়িয়া এখানে নির্জ্জনে থাকিতে আসিয়াছে। টাকা তাহার যথেষ্ট আছে,—তাহার মা মৃত্যু সময়ে তাহাকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।"

এতদ্ব্যতীত রঙ্গিয়া সম্বন্ধে আর কেহ কোন সম্বাদ দিতে

পারিল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল কিনা, অথবা তাঁহার সঙ্গে তাহার এখানেই আলাপ হইয়াছিল,—তাহার কিছুই কেহ বলিতে পারিল না।

তিনি ভগিনীকে এই সমস্ত বলিলে হেমপ্রভা ব্যাকুলে বলিল, "বুঝিয়াছি,—এ আর কেউ নয়,—সেই অভাগী।"

তাহার ভ্রাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "চেহারায় মেলে না,—এ পরমা সুন্দরী,—অভাগী কাল ছিল।"

হেমপ্রভা কোন কথা কহিলেন না,—তাহার ভগ্ন হৃদয় দিন দিন আরও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সম্বাদ।

তাহারা আরও এক সপ্তাহ হরিদ্বারে বাস করিলেন। জননীর লোক ও তাঁহার লোক উভয়েরই সহিতই হরিদ্বারে সাক্ষাৎ হইল,—কিন্তু তাহারা বিজনকুমারের কোনই সন্ধান দিতে পারিল না,—তাঁহারা কখন রাত্রে কোন দিকে গিয়াছেন তাহা তাহারা বলিতে পারিল না,—তবে তাঁহারা উভয়ে যে রেলে যান নাই,—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই,—ষ্টেশনে বিজনকুমারকে সকলেই চিনিত,—তিনি রেলে গেলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের দেখিতে পাইত কিন্তু ষ্টেশনের সকল লোকেই বলিল যে তাঁহারা রেলে যান নাই,—ইহা নিশ্চিত।

তাহা হইলে তাঁহারা পথব্রজেই গিয়াছিল। গাড়ীওয়ালাদের

সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন,—তাঁহারা সকলেই বলিল বিজনকুমার বা রঙ্গিয়াকে তাহারা কেহ কোথায়ও রাখিয়া আইসেন নাই।

এই সকল অনুসন্ধান করিতে করিতে হেমপ্রভার ভ্রাতা এক নূতন সম্বাদ পাইলেন।

একব্যক্তি একদিন তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! শুনিলাম, চিদানন্দ স্বামী আপনার ভগ্নীপতি,—তাহাই আপনি রঙ্গিয়ার সন্ধান লইতেছেন,—তাহাতেই আপনার কাছে আসিয়াছি। আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল,—তাহা আপনাকে বলা আমার উচিত।"

"কি সন্দেহ করিয়াছেন, বলুন?"

"প্রায় ছয়মাস বা তাহার একটু বেশী হইল, একদিন একটী পাহাড়ীবালক, পাঁচ সাতজন লোক লইয়া, আমার বাড়ীতে আসিয়া বাসা লয়। ইহারা সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র আনিয়াছিল। শুনিলাম, এই বালক কোন পাহাড়ী-বুড়ীর অনেক টাকা পাইয়াছে।"

"তাহার পর আপনি কি সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই শুনি।"

"সবই বলিতেছি। পাহাড়ীর বালককে এখানে রাখিয়া, দেশে চলিয়া যায়,—বালকও দিনকত এখানে থাকিয়া, দিল্লি কাজ আছে বলিয়া, জিনিসপত্র লইয়া রেলে উঠে।"

"আপনি কি সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই বলুন।"

"বলিতেছি—আমি রঙ্গিয়াকে দেখিয়াছি—এই বিবাহের গোল ওঠায়ই তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম—কিন্তু——"

"কিন্তু কি——"

"ও পাহাড়ী বালক আমার বাড়ী ছিল,—দেখি এই রঙ্গিয়ার মুখ ঠিক তাহার মত—তবে সে কতকটা কাল ছিল,—আর রঙ্গিয়া খুব ফরসা! আমার আর একটা সন্দেহও হইয়াছিল।"

"কি সন্দেহ বলুন।"

"একদিন রঙ্গিয়া নিদ্রিত হইলে তাহার গৃহে কি আনিতে গিয়াছিলাম,—আমার বোধ হইল যে তাহার বুক উচু,—লক্ষ করিয়া দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম তাহার স্তন উচ্চ—তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল।"

"এ কথা কাহাকেও বলেন নাই কেন?"

"পরের কথা,—কি জানি কি গোলে পড়িব বলিয়া ভয়ে কাহাকেও বলি নাই,—আপনি রঙ্গিয়ার সন্ধান লইতেছেন বলিয়া আপনাকে বলিলাম।"

"তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন যে রঙ্গিয়া আর এই পাহাড়ি বালক উভয়েই একই লোক।"

"কিছুই বলিতে চাহি না; দুজনের চেহারা ঠিক এক—এমন কি গলার স্বরও এক।"

"কিন্তু আপনি বলিতেছেন পাহাড়ি বালক কাল ছিল,—আর এই রঙ্গিয়া খুব ফরসা।"

"ঐটাই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিনি ভগিনীকে এ কথাও বলিলেন,—হেনপ্রভা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—আমি তো বলিতেছি—সেই অভাগী—সেই অভাগী!"

"অভাগী কাল ছিল বটে,—তাহার চেহারাও ছিল সত্য,—সে যে রকম মেয়ে শুনিতেছি,—

তাহাতে তাহার পাহাড়ি বালক সাজা বিচিত্র নহে,—তবে এই রঙ্গিয়া শুনিতেছি ভারি ফরসা।”

“দাদা,—অভাগী কালো নয়,—সে নিশ্চয়ই ফরসা,—আমার অনেক দিন মনে হয়েছিল,—সে কি রঙ মেখে কালো হয়েছে,—কারণ একদিন তাহার উরুত ভারি ফরসা দেখিয়াছিলাম।”

“একথা তাহাকে বল নাই কেন?”

“অত কিছু তখন মনে করি নাই—এখন মনে হইতেছে?”

“এই অভাগী তাহা হইলে সামান্য দাসী নহে দেখিতেছি—এ কে?”

“দাদা—কেমন করিয়া বলিব।”

তাহারা আরও এক সপ্তাহ হরিদ্বারে থাকিলেন,—কিন্তু বিজনকুমারের কোন সন্ধান পাইলেন না,—তখন আর এখানে থাকা বৃথা ভাবিয়া হেমপ্রভার ভ্রাতা অনেক বুঝাইয়া ভগিনীকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

হেমপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।—হায়, অভাগিনীর চক্ষের জল কি কখন নিবারিত হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পথি মধ্যে।

বিবাহ শেষ হইলে যখন বিজনকুমার রঞ্জিয়ার সহিত একাকী হইলেন,—তখন তিনি তাহাকে বিষন্ন স্বরে বলিলেন, "এখন আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল, রঞ্জিয়া প্রাণে ব্যথা পাইল,—বলিল, স্বামিন্—আপনি কি ইহার জন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন?"

বিজনকুমার সব্যগ্রে বলিলেন,—"না—না,—আজ আমার প্রাণের আগুন নিবিয়াছে,—আমার হৃদয়ে সুধা বর্ষিত হইতেছে—আজ এতদিন পরে প্রকৃতই আমি বড়—সুখী হইয়াছি,—তবে বিষণ্ণতা,—সে কেবল মার জন্ত,—তবে আমি সকলই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম,—চিরকাল জ্বলিয়া মরিব কেন? আমি অপার সুখ পাইয়াও পায়ে ঠেলিয়া ফেলিব কেন? আজ এতদিন পরে সুখী—যথার্থই সুখী হইয়াছি—আমার অসহনীয় যন্ত্রণা দূর হইয়াছে তবে——"

"তবে কি নাথ—বলুন।"

"তবে বোধ হয় সংসারের এই লোকালয়ের মধ্যে থাকিলে তুমি বা আমি কেহই চিরকাল এই সুখে থাকিতে পারিব না,—একবার পারি নাই।—আমি আমার স্ত্রী লইয়াও বড় সুখে ছিলাম,—কিন্তু পাপ সংসারে কেহ চিরকাল সুখে থাকিতে পারে না,—আমি নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এতদিন পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

"আপনি যাহা বলিবেন,—আমি তাহাই করিব—বলুন কি করিতে ইচ্ছা করেন?"

"আমার ইচ্ছা,—চল আমরা দুইজনে এখান হইতে গোপনে পালাই।—পর্ব্বতশৃঙ্গে কোন খানে এক কুটির বাধিয়া দুইজনে সংসারের গোল হইতে বহদূরে সুখে জীবন কাটাইব——"

"চলুন এখনই—আপনাকে আমি চব্বিশ প্রহর পাইব,—প্রাণ ভরিয়া পাইব—সংসারের গোলযোগ আপনাকে আমার কাছ হইতে লইতে পারিবে না,—ইহাপেক্ষা সুখ আর কি—চলুন এখনই।"

"আজ নহে—আজ রাত্রে নহে,—কাল রাত্রে।"

"যখনই আপনি বলিবেন, তখনই যাইব—আমি কি আপনার দাসী আপনার ছায়া নহি?"

তাহাই হইল। পরদিন দাসীকে সমস্ত দ্রব্যাদি লিখিয়া পড়িয়া দিয়া কেবল টাকা কড়ি কোমরে বাঁধিয়া এক বস্ত্রে উভয়ে নিশিথ রাত্রে হরিদ্বার ত্যাগ করিলেন, কেহ তাহাদের দেখিতে পাইল না।

বাহাদুর আসিয়া রঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন স্থির করিলেন?"

"নিবিড় বনে—যেখানে লোকালয় নাই—যেখানে সংসারের পাপ তাপ নাই—"

"চলুন না গঙ্গোত্রীর পথে——"

"না—সে পথে চেনা লোক আছে।"

"কে সে?"

"এক পাহাড়ী বালক,—তাহার মুখও ঠিক তোমার

মত। আমি তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে চাহি না।"

"তবে চলুন—কপিলাশ্রমের দিকে।"

"সে বেশ কথা—সে দিকে নিবিড় বন—সেই খানেই একটা স্থান ঠিক করিয়া কুঠির বাধিয়া লইব,—তোমার কি এইরূপ থাকিতে কষ্ট হইবে?"

"কষ্ট!—আপনার সঙ্গে থাকিতে,—আপনাকে পাইয়া কষ্ট?"

"তবে চল,—আমি আজ যথার্থ সুখী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

টেলিগ্রাফ।

তিন মাস অতিত হইয়া গিয়াছে। অভাগিনী হেমপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া চক্ষের জলে দিন কাটাইতেছে;—জনকুমারের কোন সন্ধান নাই, তিনি ও রঙ্গিয়া হরিদ্বার হইতে যেন আকাশে মিলিয়া গিয়াছেন।

হেম প্রভার ভ্রাতার লোক ও বিজনকুমারের জননীর লোক পশ্চিমে নানাস্থানে তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের কোন সন্ধান পায় নাই,—অগত্যা তাহারাও হতাশ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে?

ইহাতে বিজনকুমারের জননী ক্রন্দন করেন নাই,—তিনি হতাশ হয়েন নাই,—তিনি বলিয়াছেন, "বাছা আমার ভাল আছেতো—তাহা হইলেই হইল,—মায়ের বাছা আজ হউক,—কাল হউক, আবার মায়ের কোলে আসিবে।"

তিনি সকলকে এই রকম বলিলেন বটে,—কিন্তু তিনি হৃদয়ে যে অসহনীয় শোক গোপন করিয়া রাখিয়াছেন,—তাহা সকলে তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিত। বিশেষতঃ তিনি হেমপ্রভাকে শান্তনা করিতে চেষ্টা পাইতেন না;—তাহার কাছে গেলে পাছে,—তিনি আত্মসংযম করিতে না পারেন,—পাছে তাঁহার হৃদয়ের বদ্ধ শোকাবেশ বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইয়া পড়ে,—এই ভয়ে তিনি সহজে হেমপ্রভার সম্মুখে যাইতেন না। বিজনকুমার বিদেশে গিয়াছেন, বিজকুনমার অজ্ঞাত কুল শীলাকে বিবাহ করিয়াছেন,—ইহাতে তিনি প্রাণে বেদনা পাইয়াছিলেন বটে,—কিন্তু হেমপ্রভার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল,—তাহার কষ্ট তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল।

তিনি তাহাকে দিন কত জনক জননী ভাই ভগিনীর নিকট থাকিলে তাহার মন কতক স্থির হইতে পারে,—বলিয়া তিনি তাহাকে দিনকতকের জন্য পিতৃ আলয়ে পাঠাইতে চাহিলেন,—কিন্তু হেমপ্রভা কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তিনি এই খানেই আমার উপর রাগ করিয়া গিয়াছেন,—তিনি যত দিন না আইসেন,—আমি এই খানেই থাকিব। একপাও কোথায়ও নড়িব না।" জননী আর কোন কথা কহিলেন না।

আরও তিন মাস কাটিল,—বিজনকুমারের কোন সন্ধ্যান নাই,—জননী হতাশ হইয়া তাহার সন্ধান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু হেমপ্রভার ভ্রাতা ছাড়েন নাই,—তিনি হেমপ্রভাকে বড় ভাল বাসিতেন,—তিনি ভগিনীর জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের

পুলিশকে বিজনকুমারের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতেও অঙ্গিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং পুরস্কারের লোভে দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান হইতেছিল,—তিনি বিজনকুমারের প্রায় একশত ছবি তুলিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া ছিলেন,—হেমপ্রভা দাদাকে বলিয়াছিল, যদি আমায় সর্ব্বস্ব দিতে হয়,—তাহাতেও প্রস্তুত আছি,—দাদা তুমি তাঁহার অনুসন্ধান কর,—সুতরাং বিজনকুমারের বিশেষ অনুসন্ধান হইতেছিল,—কিন্তু এত অনুসন্ধানেও কেহ তাঁহার বা রঙ্গিয়ার কোন সন্ধনই পাইল না,—এরূপ সহসা মিলিয়া যাওয়ার ব্যাপার আর কেহ কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই।

ছয়মাস ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে তাহাদের অনুসন্ধান হইল,—কিন্তু কোথায়ও তাহাদের সন্ধান হইল না,—তখন সকলেই সম্বাদ দিল, "তিনি বা সেই স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে নাই,—থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের সন্ধান হইও। অভাগিনী হেমপ্রভা দিন দিন কঙ্কাল সার হইয়া আসিতেছিল,—আহার নাই—নিদ্রা নাই,—অহোরাত্র ক্রন্দন,—সে এতদিন কেবল মনের জোরে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল,—কিন্তু এ অবস্থায় মনের জোরও অধিক দিন থাকে না,—ক্রমে দেহের সে বল টুকুও নষ্ট হইল,—তখন হেমপ্রভা শয্যাশায়িনী হইল,—আর তাহার উঠিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা নাই। সকলেই বুঝিল,—শীঘ্র বিজনকুমার গৃহে না ফিরিলে তিনি স্ত্রী হত্যা মহাপাপে পাতকী হইবেন।

দাসদাসী বাড়ী শুদ্ধ লোক তাহার নীরব অব্যক্ত

অসহনীয় কষ্ট দেখিয়া দূরে দূরে থাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সহসা এই শোকের শ্মশানে এক টেলিগ্রাফ আসিয়া গৃহে আনন্দের লহরী উত্তোলিত করিল।

এলাহাবাদ হইতে বিজনকুমার জননীকে তারে জানাইয়াছেন, „আর দশ পনেরো দিনের মধ্যে আমি বাড়ী ফিরিব,—আমার জন্য ভাবিও না,—আমি ভাল আছি।”

যাঁহাকে কেহ কোথায়ও খুঁজিয়া পাইতেছিল না,—তাঁহার নিকট হইতে এলাহাবাদ হইতে টেলিগ্রাফ,—তাহা হইলে তো তিনি বাড়ীর কাছেই আছেন—বিজনকুমারের শোকাচ্ছন্ন বৃহৎ প্রাসাদে আনন্দের তুফান ছুটিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী গিয়া শয্যাশায়িনী হেমপ্রভার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন,—হেমপ্রভা ব্যাকুলভাবে তাহার বিশাল সজল চক্ষুদ্বয় তাঁহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত করিল,—জননী চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি টেলিগ্রাফ খানি দেখাইয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, “মা,—এতদিনে ভগবান আমাদের কান্না শুনিয়াছেন,—বাবা বিজন বাড়ী আসিতেছে!”

হেমপ্রভা তাহার শুষ্ক হস্ত বাড়াইয়া টেলিগ্রাফ খানি লইয়া বুকে রাখিল,—তাহার পর বিষাদে হাসিয়া বলিল, “মা,—ওদের বল আমাকে ধরে তুলে বসিয়ে দিক—আমি উঠতে না পারলে তার পায় ধরে ক্ষমা চাইব কিরূপে?”

জননী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দাসীদিগকে তাহাকে ধরাইয়া বসাইয়া দিতে বলিলেন। বিজনকুমার বাড়ী আসিতে-ছেন শুনিয়া সে তাহার অর্দ্ধমৃত প্রাণে পুনর্জ্জীবন পাইল।

যে টুকু বাকী ছিল তাহা দুই দিন পরে হইল।

কাশী হইতে হেমপ্রভার নামে বিজনকুমারের এক চিঠি আসিল। কম্পিত হস্তে স্পন্দিত হৃদয়ে হেমপ্রভা পত্র খুলিল,—চক্ষের জলে পত্র প্রথমে ভাল দেখিতে পাইল না,—অনেকক্ষণ পত্র হাতে করিয়া বসিয়া রহিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে পত্র পড়িল। পত্র এই :—

প্রিয়তমে হেম,

আমি তোমার কাছে গুরুতর অপরাধী,—তোমাকে কষ্ট দিয়া আমিও যথেষ্ট কষ্টপাইয়াছি। এতদিন আমিপাগল হইয়া গিয়াছিলাম এখন আমার জ্ঞান হইয়াছে। আমি পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব,—তখন নিজেই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিব,—আমি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করিবে।—মাকে আমার প্রণাম জানাইও,——

তোমার

বিজন।

এতদিন হেমপ্রভা প্রাণের যাতনায় কাঁদিয়াছিল,—আজ আনন্দে দরবিগলিত ধারে তাহার নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল,—সে নির্জ্জন গৃহে পুনঃ পুনঃ স্বামীর পত্র বুকে মাথায় রাখিল,—পুনঃ পুনঃ সেই পত্র চুম্বন করিল,—সে আজ আনন্দে উন্মাদিনী।

সে সেই পত্র দাসীকে দিয়া মার নিকট পাঠাইয়া দিল—

আজ বিজনকুমারের জননীর বড়ই আনন্দ—দাসদাসী লোকজন এতদিন ম্রিয়মান হইয়াছিল,—আজ সকলেরই মনে নূতন উৎসাহ, নূতন আনন্দ—নূতন সুখ!

হেমপ্রভা উঠিল,—তাঁহার দেহে পূর্ব্বতেজ দেখা দিয়াছে তাঁহার মনের আনন্দে, তাঁহার কঙ্কালসার দেহে শতগুণ বল আসিয়াছে,—তাঁহার বিষাদমাখা হাসি ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—আজ সে দাসীদিগের সহিত বালিকার ন্যায় কত কথা কহিতেছেন।

স্বামীগৃহ হইতে যাওয়া পর্য্যন্ত সে কখনও চুল বাঁধে নাই,—গা ধোয় নাই,—আজ সাবান মাখিয়া, গা হাত পা ধুইয়া দাসীদিগকে চুল বাঁধিয়া দিতে বলিল,—তাহার আনন্দে বিজনকুমারের জননী আনন্দে চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

আজ সকলেই খুসি,—সকলেই সুখী,—এতদিন বাড়ীর অৰ্দ্ধেক ঘর বন্ধ ছিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী সমস্ত ঘর খুলিয়া, দাস দাসীদিগকে সমস্ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

তখন সকলে উদ্‌গ্রীবভাবে বিজনকুমারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে সহসা বিজনকুমারের এ মতির পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল,—তাহা তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

হেমপ্রভার ভ্রাতা বলিলেন,"আমি জানি এই উন্মাদের পাগলামি বেশীদিন থাকিবে না,—ঘরের ছেলে ঘরে আসিবে,—তবে ভাবিতেছি, এই রঙ্গিয়া সুন্দরীর কি হইল,—সে নিশ্চয়ই এতদিনে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কুটীর।

বিজন অরণ্য মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীর,—কপিলা শ্রমের পশ্চে এক সুন্দর উপত্যকা দেখিয়া, বিজনকুমার রঙ্গিয়াকে বলিলেন, "এই উপযুক্ত স্থান,—এখান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে একটা বাজার ও বস্তি আছে,—এ পথে লোক চলাচল করে না,—আমাদের যাহা দরকার,—এই বাজার হইতে কিনিয়া আনিতে পারিব। অথচ এখানে সংসারের গোলযোগ আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না,—কি বল, রঙ্গিয়া ?"

সে বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন,—আমিও তাহাই করিব। আপনা হইতে আমার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহাতো আমি জানি।"

"তাহা আমি জানি,—এই উপযুক্ত স্থান। এই খানেই কুটীর বাঁধিয়া আমরা দুইজনে মগ্ন হইয়া থাকিব,—আমার চেয়ে এ সংসারে সুখী কে ?"

"আমার চেয়ে এ সংসারে সুখী কে ?"

"আমি।"

"না,—আমি।"

বিজনকুমার রঙ্গিয়াকে হৃদয়ে লইয়া, তাহার রক্তিমাক্ত গালে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। সেও দুইহস্তে বিজনকুমারের গলা জড়াইয়া,—তাঁহার ওষ্ঠ শত চুম্বনে সিক্ত করিল

তাঁহারা উভয়ে সেই সুন্দর নির্জ্জন প্রকৃতিদেবীর লীলা

স্থল উপত্যকা মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। মাসের মধ্যে একদিন উভয়ে দুর বাজারে গিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন। এই নির্জ্জন দুর্গম উপত্যকা মধ্যে তাঁহাদের খুঁজিয়া পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

এ উপত্যকায় কেহ আসিত না,—এদিক দিয়া সাধারণের গমনাগমনের পথ নহে,—সুতরাং এ পথে কেহ আসিত না।

তাঁহারা পাহাড়িয়া বেশে থাকিতেন। কাজেই অন্যান্য পাহাড়িয়াগণ তাঁহাদের কোন বস্তির পাহাড়িয়া স্ত্রী পুরুষ মনে করিয়াছিল। বাজারে তাঁহারা উপস্থিত হইলে, কেহ তাঁহাদের লক্ষ্য করিত না।

উভয়ে একত্রে রন্ধন করিতেন,—উভয়ে একত্রে আহার করিতেন। রঙ্গিয়া স্বামীর মুখে আহারাদি তুলিয়া দিত,—বিজনকুমার তাহার মুখে তুলিয়া দিতেন,—উভয়ে গভীর সুখেরসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন,—এত সুখ,—এত আনন্দ, সংসারে মেলে না।

উভয়ে একত্রে হাত ধরাধরি করিয়া, বনফুল চয়ন করিতেন,—একত্রে উভয়ের গলার সহিত উভয়ের গলা মিলিত করিয়া,—কত সুন্দর গানে সেই উপত্যকা মধুময় করিতেন।

রঙ্গিয়ার প্রাণের আশা মিটিয়াছে,—সে সুখের সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে,—তাহার সুখের বর্ণনা সে করিতে পারে না,—সুখাবেশে সে বিভোরা হইয়া রহিয়াছে।

বিজনকুমারের এতদিনের প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়াছে,—

অপার শান্তিবারি তাহার হৃদয়ে সিক্তি হইয়াছে,—সুখে অনির্ব্বচনীয় সুখে তাঁহার হৃদয় মগ্ন হইয়া গিয়াছে,—তিনি জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন॥

এক তিলও উভয়ে উভয় হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। জগত সংসার তাহাদের নিকট বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে।

দিনের পর দিন,—মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতেছে,—তাহাদের দিন রাত্রি জ্ঞান নাই—সুখ—সুখ—কেবলই সুখ—সে সুখের বর্ণনা নাই।

এ সুখ কি চিরকাল থাকিবে? এত সুখ কি চিরস্থায়ী হইবে?

বিজনকুমার যত কষ্ট পাইয়াছিলেন,—এখন তদোধিক সুখভোগ করিতেছেন—সুখ—সুখ—সুখে তাঁহার হৃদয় বিভোর হইয়া গিয়াছে,—তিনি রজিয়ার মুখে মুখ দিয়া জগত সংসার ভুলিয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু এত সুখ চিরকাল থাকে না,—থাকিলে মানুষ বোধ হয় সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া যায়,—তাহাই তিন মাস যাইতে না যাইতে তাঁহাদের প্রেমের প্রথম আবেগ উপশমিত হইল—তখন তাহারা ক্রমে সাংসারিক স্বামি স্ত্রীতে পরিণত হইলেন।

মধ্যে মধ্যে বিজনকুমার অন্যমনস্কও হইতে লাগিলেন,—মধ্যে মধ্যে তাঁহার জননী—তাঁহার স্ত্রীর কথা তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি একটু বিষন্নতাও অনুভব করিতে লাগিলেন,—তবে রজিয়ার

মুখ দেখিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জগত সংসার বিস্মৃত হইতেন,—তখন আর কিছুই মনে থাকিত না,—কেবলই সুখ,—অনির্ব্বচনীয় সুখ!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজনকুমার ও রঙ্গিয়া।

সংসারে মনুষ্য জীবনে কেবল সুখ স্থায়ী হয় না,—সুখের স্বপ্ন অনন্তকালব্যাপী হয় না!

বিজনকুমার ও রঙ্গিয়ার জীবনে অন্যরূপ হইবে কিরূপে?

ছয়মাস কাটিয়াছে,—পূর্ব্বে দুইজনে একত্রে থাকিলে কত আনন্দ উপলব্ধি করিতেন,—এখন অনেক সময়ে উভয়ে একত্র থাকিলেও বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকেন,—তাহাদের কথা কহিবার যাহা কিছু ছিল,—তাহা সমস্তই বলা হইয়া গিয়াছে,—আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

ছয় মাস উত্তীর্ণ। প্রকৃতির ঝোপের ভিতর শীলাখণ্ডের উপর উভয়ে উপবিষ্ট—উভয়েই নীরব,—প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যে উভয়ে মুগ্ধ।

সহসা রঙ্গিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "নাথ,—একটী কথা বলিবেন কি?"

বিজনকুমার চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি বলিতে চাও,—রঙ্গিয়া?"

"একটা কথা বলিবেন কি?"

"কবে তোমায় কোন কথা বলি নাই। তুমি কি আমার সর্ব্বস্ব নও।"

রঙ্গিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "তাকি আমি জানি না নাথ?—তবে——"

"তবে কি রঙ্গিয়া?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

"বল—আজ সহসা তোমার এ ভাব কেন? আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে,—কি জিজ্ঞাসা করিবে বল?"

রঙ্গিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল,—তৎপরে তাহার সুন্দর চক্ষুদ্বয় বিজনকুমারের চক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, "আমি কি আপনাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিয়াছি।"

বিজনকুমার রঙ্গিয়াকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সে কি?—একি নূতন ভাব আজ তোমার—তুমি কি জান না,—আমি তোমায় পাইয়া কত সুখী হইয়াছি। তোমায় পাইয়া আমি জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছি—দিন রাত্রি প্রাণের আগুনে জ্বলিতেছিলাম,—তুমি আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়াছ।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

"তবে কি কথা বলিতেছ বল,—আমায় ব্যাকুল করিও না,—আমার এ সুখ নষ্ট করিও না।"

"নাথ তাহা বলিতেছি না,—আমি বুঝিতেছি আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারি নাই।"

বিজনকুমার আদরে সপ্রেমে রঙ্গিয়াকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আর ইহাপেক্ষা যে অধিক সুখ আছে তাহা আমার বোধ হয় না—তুমি আমার দগ্ধপ্রাণ শীতল করিয়াছ,—তুমি আমার সব।"

"আমি ব্যতীত আপনার প্রাণে আর কেহ নাই কি?"

রঙ্গিয়ার এই কথায় বিজনকুমার বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন—বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—রঙ্গিয়া অন্ত দিকে চাহিয়া রহিল।

আজ এই প্রথম রঙ্গিয়ার কথায় তাঁহার হৃদয়াবেগ অন্য দিকে ছুটিল,—আজ প্রথম তাহার অপার সুখে দুঃখের বিন্দু পতিত হইল,—তিনি অন্যমনস্ক হইতেছিলেন,—তাঁহার মনে তাঁহার জননীও স্ত্রীর কথা সময় সময় উদিত হইতেছিল,—কিন্তু তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই,—আজ রঙ্গিয়ার কথায় বুঝিলেন সে প্রকৃত কথাই বলিয়াছে,—তিনি পূর্ব্বে যেরূপ অপার অনন্ত সুখে ছিলেন,—এখন ঠিক তাহা নাই,—এখন যথার্থই সময় সময় তাঁহার মনে তাঁহার জননীর কথা, তাহার স্ত্রীর কথা,—সময় সময় এমন কি মিনার কথাও,—উদিত হইয়া তাঁহার মন বিষন্ন করিয়া থাকে।

তাঁহাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া রঙ্গিয়া তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল,—ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারি নাই—"

বিজনকুমার ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, "না না তোমায় পাইয়া আমি পরম সুখী হইয়াছি,—"

রঙ্গিয়া বলিল, "আমি আমার যথাসাধ্য করিয়াছি,—অন্ততঃ আমি বড় সুখী হইয়াছি,—আমার মত সুখী কে, এই জন্যই বলিতেছিলাম,—আমার মত সুখী এ সংসারে আর কেহ নাই।"

বিজনকুমার তবুও কথা কহিতে পারিলেন না,—তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

রঙ্গিয়া বিজনকুমার হৃদয়ে বেদনা পাইতেছেন দেখিয়াও এ কথা ছাড়িল না, বলিল, "হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন,—আপনার কি কাহারও কথা মনে জাগরুক হয় না?"

বিজনকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ,—তোমার কাছে আমার কি গোপন আছে?—হাঁ—কখন কখনও আমার মায়ের কথা মনে হইয়া প্রাণে কষ্ট হয়?"

"আপনার স্ত্রীর কথা?"

"হাঁ—কখনও কখনও মনে হয়,—সে আমাকে বড় ভাল বাসিত,—তাহার প্রাণে এখন কেবল আপনা আপনিই বুঝিতেছি যে আমি কষ্ট দিয়াছিলাম,—তাহাই তাহার কথা মনে হইলে প্রাণে কষ্ট পাই।"

"আর অভাগিনী মিনা?"

"সময় সময় তাহার কথাও মনে হয়,—তবে তোমাকে দেখিলে তাহাকে ভুলিয়া যাই। হয়তো সে আমারই জন্য মরিয়াছে।"

"তাই বলিতেছিলাম,—দেখিতেছেন,—আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারি নাই।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিলেন। উভয়েরই সুখে বিভাসিত হৃদয় দুঃখের মেঘে আবরিত হইয়াছে,—সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে?

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজনকুমার বলিলেন, "বোধ হয় সংসারে মানুষ চিরসুখী হইতে পারে না—আমি সুখী,—তোমায় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি,—তাহা বোধ হয়,—তেমন সুখী জগতে আর কেহ নাই,—কিন্তু সেই সুখেও মেঘ আছে,—সেই সুখেও সময় সময় দুঃখ জড়িত হইতেছে,—তুমিও কি সর্ব্বোতোভাবে সুখী রঙ্গিয়া? তোমার প্রাণে কি কোন সময়ে ক্লেশ বোধ হয় না।"

রঙ্গিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাথ,—আমার সংসারে কেহ থাকিলে কি হইত বলিতে পারি না,—আপনার মার কথা, স্ত্রীর কথা, অভাগী মিনার কথা মনে হয়,—তাহাদের জন্য দুঃখ হয়,—কিন্তু আমার কাহারও কথা মনে হইয়া দুঃখিত হইবার বা কষ্ট পাইবার নাই,—সেই জন্যই হয়তো আমি বড়—বড় সুখী—আপনাকে পাইয়া আমি বড় সুখী,—কখনও কোন দুঃখের চিন্তা এ পর্য্যন্ত মনে আইসে নাই,—আমি সুখে আত্ম হারা হইয়া রহিয়াছি।"

বিজনকুমার বলিলেন, "তুমি যেমন আমার বিষন্নতা লক্ষ করিয়াছি,—আমিও তোমাকে বিষন্নতা লক্ষ করিয়াছি,—তুমি বিষন্ন হও,—কেন রঙ্গিয়া?"

রঙ্গিয়া এবার বিষাদ স্বরে বলিল, "নাথ আমার বড় আশা ছিল,—বড় বাসনা ছিল আপনাকে চির সুখে রাখিব, আপনার হৃদয়ে কোনরূপে কোন দুঃখ আসিতে দিব না,—আমি আপনাকে এ জগতে একা বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিব,—কিন্তু তাহা হইল না—আপনাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিলাম না বলিয়াই আমি বিষন্ন।"

"রঙ্গিয়া,—এটা তোমার ভুল। তোমায় পাইয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি,—আর কিছুতেই আমি এরূপ সুখী হইতাম না,—যেরূপ আগুনে জলিয়া মরিতেছিলাম,—আজীবন,—সেই রূপই জ্বলিতাম। হয়তো পাগল হইয়া যাইতাম,—প্রায় পাগল হইয়াছিলাম,—তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ,—তুমি এ সব কথা আর বলিও না,—রঙ্গিয়া,—এস অন্য কথা কই।"

রঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল, "এ কথায় আমার যে বড় আনন্দ হইতেছে,—তাহা কি নাথ আপনাকে বলিতে হইবে?"

বিজনকুমার বলিলেন, "রঙ্গিয়া, তুমিও সুখী—আমিও সুখি।"

"না, নাথ,—আমি যে সম্পূর্ণ সুখী, আমার যে মনে কষ্ট কখনও হয় না,—তাহা বলিতে পারি না।"

"এই বলিলে তোমার কষ্ট নাই।"

"আপনার ন্যায়, নাথ,—আমার কাহারও কথা মনে করিবার নাই—কাহারও কথা মনে হইয়া কষ্ট পাইবার ও সম্ভবনা নাই—তবে—কি জন্য সময় সময় বিরন্ন হই তাহাতো বলিলাম——"

"না রঙ্গিয়া,—তোমার বোধ হয় আরও কোন কষ্ট আছে।"

"যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—তখন বলি। এক জন দয়া করিয়া আমাকে নিরাশ্রয়া দেখিয়া আশ্রয় দিয়া বড় যত্নে রাখিয়াছিলেন,—বড়ই ভাল বাসিয়াছিলেন—প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন,—বিশ্বাস করিতেন,—সখীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু আমি এমনই পাপিয়সী,—এমনই রাক্ষসী,—যে তাহারই প্রাণে কষ্ট দিয়াছিলাম,—এখনও দিতেছি—তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আমি পালাইয়াছিলাম,—এ কথা প্রাণ হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই—পারিতেছি না। যখনই এ কথা মনে হয়,—তখনই প্রাণে বড় বেদনা পাই।"

বিজনকুমার কোন কথা কহিলেন না, কিয়ৎক্ষণ রঙ্গিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "ইনি কে?"

রঙ্গিয়া দুই হস্তে বিজনকুমারের গলা দুই হস্তে জড়াইয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিল, "নাথ,—কাল বলিব।"

সেই চুম্বনে বিজনকুমার অন্য সকলই বিস্মৃত হইলেন।

পরিচ্ছেদ।

পত্র।

সুখের স্বপ্ন চির দিন থাকে না। বিজনকুমার অতি প্রত্যূষে চমকিত হইয়া জাগ্রত হইলেন! ভীত, ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে চাহিলেন,—তিনি স্বপ্ন দেখিয়া ভীত বিহ্বল হইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন—তিনি স্বপ্নে দেখিলেন রঙ্গিয়া তাহার ওষ্ঠে সাদরে স্নেহে চুম্বন করিল,—তাহার চক্ষু

হইতে অশ্রু বিন্দু পতিত হইয়া তাহার কপাল সিক্ত করিল, সে কাতরে—অতি কাতরে তাহাকে বলিল, "নাথ বিদায়—চিরদিনের জন্য বিদায়।" তাহার পর সহসা যেন বাতাসে সে মিলিয়া গেল। বিজনকুমার চমকিত হইয়া জাগ্রত হইলেন।

তিনি ভীত হইয়া পার্শ্বে চাহিলেন, দেখিলেন পার্শ্বে রঙ্গিয়া নাই;—হয়তো সে পূর্ব্বে উঠিয়াছে ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল ও ব্যগ্রভাবে কুটিরের বাহিরে আসিলেন,—বাহিরেও রঙ্গিয়া নাই।

তখন তিনি চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া ডাকিলেন, "রঙ্গিয়া——রঙ্গিয়া——"

রঙ্গিয়া নাই,—নিকটে বা দূরে থাকিলে চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া সে নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিত,—রঙ্গিয়া নাই।

তিনি ব্যাকুল উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "রঙ্গিয়া—রঙ্গিয়া—তুমি কোথায়?"

তাহার কাতর চিৎকার পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—কিন্তু কেহ উত্তর দিল না।

তখন তাহার পূর্ব্বদিনের কথোপকথন মনে পড়িল,—রঙ্গিয়া দুই তিনবার বলিয়াছিল যে সে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুখী পারে নাই—তাহাই বলিয়া তাহার তাঁহাকে এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কি উচিত—তাহা হইলে তাহার ন্যায় নিষ্ঠুর আর কে? সে নিশ্চয়ই এখনও এই উপত্যকা হইতে বহুদূর যাইতে পারে নাই,—এখনও ছুটিয়া গেলে তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে,—বিজনকুমার উন্মাদের ন্যায় ছুটিলেন।

বহুদূর ছুটিয়া গিয়াও তাহাকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না,—তখন হতাশ চিত্তে বসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার

শরীর মন হৃদয় সমস্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি রজিয়াকে হারাইয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন,—প্রকৃতই উন্মাদপ্রায় হইলেন।—কিয়ৎক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া থাকিয়া সেই বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন।—তাঁহার সেই বিভিষিকাময় হাস্যধ্বনী—চারিদিকে এক ভয়াবহ বিভিষিকা বির্কির্ণ—করিল।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঘোর মূর্খ,—তাহাই একটা ছার স্ত্রীলোক পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে আমি জীবনে চিরসুখী হইলাম! হা—হা—হা—ওরে মূর্খ তাহা হয় না—হয় না—হয় না—মিনা—হেমপ্রভা—রজিয়া, হা—হা—হা—হা—হা—হা—কি আমোদ!"

তিনি যখন হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন,—তখন সহসা অতি গম্ভীর হইয়া, কুটীরের দিকে চলিলেন।

কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সব শূন্য,—সব ফাঁকা,—আর কেন,—সুখের বাসর শেষ হইয়াছে।"

সহসা তাঁহার দৃষ্টি শয্যার উপরিস্থিত একখানি পত্রে পড়িল,—তিনি ব্যাকুলভাবে কুটীর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই এ পত্র পূর্ব্বে দেখেন নাই।

তিনি ধীরপদবিক্ষেপে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—পত্রখানি তুলিয়া লইলেন। রজিয়ার হাতের লেখা তিনি দেখেন নাই,—সে কখনও কিছু লেখে নাই,—লিখিবারও আবশ্যক হয় নাই—এ কাহার হাতের লেখা—তিনি কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে পত্রহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন,—তৎপরে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র এই :——

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রজিয়ার পরিণয়।

স্বামি,—নাথ—জীবন সর্ব্বস্ব,—

ক্ষমা করিবেন,—দাসী বলিয়া ক্ষমা করিবেন,—অনাথিনী অভাগিনী বলিয়া ক্ষমা করিবেন,—একটু ভালবাসেন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। যদি আপনাকে সুখী করিতে পারিতাম,—তাহা হইলে আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইতাম না,—আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—আর অধিকদিন আমি আটকাইয়া রাখিলে, আপনি আরও কষ্ট পাইতেন,—আমিও অসুখী হইতাম,—আমাদের সুখের স্বপ্ন দুঃখে পর্য্যবসিত হইত,—তাহাই আজ হৃদপিণ্ড হৃদয় হইতে বলে উৎপাটিত করিয়া, দাসী আপনার পদধূলি লইয়া বিদায় হইল। দাসী বলিয়া ক্ষমা করিবেন,—অনাথিনী বলিয়া ক্ষমা করিবেন,—একটু ভালবাসেন বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে,—আমার বাসনা মিটিয়াছে।

আপনি আমাকে সহসা কাশিথ্যায় ত্যাগ করিয়া আসিলে, আমি পাগল হইয়াছিলাম, তাহাই আপনাকে পাইবার জন্য একাকী কলিকাতায় আসিয়া, আপনার সাধ্বাসতী লক্ষ্মী স্ত্রীর অভাগী দাসী হইয়াছিলাম। তখন আপনাকে পাইবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না,—কেবল দেখিব,—একটু আপনাকে দেখিব—এইমাত্র আশা—ইচ্ছা—বাসনা। মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে দেখিলেই প্রাণের যন্ত্রণা কমিবে, কিন্তু তাহা কমিল না।

আমি পাপিয়সী,—আমি রাক্ষসী,—যাহার কথা আমি কাল বলিতেছিলাম,—তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—সে আপনার দেবীসমা গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী। আমি বিশ্বাসঘাতিনী,—রাক্ষসী,—পাগল হইয়া, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া, আপনার দুর্ব্বৃত্ত মহাপাপী খানসামার সাহায্যে আপনার মনে আগুন জ্বালাইয়াছিলাম,—ইচ্ছা করিয়া জ্বালাইয়াছিলাম,—মনে করিয়াছিলাম,—আপনি হেমপ্রভাকে ভাল না বাসিলে, হয়তো আপনাকে কোন দিন না কোন দিন পাইব। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল,—আপনি দেশত্যাগী হইলেন।

সেইদিন হইতে আমি নানা বেশে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম। গঙ্গোত্রীর পথে সে আমি,—হরিদ্বারে সে আমি।

আপনাকে পাইবার জন্য কত ছলনাই করিয়াছি,—কত মিথ্যা কহিয়াছি,—অনাথিনী—উন্মাদিনী বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

হরিদ্বারে আপনি আমার বাড়ী হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলে, আমিও আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম,—বনে জঙ্গলে আমি আপনার অজ্ঞাতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম,—আমার দেহে পাহাড়ী রক্ত—আর আমি মা কামিখ্যাদেবীর কুমারী বলিয়া, শ্মশানে, মশানে, বনে, জঙ্গলে সর্ব্বত্র আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিয়াছিলাম,—আপনি হরিদ্বারে ফিরিয়া, বৃন্দাবনে নিদ্রিত হইলে, আমি আমার কোলে আপনার মাথা তুলিয়া লইয়াছিলাম।

অবশেষে আমি জিতিয়াছিলাম,—আমার আশা, ইচ্ছা, বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল,—আমি আপনাকে পাইয়া, জগত-সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কিন্তু দেখিলাম এ স্বপ্ন থাকিবে না,—দেখিলাম আমার এরূপে আপনাকে আটকাইয়া রাখিবার কোন অধিকার নাই তাহাই আজ আমি আপনার পরিত্যক্তা সন্ধান গ্রহণ করিলাম।

নাথ, স্বামিন দাসীর সর্ব্বস্ব,—আপনার চরণ দুইটী ধরিয়া অনুরোধ করি, দয়া করিয়া আমার অনুসন্ধান করিবেন না।

মনে করিবেন না যে আমি আর দুঃখিনী—আমি সর্ব্বসুখে সুখী,—আমার প্রাণে আর কোন কষ্ট নাই। যদি কখনও আমাকে একটু ভাল বাসিয়া থাকেন,—যদি আমার হৃদয়ে বেদনা দিতে না চাহেন,—যদি—আমাকে চিরসুখে রাখিতে ইচ্ছা করেন,—তবে গৃহে যান,—গৃহে গেলে সুখী হইবেন, সাধ্বী সতী—দেবী,—গৃহে আছেন,—আমি তাঁহার চরণ রেণুর ও সমান নহি। ভালবাসায় অন্ধ হইয়া—উন্মাদ পাগল হইয়া,—তাঁহার প্রাণে যে কষ্ট দিয়াছি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—তবে তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া আমাকে অনাথিনী অভাগিনী দুঃখিনী বলিয়া ক্ষমা করিতে বলিবেন,—তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন,—তাঁহার প্রাণের দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া যে মহাপাপে মহাপাপিনী হইয়াছি,—যত দিন বাঁচিয়া থাকি—ততদিন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিব,—তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন,—তিনি নিশ্চয় এই অনাথিনীকে ক্ষমা করিবেন।

আমাকে একেবারে ভুলিয়া যান। আপনি আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিলে আমার সন্ন্যাস নষ্ট হইবে। দুখিনী আশ্রিতা বলিয়া যদি আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে না চাহেন,—তাহা হইলে আমার অনুসন্ধান করিবেন

না,—আমাকে একেবারে ভুলিয়া যান,—মনে করুন আপনার দুঃখিনী মিনা আর নাই। একদিন যেমন সকলে ভাবিয়াছিল মিনা ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবিয়াছিল,—আজ পর্য্যন্ত আপনিও যাহা মনে করিতেছেন, তাহাই মনে করুন—মনে করুন আপনার দুঃখিনী মিনা আর নাই। দাসীকে ক্ষমা করুন—বিদায়—চলিলাম—নাথ—স্বামিন—আমি আপনার দুঃখিনী মিনা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন উচাটন।

বহুক্ষণ বিজনকুমার মিনার কাতরতা পূর্ণ পত্র খানি হাতে করিয়া নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন,—সহসা দেখিলে বোধ হয় তাঁহার দেহ পাষাণে পরিণত হইয়াছে।

সহসা তাহার দেহ মস্তক হইতে পদপর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার পর তিনি দুই হাত দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ,—শোক দুঃখ অনুতাপ প্রবলধার চক্ষের জলে প্রবাহিত হইল,—নতুবা তিনি খুব সম্ভব প্রকৃতই পাগল হইয়া যাইতেন?

তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার দুঃখের অনেকটা অবসান হইল।

বহুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সকলই শূন্য,—আজ মিনা বিহনে তাহার জগৎসংসার সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইল।

মিনা সঙ্গে কি লইয়াছে তাহাই তিনি দেখিবার জন্য কুটিরস্থ দ্রব্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন

তাঁহারা হরিদ্বার হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন,—তখন তাঁহারা কয়েক খানা বস্ত্র,—একটা বাট্‌লো ও একটা লোটা ভিন্ন আর কিছু সঙ্গে আনেন নাই,—তবে তাঁহার গৈরিক বস্ত্র মিনা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ইহা লইতেছে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ও আর কেন?" মিনা হাসিয়া বলিয়াছিল,—"ঐ বেশে আপনাকে পাইয়াছি,—ও কাপড় আমি ছাড়িয়া যাইতে পারি না।" বিজনকুমার কোন কথা কহেন নাই।

কুটিরে মিনা অতি যত্নে সেই কাপড় রাখিয়াছিল,—এখন বিজনকুমার দেখিলেন সে কাপড় নাই—বুঝিলেন সে গৈরিক ধারণ করিয়া যথার্থই সন্ন্যাসিনীবেশে চলিয়া গিয়াছে।

পাহাড়ী বৃদ্ধার কল্যাণে সে অনেক টাকা পাইয়াছিল,—এই সমস্তই নোট করিয়া সে সর্ব্বদাই তাহার কোমরে রাখিত,—বিজনকুমারের কোমরেও কিছু টাকা ছিল। বাজার করিতে যাইবার সময় মিনা প্রায়ই নিজের টাকা বাহির করিত,—কিন্তু বিজনকুমার তাহাকে এক পয়সাও ব্যয় করিতে দিতেন না। তাঁহার নিকট যাহা ছিল তাহাই খরচ করিতেন।

বিজনকুমার দেখিলেন মিনার বালিসের নিম্নে তাহার গেঞ্জে সহ সমস্ত নোটই পড়িয়া রহিয়াছে,—এক ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডে সে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, "গরিব দুঃখীকে দান করিবেন।"

তাহা হইলে সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া প্রকৃত সন্ন্যাসিনী ভাবে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—বিজনকুমারের হৃদয়ে বড়ই বেদনা লাগিল,—সে এখনও বালিকামাত্র,—না জানি নিঃসম্বল অবস্থায় তাহার কত কষ্ট হইবে? কেন সে এপরূ করিল,—কেন সে তাঁহাকে এত কষ্ট দিল—কেন—কেন—

তাহাকে তিনি কখনও তো অযত্ন করেন নাই! হায় কে বুঝিবে সে কেন গিয়াছে—হেমপ্রভার জন্ম হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া তুলিয়া নিজের প্রাণ বলিদান দিয়াছে। তাহার কি কষ্ট হয় নাই?—তাহার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা এ সংসারে কয়জন বুঝিবে?

বিজনকুমার বহুক্ষণ মিনার নোটসহ গেঁজে হাতে লইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে সেই গেঁজে ভক্তিভরে চুম্বন করিয়া তাঁহার নিজ কোমরে বাঁধিলেন।

তিনি কুটির মধ্যে যে সকল বস্ত্রাদি ছিল,—তাহা এক স্থানে স্তুপাকার করিলেন,—রন্ধনের জন্ম দুইজনে হাসিতে হাসিতে কত আমোদে যে সকল শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—তাহার স্তুপাকার করিলেন,—আরও শুষ্ক গাছের ডাল আনিয়া তাহার উপর ফেলিলেন,—তাহার পর সেই স্তুপে অগ্নি সংযোগ করিলেন,—ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—বায়ু প্রকোপে আরও অধিকতর প্রজ্জলিত হইয়া ক্ষুদ্র কুটিরের চালে লাগিল,—তখন আরও ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দূরে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নিস্পন্দভাবে বিজনকুমার তাঁহার আনন্দের আবাস—সুখের নিবাস—তাঁহার শান্তিকুঞ্জ,—তাঁহার চক্ষেও উপর ভস্মীভূত হইয়া গেল। তিনি নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে অনিমিষনয়নে তাহাই দেখিতেছিলেন।

যখন ক্ষুদ্র কুটির ভস্মিভূত হইয়া গেল,—তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই উপত্যকা পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রী।

বিজনকুমার হরিদ্বার উপস্থিত হইলেন,—তাহার মিনার সন্ধান লইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সংযম করিলেন,—মনকে শতবার বলিলেন, "না—না—তাহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিব,--ইহাতে হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায়,—তাহাও ভাল,—তবুও তাহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিব।—সে স্ত্রীলোক বালিকা,—সে পারে,—আর আমি পারিব না।

তিনি হরিদ্বারে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিল্লি আসিলেন।—তিনি নিজ হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রাম করিতেছিলেন,--সে সংগ্রামের বর্ণনা হয় না।

কয়েক দিন দিল্লি থাকিয়া তিনি হৃদয়কে অনেকটা সংযত করিয়া আনিলেন,—তৎপরে দিল্লি হইতে এলাহাবাদে আসিলেন। মন স্থির না করিয়া গৃহে ফিরিবেন না বলিয়া তিনি এইরূপ পথে সময় কাটাইতেছিলেন। এলাহাবাদ হইতে জননীকে টেলিগ্রাফ করিয়া কাশী আসিলেন,—সেখান হইতে এতদিন পরে অভাগিনী দুঃখিনী স্ত্রী হেমপ্রভাকে পত্র লিখিলেন।

মিনার পত্রে তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল,—তিনি সকল পুড়াইয়াছিলেন,—কেবল সেই পত্র পুড়ান নাই,—তাহা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। যখনই তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইত,—

বিচলিত হইত,—তখনই তিনি সেই পত্র বাহির করিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেন,—মিনার পত্র পাঠ করিলে তিনি হৃদয়ে বল পাইতেন,—তাঁহার বিচলিত চিত্ত সুস্থির হইত,—তাঁহার জ্ঞান আসিত। যে শান্তি সন্ন্যাস তাহাকে দিতে পারে নাই,—তাহা মিনার পত্র তাঁহার হৃদয়ে সিঞ্চন করিত।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার মন সুস্থির ও হৃদয় শান্তিময় হইয়া আসিতেছিল,—তাঁহার হৃদয়ে আর সে আবেগ নাই,—সে চঞ্চলতা,—উন্মত্ততা আর নাই—মিনার পত্রে তিনি এক নূতন জীবন লাভ করিতেছিলেন।

আজ বিজনকুমারের বাড়ী আনন্দোৎসবে পূর্ণ,—এতদিনে তিনি বাড়ী ফিরিয়াছেন,—মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বেড়াইতে-ছেন,—হেমপ্রভা আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছে।

সকলে দেখিল বিজনকুমার আর সে বিজনকুমার নাই,—তিনি সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছেন,—তবে সকলেই সন্তুষ্ট—সকলই আনন্দে উৎফুল্ল,—এতদিনে আবার দুঃখের অন্ধকারাবৃত গৃহে সুখের আলোক বিভাষিত হইয়াছে।

* * * * *

একদিন বিজনকুমার হেমপ্রভাকে মিনার সমস্ত কথা বলিয়া তাহাকে তাহার পত্র দেখাইলেন,—হেমপ্রভা পত্র পাঠ করিয়া চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে আগে বলিলে আমরা দুইজনে দুই বোনের মত থাকিতাম,—সে আমাকে কত ভালবাসিত,—আমি তাহাকে কত ভালবাসিতাম।"

বিজনকুমার বিষণ্ণভাবে বলিলেন, সে যাহা করিয়াছে,—

এখন বুঝিয়াছি, সে ভালই করিয়াছে,—তাহার ভালবাসাও স্বর্গীয়,—তাহার জ্ঞানও স্বর্গীয়। হেম,—সে আমাদের তাহাকে ভুলিতে বলিয়াছে,—আমরা তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিব।”

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—হেমপ্রভার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছে,—কন্যার বয়স এক্ষণে পাঁচ,—পুত্রের বয়স আট।

বিজনকুমার ও হেমপ্রভা পুত্র কন্যা লইয়া বড়ই সুখী, তাঁহারা অভাগিনী মিনার কথা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে হেমপ্রভার পুত্র শঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইল। আবার সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল। সংসারে নিখুঁত সুখ কখনও মিলে না।

পুত্রের চিকিৎসার জন্য বিজনকুমার জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—ডাক্তারগণ অবশেষে বলিলেন, “না,—আর কোন আশা নাই।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

এ নিদারুণ কথা বিজনকুমার প্রাণ থাকিতে কখন বলিতে পারিবেন না। তিনি একাকী ম্রিয়মান হইয়া, নিজগৃহে বসিয়াছিলেন,—এই সময়ে তথায় হেমপ্রভা আসিলেন,—তিনি এক নিমিষের জন্যও পুত্রকে ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতেন না।

তাঁহাকে দেখিয়া, বিজনকুমার ভীত হইয়া, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে সুজন কেমন আছে?"

হেমপ্রভা বলিলেন, "একটু ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমায় একটা কথা বলিতে আসিলাম।"

"কি কথা?"

"আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন কামিখ্যাদেবী আসিয়া আমায় বলিতেছেন, "তোর ছেলেকে বাঁচাইলাম,—কালই টেলিগ্রাফ ক'রে টাকা পাঠিয়ে আমার পূজা দিস,—তারপর তোর ছেলের বিবাহ দিয়ে, ছেলে বউ তুই নিয়ে গিয়ে, কামিখ্যায় আমার পূজা দিস,—রাজি আছিস্?"

আমি বলিলাম, "হাঁ,—মা!"

তিনি বলিলেন, "তা হলে কাল থেকে তোর ছেলে ভাল হবে।"

"তুমি এখনই পূজা পাঠিয়ে দেও।"

কামিখ্যা,—বিদ্যুতের ন্যায় এতদিন পরে মিনার কথা তাঁহার মনে পড়িল,—তিনি তাহার কথা মন থেকে বিদায়

করিয়া দিয়া. হেমপ্রভাকে বলিলেন, "আমি এখনই টাকা পাঠাইতেছি।"

বিজনকুমারের পুত্র আরোগ্য হইয়াছেন,—তাহার পর আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিজনকুমার মহা সমারোহে পুত্র সুজনকুমারের বিবাহ দিয়াছেন।

হেমপ্রভা কামিখ্যাদেবীর স্বপ্নের কথা ভুলেন নাই। বিবাহের পরই বিজনকুমারকে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, কামিখ্যাদেবীর পূজা দিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন সকলে কামিখ্যা যাত্রা করিলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কামিখ্যায় আসিয়াছিলেন, আর আইসেন নাই। কামিখ্যাপাহাড়ে উঠিবামাত্র, তাঁহার ভিখারিণী, অনাথিনী মিনার কথা মনে পড়িল,—সেই প্রথম-দিন জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে দেখিয়াছিলেন,—সেই বাল্যখেলা সমস্তই তাঁহার মনে জলপ্লাবনের জলের ন্যায় প্রবলবেগে প্রধাবিত হইল,—তাহার পর সেই গঙ্গোত্রীর পথ,—হরি-দ্বারের নিশীথ রাত্রের রঙ্গিয়া,—তাহার পর সেই বিজন বিপিনস্থ কুটীর,—তিনি হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন, সহস্র চেষ্টায়ও তাহার কথা হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিলেন না।

সে কি জীবিত আছে?—না,—বোধ হয়, সে স্বর্গে গিয়াছে,—তাহার ন্যায় দেবী এ পাপ সংসারে অধিকদিন থাকে না! সে আর নাই।

তিনি হৃদয়ের বিষণ্ণতা দূর করিয়া, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার আমোদে যোগদান করিলেন।

হেমপ্রভা স্বামীকে বলিলেন, "যাও,—ভৈরবী মাকে প্রণাম করে এস,—আমরা এসেছি।"

ভৈরবী মা! বিজনকুমারের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,—কেন, তিনি তাহা জানেন না।

তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে একদিন তিনি মিনাকে জ্যোৎস্নালোকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন,—ঠিক সেইখানে এক সন্ন্যাসিনী—ভৈরবী বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রে আবরিত,—বিজনকুমার তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।

তবুও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্পন্দিতকণ্ঠে নিকটস্থ এক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

সে উত্তর দিল, "ভৈরবী মা।"

"কতদিন এখানে আছেন?"

"এই প্রায় বিশ বৎসর,—ঐ খানেই এই বিশ বৎসর বসিয়া আছেন। স্নান করিবার জন্য কেবল একবারমাত্র উঠেন।"

বিজনকুমারের স্বরে নিস্পন্দা সন্ন্যাসিনী চমকিতা হইয়া, চক্ষুর্ন্মিলন করিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

স্পন্দিতহৃদয়ে কম্পিতপদে বিজনকুমার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ন্যাসিনী মৃদু হাস্য করিয়া,

ধীরে ধীরে বলিলেন, "চিনিতে পারিতেছেন না,—আমি আপনার সেই অভাগিনী মিনা।"

বিজনকুমার নিস্পন্দ,—তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ।

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা কামিখ্যাদেবী আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। একবার শেষ দিনে আপনাকে দেখিবার বড় সাধ ছিল,—আপনার পুত্র কন্যাকে দেখিবার বড় সাধ ছিল,—মা আমার সে সাধ মিটাইয়াছেন। আমি হেমপ্রভা ও আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি। হেমপ্রভা আমাকে চিনিতে পারে নাই,—আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি। তাহাকে ও আপনার পুত্র কন্যাকে আমার প্রাণের ভালবাসা জানাইবেন।"

বিজনকুমারের দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু ঝরিতেছিল।

মিনা আবার ধীরে ধীরে বলিল, "দাসীকে,—আপনার সেই ক্ষুদ্র মিনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

মিনা মস্তক অবনত করিয়া, বিজনকুমারের পদস্পর্শ করিল,—বিজনকুমার নিস্পন্দ।

কতক্ষণ তিনি এরূপ অবস্থায় ছিলেন,—তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না।

তাঁহার স্ত্রী আসিয়া, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি?"

বিজনকুমার চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন,—সন্ন্যাসিনীর মস্তক তাঁহার পদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে।

তিনি সত্বর তাঁহার মস্তক অপসারিত করিতে উদ্যত হইলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসিনী আর নাই,—মিনা স্বর্গে গিয়াছে।

বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বিজনকুমার মিনার সৎকার করিলেন। দশ সহস্রেরও অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া,—তিনি তাঁহার পুত্র সুজনকে দিয়া,—তাঁহার শ্রাদ্ধ সেই কামিখ্যা-পাহাড়েই সমাধা করিলেন।

তাহার পর সেইস্থানে এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে মিনা মন্দির এখনও আছে।

সম্পূর্ণ।

জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সরলপ্রাণে সকলের সম্মুখে জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।—সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোকের পাপ-পুণ্যের চিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন—দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে চাহেন—কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোভনের প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন—তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তক।

ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন। পড়িয়া অকুলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী, গৃহিণীপনা শিখিবেন—পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া আত্মদমন করিবেন—সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারের স্বর্গের সুখ আনিবেন।

উপহার—প্রভাত কুমারী।

সংসার-তরু

বা

শান্তিকুঞ্জ।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ১৷৷৹ দেড় টাকা,
ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ ৵৹ তিন আনা।

"সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ", সাধু, অসাধু, ধনী, নির্ধনী, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর—সকল সম্প্রদায়ের লোকের আদরের বস্তু। "সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ" গ্রন্থে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল।